পরতত্ত্ব-গৌরঃ

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—

পরতত্ত্ব-গৌরঃ

অর্থাৎ

[শ্রীমদ্ রামনারায়ণ গোস্বামি-কৃতটীকয়া বায়ুপুরাণোক্ত-
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়াধ্যায়ঃ ; তথা প্রাচীনমহাজন-
কৃত-টীকয়া 'অনর্পিতচরী' শ্লোকঃ]

শ্রীহরিদাস দাসেন সঙ্কলিতঃ
[শ্রীধাম নবদ্বীপ—হরিবোল কুটীরতঃ]

শ্রীগৌরাব্দঃ—৪৫৮

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস দাস
নবদ্বীপ, পোড়াঘাট,
নদিয়া।

প্রিণ্টার—শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫ নং তারক চ্যাটার্জ্জি লেন,
কলিকাতা।

বিজ্ঞপ্তি।

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি **পরতত্ত্বং** পরমিহ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই পরম পরতত্ত্ব। আবার তৎপরবর্তী 'অনর্পিতচরী' শ্লোকেই তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের কারণ নির্ণয়-প্রসঙ্গে জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং এই পুস্তিকার শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গের অবতারবাদ এবং তৎকারণ নিবদ্ধ হওয়ায় গ্রন্থখানির নামও **'পরতত্ত্ব-গৌরঃ'** দেওয়া হইল। কৃপাময় পাঠকগণ প্রকাশকের সর্বপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্য আস্বাদন করিলেই ধন্য হইব।

শ্রীবায়ুপুরাণোক্ত **'শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্রোদয়'** নামক অধ্যায়টি সংপ্রতি শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামি প্রভুপাদের অন্বয়ী শ্রীরামনারায়ণ গোস্বামি-বিরচিতা 'প্রভা' টীকা সহ মুদ্রিত হইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারবাদ সম্বন্ধে এই পুস্তিকার উক্তিসমূহ 'শতানন্দ-গৌতম'-সম্বাদের একাংশ। এই উক্তিসমূহের স্থলবিশেষ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতার সপ্রমাণ করিতে বহুস্থলে উল্লিখিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীরামনারায়ণ ইঁহার টীকা রচনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের "ভাবভাব-বিভাবিকা" নাম্নী টীকা রচনা করিয়া স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় মুদ্রিত বায়ুপুরাণ সমূহে এই অধ্যায়টি দেখিতে পাওয়া গেলনা। বোম্বাইর সংস্করণ, কি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ বা বঙ্গবাসী সংস্করণে এই অধ্যায় নাই। শ্রীল রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুবাদক শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা সমগ্র বায়ুপুরাণ পান নাই। বায়ুপুরাণের শ্লোক-সংখ্যা ২৩০০০ কিন্তু প্রচলিত সংস্করণ সমূহে ১১ কি ১২ হাজার শ্লোক। ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণ সম্বন্ধেও এই কথা। সে যাহা হউক শ্রীরাধারমণের সেবাইত শ্রীশ্রীপূজারি গোস্বামিপ্রভুর, অধস্তন শ্রীদামোদর দাস—তাঁহার শিষ্য হরিনাথেরই শিষ্য শ্রীরামনারায়ণ অন্যূন ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং এই পুস্তিকার টীকা রচনা করিয়াছেন।

বায়ুপুরাণের পরিচয় ও অপূর্ণতা-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

R. L. Mitra's Preface to the Vayu Puranam Vol. II.

The history of the Vayu Purana is involved in considerable obscurity. From an early period in the annals of mediæval Indian literature, opinion has been divided regarding the class to which it belongs. The Matshya and the Bhagabat Puranas reckon it among maha or 'the great' Puranas,

while others relegate it to the class of minor or 'Upa Puranas.' Even its name is not free from confusion arising out of sundry aliases. The Siva Purana is said to be the same with the Vayu, and the Vayaviya Sanhita is,according to one authority, the same with it, but quite different according to another. There is a Siva Sanhita which also lays claim to be the same with the Vayu or to be the Maha Purana which should occupy the place of the Vayu. Extant Mss. in this respect come not to the aid of the enquiror. Instead of unravelling the mystery, hitherto they only added to the confusion. Mss. are met with having all the different names, and their contents are different.

[For the apparent discrepancy in counting verses he adds............]

An attempt is sometimes made to explain the discrepancy by saying that in its entirety the work is made up of many appendices or mahatmyas, of which the texts are lost and if these could be put together, the traditional extant would be completed.

তিনখানা পুঁথির সাহায্যে এই পুস্তিকার পাঠ নির্দ্ধারণ হইয়াছে। প্রথম খানা শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণমন্দিরের সেবাইত শ্রীযুক্ত বনমালিলাল গোস্বামিজির গ্রন্থ ও টীকা। দ্বিতীয়খানা শ্রীরাধাদামোদর গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত। ইহার পাঠ প্রথম খানার অনুরূপ। তৃতীয়খানা শ্রীবৃন্দাবনেই পরিত্যক্ত কাগজের স্তূপ হইতে সংগৃহীত। প্রথম ও দ্বিতীয় খানার পাঠই মূলে গৃহীত হইয়াছে এবং তৃতীয়খানার পাঠই পাদটীকায় পাঠান্তররূপে 'গ' চিহ্নিত হইয়া ধৃত হইয়াছে। ঐ পুঁথিখানায় বহু ত্রুটি ও ভ্রান্তি দৃষ্ট হইল। টীকাকার স্বীয় ওজস্বিনীভাষায় মূলগ্রন্থের যে বিবৃতি দিয়াছেন—তাহারই সঙ্কলন করিবার জন্য এ পুস্তিকা প্রকাশিত হইলেন। এই পুস্তিকার পাঠে কেহ যদি বিন্দুমাত্রও আনন্দলাভ করেন, অথবা ইহা যদি কাহারও সত্যপথ-প্রদর্শনে আলোক-বর্ত্তিকার কার্য্য করে, তবেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব। অলমতিবিস্তরেণ—

শ্রীধাম নবদ্বীপ	আশ্রব—
শ্রীহরিবোল কুটীর	**শ্রীহরিদাস দাস**

বায়ুপুরাণোক্ত-

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ঃ

শ্রীরাধারমণো জয়তু।

শ্রীশতানন্দ উবাচ—ব্রূহি তাত কৃপাসিন্ধো ভক্তানুগ্রহকাতর।
পরিত্রাণায় লোকানাং হেতুং কল্মষ-চেতসাং॥ ১

শ্রীমদ্ রামনারায়ণ-গোস্বামি-বিরচিতা

প্রভা টীকা।

শ্রীশ্রীশগণেশ-সরস্বতী-গুরু-দ্বিজ-হরিতত্ত্ববিদ্ভক্তিমদ্ভ্যো নমঃ। ভগবদ্রূপ-নিখিল-চরাচরপ্রপঞ্চায় নমঃ॥

একাত্মানৌ দ্বিধাভূতৌ গৌরশ্যামল-রূপিণৌ।
রাধাকৃষ্ণাবহং বন্দে নানালীলৌ মনোহরৌ॥ ১
নিত্যলীলৌ রমানাথৌ প্রকটীকৃতচিত্তনু।
বৃন্দাবিপিন-সঙ্কেতকৃতকেতৌ ভজে সদা॥ ২
একতত্ত্বং দ্বিধাভূতং তচ্চৈক্যং সমপদ্যত।
গৌরাঙ্গং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দেহং কলিতারণং॥ ৩
কৃষ্ণদেহোপি গৌরঃ স্যাদ্ যদ্ভাসেতি শ্রুতীরিতা।
তদভেদেন গৌরাঙ্গং কৃষ্ণং বন্দে মহাপ্রভুম্॥ ৪
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
ইতীতিহাস-সঙ্গীতং গৌরাঙ্গং সততং ভজে॥ ৫
কৃষ্ণবর্ণ-ত্বিষাঽকৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণনং-তৎপরং।
গৌরাঙ্গং বৈষ্ণবাকারং ভজে জাতাস্ত্রপার্ষদং॥ ৬
কৃষ্ণ-কীর্ত্ত্যা কলিং কৃত্বা কলৌ কৃত্বা কৃতং কৃতী।
কৃতধ্যেয়াকৃতিঃ কৃষ্ণঃ কৃত্বঙ্গোভাতি তং নুমঃ॥ ৭
হরিনাথমহং বন্দে হরিনামপ্রদং গুরুং।
ভবানীদাস-শর্ম্মাণং গায়ত্রীব্রতদং ভজে॥ ৮
বোধদং রামসিংহাখ্যং বিদ্যানন্দ-প্রদায়কং।
সদাসুখমহং বন্দে সদাসুখকরং গুরুম্॥ ৯
সুচেতরামরাজানং প্রেমপাত্রৈকজন্মদং।
তাতং নত্বা যথাপ্রজ্ঞং ব্যাখ্যেয়ং ক্রিয়তে ময়া॥ ১০
রাধামাধব-গৌরাঙ্গ-গুরূণাং করুণাবলাৎ।
গৌরাঙ্গাখ্যান-সদ্ব্যাখ্যা প্রতন্যতেঽধুনা ময়া॥ ১১
হৃৎ কৃষ্ণাঙ্কিতগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়মহো শুভং।
তৎ প্রভেয়ং বিষ্ণুসখ্যা রাগরাগেণ রঞ্জিতা॥ ১২

ন তপশ্চ * ন চেজ্যা চ ন ধ্যানং জ্ঞানমব্যয়ম্।
ন দানং সত্ত্বসংযুক্তং কলৌ ন দীর্ঘজীবনম্॥ ২

কৃষ্ণকীর্ত্তিরিতি জ্ঞাত্বা স্বাস্থতাং বৈষ্ণবৈ র্মুদা।
কৃষ্ণচৌর্য্যাদিবৎ কীর্ত্তৌ কল্পতাং তৈ র্ন দূষণং॥ ১৩

শ্রীবেদব্যাসঃ সর্বজনোদ্ধরণায় তত্ত্বদ্ধার-বীজং প্রশ্নমবতারয়তি—শ্রীশতানন্দ ইতি। কলিকল্মষঘ্নকৃষ্ণভক্তি-প্রবর্ত্তক-শ্রীগৌরাঙ্গমাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধি-বীজভূতপ্রশ্নেন শতং সংখ্যাতানানন্দয়তীতি শতানন্দঃ। শ্রিয়া বাস্তব্যা লক্ষ্যা হরিভক্তিরূপয়া যুক্তশ্চাসৌ শতানন্দশ্চ শ্রীশতানন্দঃ। স উবাচ। অনেন ভগবদ্ভক্তানাং স্বয়ং ভক্তিশ্রিয়া পূর্ণানামপি দীনজনোদ্ধরণায়ৈব হরিকথালাপ-প্রবৃত্তিঃ। তদুক্তং শুকস্য ভাগবত-প্রবৃত্তি-নিরূপণে—'অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ' (ভাগ ১।৭।১১) ইতি; কৃষ্ণকথাপ্রশ্নস্য চ ত্রিবিধসকলজনপাবনত্বমপি ভাগবত এবাবিহিতং। 'বাসুদেব-কথা-প্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুণাতি হি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄং স্তৎপাদসলিলং যথা' ইতি [১০।১।১৬]। শতানন্দ-প্রশ্নমেবাহ—ব্রূহি তাতেতি। অত্র তাত-শব্দেন নিরুপাধি-সৌহৃদ-দ্যোতকেন যদ্ রহস্যমপি তৎ পুত্র-সৌহৃদান্মহ্যং কথনীয়মিতি ধ্বনিতং। ননু পুত্র! ত্বং ভক্তি-শ্রিয়া পূর্ণোঽসি, অন্যার্থ-প্রশ্নে তু তথাবিধ-সৌহৃদাভাবাৎ কথং রহস্যোদ্‌ঘাটনং? তত্রাহ কৃপাসিন্ধো ইতি। নহি সিন্ধোঃ সলিল-ব্যয়ে ক্ষয়শঙ্কা, ন চ তদ্দানে পাত্রাপাত্রবিভাগঃ; অত স্তব সর্বানুকম্পিত্বাদ্ ঘটত এব রহস্যোক্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ। ননু সিন্ধোরপি জনঃ স্বপ্রযত্নেন জলমাহরতি। নহি সিন্ধুনা, জনমুদ্দিশ্য স্বয়ং সলিলং দীয়তে। যে রহস্য-জিজ্ঞাসব স্তেষাং প্রশ্নে বদিষ্যামি নতু তব ভক্ত্যা পূর্ণস্য, তত্রাহ—ভক্তেতি। দীনানাং সংসারিণাং ভগবৎপথ্যপ্রবৃত্তাবপি ভক্তানামুত্তমঃশ্লোকানুযায়িনাং নারদাদীনাং স্বয়মুত্থম্য ভগবৎপথপ্রবর্ত্তকত্ব-দর্শনাৎ ত্বয়াপি তথৈব রহস্যোপদেশঃ কার্য্যঃ। তদুক্তং—'ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব-দেহিনাং। কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাং। [১১।২।৪] বিষ্ণো র্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি' ইতি চ। নম্বেবমপি কিমিতি ত্বরয়া, নাধুনা কলি-প্রবৃত্তি, তৎপ্রবৃত্তৌ পাপদুঃখ-মজ্জতো জনানুদ্দিশ্য তত্তরণোপায়ো বাচ্যঃ, অন্যথা জলমদৃষ্ট্বা পাদকঞ্চুকোত্তারণ-প্রসঙ্গঃ। তত্রাহ—অনুগ্রহকাতর ইতি। পরতাপানুতপ্তানামনুকম্পা-বিবশানাং সতাং দুঃখদর্শনাবধ্যপেক্ষা নোচিতেতি ভাবঃ। বক্তব্যার্থমেব নির্দ্দিশতি—পরিত্রাণায়েতি। লোকানাং পরিতঃ সর্বত ঐহিকামুষ্মিকতাপত্রয়াদ্ বাহ্যাভ্যন্তরশত্রুভ্যো রক্ষণায় যো হেতু স্তং ব্রূহি। ননূক্তমেব সর্বত্র শ্রুতিস্মৃত্যাদৌ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং। তত্রাহ—কল্মষ-চেতসামিতি। নহি পাপাভিভূত-মনসাং যথাবৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং সম্ভবতীতি ভাবঃ। ন চ ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতীতি শ্রুতেঃ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব কল্মষক্ষয় ইতি বাচ্যং। চেতসঃ কল্মষানভিভবে যথাবৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং, তদনুষ্ঠানে কল্মষ-ক্ষয় ইত্যন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ॥ ১॥

ননু তপসা কল্মষং অপনুদতীত্যাদিবচনাত্তপসা কল্মষ-ক্ষয়ে স্বধর্ম্মেণৈবোদ্ধার

* তপস্যা।

ইতি চেত্তত্রাহ—ন তপ ইতি। অয়মাশয়ঃ—তপঃশব্দেনাত্র ‘স্ববর্ণাশ্রমধর্মেণ তপসা হরিতোষণা’-দিত্যাদিবচসা স্বধর্মরূপং বা, ‘যস্য জ্ঞানং পরন্তপ’ ইত্যাদিনা জ্ঞানং বা, ‘মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপ’ ইত্যাদিভিঃ শমাদি বা। রূঢ্যা কায়ক্লেশাত্মকো বা। কায়ক্লেশাত্মকত্বে চ পঞ্চাগ্ন্যাদি বা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি-প্রায়শ্চিত্ত-রূপং বা। নাদ্যং, তত্র পরিহারস্যোক্তত্বাৎ; ন দ্বিতীয়ং, তস্যাগ্রে পৃথগুপাদানাৎ; ন তৃতীয়ং, তস্যাপি ধ্যানশব্দেনাত্র পৃথক্ নিঃক্ষেপাৎ। চতুর্থে তু ন প্রথমং, বানপ্রস্থাশ্রমস্য কলিধর্মেষু নিষেধাত্তদ্ধর্মানাং পঞ্চাগ্ন্যাদীনামধিকার্য্যভাবেন দূরনিপাতাৎ; নাপি দ্বিতীয়ং,—কলৌ শরীরসামর্থ্যাভাবাদ্ যথাবৎ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ-প্রাজাপত্যাদেরনুষ্ঠানাশক্যত্বাৎ, কৃতেপি যথাকথঞ্চিৎ কল্মষচেতসাং পুনঃ পাপ-প্রবৃত্তৌ কুঞ্জর-শৌচত্বাপত্তেঃ। তদুক্তং—‘দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনো হিতং। করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথং? “[ভাগ৬।১।৯] কচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ কচিচ্চরতি তৎ পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জর-শৌচবিদিতি [৬।১।১০] ননু ‘ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং ন পরং পাপপুণ্যয়োঃ’। ‘তরতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি সর্বপাপ্মানং যোঽশ্বমেধেন যজতী’ত্যাদি বচনাৎ অশ্বমেধাদিযাগৈঃ সর্বকল্মষক্ষয় উদ্ধারশ্চেতি চেত্তত্রাহ—ন চেজ্যাদ্যেতি। অয়মভিপ্রায়ঃ—কলৌ অগ্ন্যাধান-নিষেধাৎ সাগ্নিযজ্ঞানাং সম্ভাবনায়া অপভ্যবাৎ। দ্রব্যাদ্যভাবেন কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ, সত্যপি দ্রব্যাদৌ তচ্ছুদ্ধ্যভাবাচ্চ বিঘ্নবাহুল্যেন প্রত্যবায়াদ্যাকুলত্বাচ্চ। ন চ সাগ্নিযাগাসম্ভবেঽপি নিরগ্নিপঞ্চমহাযাগৈঃ সর্বপাপ-ক্ষয় ইতি বাচ্যং। তেষাং পঞ্চসূনা-পাতকক্ষয় এবোপক্ষীণত্বাৎ, স্বধর্মান্তঃ-পাতিত্বেন প্রযুক্তত্বাচ্চ। ননু ‘ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ। বর্ষত্যেষ যতো ধর্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ’ ইত্যাদি বচনাৎ ধ্যান-পরিপাক-লক্ষণ-সমাধিনা সর্ব্বপাপক্ষয়-সম্ভবাৎ ধ্যানমেবানুষ্ঠেয়মিতি চেত্তত্রাহ—ন ধ্যানমিতি। ইদমত্র জ্ঞেয়ং; মূঢ়ং ক্ষিপ্তং বিক্ষিপ্তং ঐকাগ্র্যং নিরোধশ্চেতি পঞ্চ মনোভূময়ঃ। তত্র পাপে স্তমঃপ্রাবল্যে নিদ্রা-প্রমাদাদি-গ্রস্তং মনো মূঢ়ং, রজঃপ্রাবল্যে বাহ্যবিষয়াভিমুখং ক্ষিপ্তং, তয়োস্তু ন ধ্যানাধিকারোঽপি। যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহারৈঃ পাপক্ষয়ে সত্ত্ব-প্রাদুর্ভাবেন তমোরজসোরভিভবে কদাচিৎ কদাচিৎ বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য তত্ত্বাভিমুখং মনঃ ক্ষিপ্তাদ্ বিশিষ্টত্বেন বিক্ষিপ্তং; তত্র ধারণাধিকারঃ। পুনশ্চ ধারণয়া সমস্তপাপ-নিবৃত্ত্যা প্রত্যয়ৈকতানতয়া তত্ত্বাভিমুখং মন একাগ্রং; তত্র ধ্যানাধিকারঃ। ততো ধ্যানপরিপাকেমনো নিরোধাবস্থায়াং সমাধিঃ। তত্র কল্মষচেতসামনধিগতযোগাঙ্গানামধিকারপক্ষ-প্রবিষ্ট-তৃতীয়ভূমিকৈবাসংভাব্যা, কুতস্তরাং চতুর্থী কুতস্তমাং পঞ্চমী বা? অতঃ কলৌ ধ্যানমপি দুঃসাধ্যমেব। ননূপনিষৎপ্রমাণ-বিচারেণ জ্ঞানস্য সুসম্পাদনীয়ত্বাৎ ‘ন চ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥’ ‘ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।’ ‘নৈবং বিদি পাপং কর্ম্ম শ্লিষ্যতি।’ ইত্যাদিভিঃ সর্বপাপক্ষয়হেতুত্বাৎ, ‘তরতি শোকমাত্মবিৎ,ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমি’ত্যাদিনা সংসার-তারক-পরমাত্মসুখপ্রাপকত্বাৎ জ্ঞানমেব সম্পাদনীয়মিতি চেত্তত্রাহ—জ্ঞানমিতি। ইদমত্রাকূতং—অত্রোপনিষদ্ বিচারমাত্রাৎ জ্ঞানস্য সুসম্পাদনীয়ত্বং বদতা কিং বাক্‌চাতুর্য্যমাত্রসংপাদকজ্ঞানং

কেনোপায়েন নিস্তারো ভবিষ্যতি কলৌ যুগে। ৩

বিবক্ষিতং অপরোক্ষং বা; নাদ্য স্তস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ; 'সর্বে ব্রহ্ম বিদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তে হি কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয়! শিশ্নোদর-পরায়ণাঃ॥' অজ্ঞস্যাল্প-প্রবুদ্ধস্য ব্রহ্মৈবাস্মীতি যো বদেৎ। মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিপাতিতঃ॥' ইত্যাদিনা প্রত্যুত দোষহেতুত্বাৎ। দ্বিতীয়ং নিরাকর্ত্তুং জ্ঞানং বিশিনষ্টি—অব্যয়মিতি। তাদৃশজ্ঞানস্য স্বসংপাদনীয়ত্বাভাবাৎ 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন শান্তো দান্তস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ (বৃহদা-৪।৪।২২) ইত্যাদিনা জ্ঞানস্য স্বোৎপত্তৌ সর্বসাধন-সাপেক্ষত্বাচ্চতুষ্টয়-সাধনসংপন্নস্যৈব শ্রবণাধিকারাৎ; অধিকারাভাবে প্রোৎসাহমাত্রেণ প্রবৃত্তৌ তু 'জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণ' ইত্যাদি-বচনাৎ কল্মষ-চেতসামপ্রতিবদ্ধ-জ্ঞানানুদয়াৎ। ননু দানে কায়ক্লেশবুদ্ধি-কৌশলসাধনাদ্যপেক্ষা-ভাবাৎ পামরৈরপি সুকরত্বাত্তেনৈব সমুদ্ধার ইতি চেত্তত্রাহ—ন দানমিতি। ইদমত্র বিবেচনীয়ং—উদ্ধারকত্বেন বাদিনা সংমতং দানং তামসং রাজসং সাত্ত্বিকং বা? নাদ্যদ্বিতীয়ৌ, 'অদেশকালে চ যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং॥ যচ্চ প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥' ইতি ভগবদুক্ত-লক্ষণয়ো স্তামস-রাজসয়ো রুদ্ধারকত্বাসম্ভবাৎ। রাজসস্য যথা কথঞ্চিদ্ যশআদিক্ষুদ্রফল-প্রয়োজকত্বেঽপি তামসস্য প্রত্যুত পাপহেতুত্বাৎ। তৃতীয়ং প্রত্যাহ—সত্ত্বসংযুক্তমিতি। 'দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেঽনুপকারিণে। দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং মতং॥' ইত্যুক্তলক্ষণস্য সত্ত্বসংযুক্তদানস্য কলৌ কল্মষচেতসাং ফলপ্রত্যুপকারাদ্যনুদ্দিশ্য যথোক্তসৎকারাদিপূর্বক-প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। প্রবৃত্তৌ চ দ্রব্যাদিশুদ্ধেঃ সৎপাত্রস্য চালাভাৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। ননু ভবতাং ব্যাখ্যানেনাত্র ন-কারা স্তপআদি সাধন-প্রতিষেধকাঃ, কিন্তু তদ্দুষ্করত্বাবগমকাঃ প্রতিভান্তি, তথা সতি 'অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ং। নিত্যমেব হি কুর্য্যাদ্দানাধ্যয়নাদিকী ক্রিয়া॥' ইতি ন্যায়াৎ স্বশক্তিমনতিক্রম্য স্বল্পং স্বল্পমপি প্রতিদিনং অনুষ্ঠিতদানাধ্যয়নাদ্যুপলক্ষিত-পূর্বোক্ত-সাধনজাতং মহতা কালেন সঞ্চিতং সদুদ্ধারকং স্যাদেব, তত্রাহ—কলৌ ন দীর্ঘজীবনমিতি। ইদমত্র ধ্যেয়ং—যদ্যপি শ্রীমদ্ভাগবতাদ্দিশাস্ত্রে আয়ুষঃ শতবর্ষত্বং স্বীকৃত্য বাল্যবার্দ্ধক্যনিশাদ্যায়ুষো বৈয়র্থ্যদর্শনেন শেষস্যাল্পত্বমুক্তং, তদপ্যাস্তাং বালানাং নীরুজাং চ মরণোপলম্ভাৎ, একদিনেপ্যেকশ্বাসমপি বিশ্বাসানর্হত্বাৎ সাধূক্তং ন দীর্ঘজীবনমিতি। তদপ্যুক্তং 'অরে বদ হরে র্নাম ক্ষেমধাম ক্ষণে ক্ষণে। বহিঃ স হি সরতি নিঃশ্বাসঃ বিশ্বাসঃ কঃ প্রবর্ত্ততে॥" ২

নন্বেবং সমস্তসাধনজালস্য নিষেধে মা ভবতু কল্মষচেতসাং পরিত্রাণং, ত্বং তু তাবদ্ভক্তিশ্রিয়া পূর্ণোঽসীতি কিং তচ্চিন্তয়া? ইতি চেত্তদিদমসহমানঃ পুনঃ পৃচ্ছতি—কেনোপায়েনেতি। এবং পূর্বোক্তসাধনাসম্ভবাৎ অতোঽন্যেন কেনোপায়েন কলৌ যুগে কল্মষ-চেতষাং নিস্তারো ভবিষ্যতি, তং ব্রূহি'—ইতি পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ—নহি শতানন্দস্য মম স্বস্যৈবৈকস্য সুখেন

শ্রীগৌতম উবাচ— সাধু পৃষ্টং ত্বয়া পুত্র। গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং মম।
সমাহিতমনা ভূত্বা শৃণু তং পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৪

সন্তোষো, ন চ সর্বজ্ঞস্য কৃপাসিন্ধো ভক্তস্যানুগ্রহ-কাতরস্য চ তব দীনজনোপেক্ষো-চিতামিতি হেতো কৃপায়ো বাচা এব। তদুক্তং দীনজনানুকম্পিনা প্রহ্লাদেন [ভাগ ৭।৯।৪৩] নৈবোদ্বিজে পর-দুরত্যয়-বৈতরণ্যা স্তদ্বীর্য্য গায়ন্ মহামৃত-মগ্নচিত্তঃ। শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থমায়া-সুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥ প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ মৌনং বরন্তি বিজনেন পরমার্থনিষ্ঠঃ। নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতো নু পশ্যে ॥ ইতি ৩ ॥

এবং ভক্তিশ্রিয়া পূর্ণেন অসংখ্যাতজনানন্দকেন মহতি প্রশ্নে কৃতে তদুত্তরং বক্তু যোগ্যতাং তন্নাম্নৈব সূচয়ন্নাহ—শ্রীগৌতম ইতি। শ্রিয়ং ভগবতঃ শোভাং গায়তীতি শ্রীগো বেদ স্তস্মিন্নোতা মা প্রমারূপা বুদ্ধি র্যস্য স শ্রীগৌতমঃ; শব্দব্রহ্মাত্মবেদপারগ ইত্যর্থঃ। তথা শ্রিয়ং লক্ষ্মীরূপাং জগদুদয়স্থিতি-সংযমহেতু-ভূতাং স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠানতয়া আধারতয়া স্বামিত্বেন বা গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি শ্রীগঃ, শ্রিয়ং স্বাহ্লাদিনীশক্তিং শ্রীরাধাং রাসাদৌ গায়তীতি বা শ্রীগঃ সর্বেশ্বরঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহো রসিক-শিরোমণিঃ শ্রীপুরুষোত্তম স্তস্মিন্নোতা মা প্রমাত্মিকা ধী র্যস্যেতি শ্রীগৌতমঃ পরব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং'। 'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়'মিতি (১১।৩।২১) শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত্যাচার্য্যলক্ষণান্বিত উবাচ। তত্র শব্দব্রহ্মানভিজ্ঞত্বে পরবোধনত্বাসম্ভবঃ, পরব্রহ্মানুভবাভাবে 'শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলঃ হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।' (১১।১১।১৮) ইত্যাদি বচনৈঃ ব্যর্থকৌশলঃ স্বয়মজ্ঞাত্বা কথমন্যং বোধয়েদতোঽর্থদ্বয়-ব্যাখ্যানং শ্রুতিযুক্ত্যনুমতমিতি মন্তব্যং হে পুত্রেতি। আত্মজত্বেনাতিস্নেহবিষয়ত্বাদ্ গুহ্যাদ্ গুহ্যতমপ্রকাশন-যোগ্যতা। পুন্নরকাৎ ত্রাতীতি পুত্রঃ কলিজন-নরকত্রাণায় সংপ্রবৃত্তত্বাৎ সম্বোধনং—পুত্রেতি। ত্বয়া সাধু পৃষ্টং সমস্তান্যসাধনজালং নিরাকৃত্য কলিত্রাণ-প্রশ্নং কৃষ্ণকথামলাক্ষ্যেব, তথা চ 'বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি। বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৄং স্তৎপাদসলিলং যথা—[ভা, ১০।১।১৬] ইতি সমস্তজন-নরকত্রাণ-হেতুত্বাৎ প্রশ্নস্য সাধুত্বং পৃচ্ছকস্য নরক-ত্রাতৃত্বং। কি পৃষ্টং তদেবাহ—গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং নিষ্কাম-কর্ম মার্গং, কর্মত্বেপি সংসৃতিবন্ধানুবন্ধিত্বেন বিবিদিষা-শ্রুত্যেক-গম্যত্বেন শুদ্ধিদ্বারা প্রবলজ্ঞানভক্ত্যঙ্গত্বেন শাস্ত্ররহস্যত্বাৎ গুহ্যং, তদেবেশ্বরার্পিতং গুহ্যাদ্গুহ্যং, অসহায়ত্বেন বিবিধবিঘ্নাভিভবশঙ্কাপঙ্কাকুলাত্তস্মাৎ সপ্রবলসহায়ত্বেন সর্ববিঘ্নোপমর্দকত্বাদসংপূর্ত্তাবপি স্বল্পস্যৈব মহদ্ভয়-রক্ষকত্বাচ্চ। তদুক্তং 'নেহাভিক্রম-নাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো' ইত্যাদি। ততোঽপি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং জ্ঞানং তদুপেয়ত্বাৎ, তৎস্বরূপনিষ্ঠত্বাচ্চ। ততোঽপি আয়াসসুখেন

এতদ্ গুহ্যতমং বাক্যং ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ।
বৈকুণ্ঠং নগরং গত্বা সেন্দ্রৈ র্দেবগণৈঃ সহ।
বক্তা শ্রীলোকনাথং বৈ করুণাময়-বিগ্রহম্ † ॥৫

খাদিত্যালয়ে দর্পণাদিত্যাদীপ্ত্যা প্রকাশদ্বৈগুণ্যবৎ অনাবৃতত্বাৎ স্বতঃ স্ফুরিতত্বেন প্রেমবৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতত্বেন নানালীলাতরঙ্গোল্লসিতত্বেন চ বহুগুণাপন্নতৎফলভূত-স্বরূপানন্দপ্রাপকত্বাদ্ গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং ভক্তিমার্গমিত্যর্থঃ। তদপ্যুক্তং—'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং। অব্যক্তা হি গতি র্দুঃখং দেহবদ্ভি রবাপ্যতে। তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাং। সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মতি স্ততো বক্ষ্যামি তে হিতং। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ [গীতা ১৮] নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণমিত্যাদি [ভাগ ১।৫।১২] অকারণং নিষ্কামমিত্যর্থঃ। অপারসংসার-সমুদ্রস্য বৎসপদ-বত্তারকত্বাৎ লক্ষ্মীপতেরানন্দসিন্ধোঃ 'তুলসীজলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।' 'বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরি রবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবত-প্রধান উক্তঃ।' [১১।২।৫৫] ইত্যাদিবচনৈ স্তুলসীদলজলমাত্রেণ বিক্রয়-হেতুত্বা ন্নিত্যমুক্তাপরাজিতস্বতন্ত্রস্য ভগবতো বদ্ধত্ব-বশীকৃতত্ব-পরতন্ত্র-ত্বাপাদকত্বাচ্চ পরমদ্ভুতং, তন্মম সকাশাৎ সমাহিতমনাঃ শৃণু, ভক্তিশ্রিয়া সংপন্নস্য শতানন্দস্য স্বাভাবিক-সমাহিতমনস্তেঽপি সর্বসাধারণোঽয়ং শ্রবণ-বিধ্যুপদেশঃ ॥৪॥

তত্র ভবিষ্যদাখ্যানমাহ—এতদ্ গুহ্যতমমিতি। ব্রহ্মা প্রজাপতিপতি র্যতো লোকপিতামহঃ, সর্বলোক-জনকত্বাৎ তৎপিতরো মরীচ্যাদয় স্তেষামপি পিতৃত্বাত্তথা স্বস্বপ্রজাভিঃ সেন্দ্রেঃ দেবগণৈঃ সহ বৈকুণ্ঠস্য ব্রহ্মাণ্ডানন্তর্গতত্বেন প্রলয়ানভি-ভূতো ভগবল্লোকো বিকুণ্ঠ স্তত্র ভব স্তৎস্বামী বৈকুণ্ঠো বিষ্ণু স্তন্নগরং শ্বেত-দ্বীপং 'ন কর্মিণ স্তাং গতিমাপ্নুবন্তী'ত্যাদিবচনাদিন্দ্রাদি-দেবানাং বিকুণ্ঠলোক-গমনাসম্ভবাৎ গত্বা শ্রীলোকনাথং শ্রিয়ো লক্ষ্ম্যা লোকস্য বিকুণ্ঠাখ্যস্য সমস্ত-লোকানাং বা নাথং। করুণাময়বিগ্রহং করুণয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তঃপ্রদেশে আবিষ্কৃত-চিদানন্দ-বিগ্রহং এতৎ পৃষ্টমেব বাক্যং গুহ্যতমমিত্যত্রানর্পিত-নিষ্কামকর্মণঃ সকামাপেক্ষয়া পূর্বোক্তরীত্যা শ্রেষ্ঠত্বেপি ভগবদসম্বন্ধিত্বেন তস্য গুহ্যত্বাবিবক্ষয়া প্রথম-গুহ্যশব্দোপেক্ষা, ন তু বাক্যান্তরবোধনায়; এতচ্ছব্দেন তস্যৈব প্রত্যভি-জ্ঞানাৎ। বক্তা বদিষ্যতীতি শতানন্দ-প্রশ্নাদ্ ভবিষ্যৎকথা-সর্বজ্ঞতয়া শ্রীগৌতমো নির্দিশতি, এবমুপক্রমে (৫) বক্তা, উপসংহারে চ গন্তার (৬৬) ইতি ভাবী প্রয়োগদর্শনেন ভাবিত্ব-নিশ্চয়ে মধ্যে ক্বচিদ্ ভূতশব্দানাং প্রয়োগঃ কথা-সৌন্দর্য্যায় ॥ ৫

† করুণাময়মব্যয়ং।

শ্রীশতানন্দ উবাচ—কথং বৈ ব্রহ্মণা তাত পৃষ্টঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ* ।
কারণং তত্র বা কিং বৈ কথ্যতাং মুনিপুঙ্গব ॥ ৬

শ্রীগৌতম উবাচ— শৃণু পুত্র ! প্রযত্নেন কলৌ কল্মষ-সংজ্ঞকে।†
সর্বে পাপরতা লোকা শ্চণ্ডা মিথ্যাবিবাদিনঃ ॥ ৭
স্বাধ্যায়াদিনা রহিতাঞ্চ‡ দেবতাতিথি-বঞ্চকাঃ ।
পরস্বলোলুপাঃ কেচিৎ পরদারাভিগামিনঃ ॥৮
ইতি বীক্ষ্য সমুদ্বিগ্না ধরণী ভার-সঙ্কুলা ।
ধেনুরূপধরা দীনা কৃপণা মলিনাননা ॥ ৯

ভবিষ্যৎকথোপদেশেন গুরুকরুণাতিশয়ং দৃষ্ট্বা সোৎসাহঃ পুনঃ সবিভাগং পৃচ্ছতি—কথমিতি। হে তাত হে মুনিপুঙ্গব সর্বজ্ঞত্বেন ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বান্মুনি-শ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মণা শ্রীপুরুষোত্তমঃ কথং পৃষ্ট ইতি সর্বজ্ঞত্বেঽপি লোকোপকারায় প্রশ্নপ্রকার-প্রশ্নঃ। কিঞ্চ তত্র ভগবৎসন্নিধাবতিপ্রয়াসেন গত্বা ব্রহ্মণঃ প্রশ্নে কিং বা কারণমিতি কথ্যতাং। অয়মাশয়ঃ—'ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্। ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলা' ইতি বচনাৎ অনুৎপন্নৈঃ কলিজনৈঃ ভজনানুপপত্ত্যা দেবকরুণা-বিষয়াত্বাসম্ভবাৎ পরমভাগবতত্বেন ব্রহ্মণঃ প্রশ্নে করুণৈব কারণং, অন্যৎ কিমপি বা ? ৬

তৎকারণং সপ্রস্তাবমাহ—শৃণ্বিতি। হে পুত্র! শৃণু। কল্মষসংজ্ঞকে পাপ-বাহুল্যেন তদাত্মকে কলৌ সর্বে জনাঃ প্রযত্নেন প্রয়াস-পূর্বকং পাপরতাঃ পাপানুরাগেণৈব তত্ত্যাগাশক্তাঃ। চণ্ডা বহুকোপিনঃ। মিথ্যাবিবাদিনঃ তত্ত্বা-নির্ণয়কত্বেন মিথ্যা ব্যর্থো যো বিরুদ্ধো ব্রহ্মরাক্ষসত্ব-ফলকো জল্প-বিতণ্ডাত্মকো বাদ স্তৎকর্ত্তারঃ। তদুক্তং—গুরুং হুংকৃত্য হুংকৃত্য বিপ্রং নির্জিত্য বাদতঃ। অরণ্যে নির্জলে দেশে ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ইতি।' মিথ্যাভিবাদিন ইতি পাঠে তু মিথ্যাভাষিণ ইত্যর্থঃ ॥ ৭

স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ স আদি র্যস্য গুরুসেবনুবিহিত-ব্রতাদে স্তেন রহিতা ইতি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমধর্মাভাব উক্তঃ। গৃহস্থাদিধর্মলোপোপলক্ষণমাহ—দেবতা-তিথিবঞ্চকা ইতি। অগ্নিহোত্রাদীজ্যাদান-বিমুখাঃ। নিষিদ্ধকর্ম্মপ্রবৃত্তিমাহ—পরস্বলোলুপাঃ অধর্মেণ পরধনং হর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ। পরদারাভিগামিনঃ, উপলক্ষণ-মেতৎ স্বভার্য্যেতরাগম্যাগমনাদি-নিষিদ্ধমৈথুনমাত্রস্য, সর্বেষাং দোষাণামর্থকাম-মূলত্বাদনয়ো রেবান্তর্ভাবঃ। অস্মিন্ গ্রন্থে বহুকলিদোষ-কথনস্য ভগবৎপ্রভাব সূচন-ফলকত্ববৎ ॥ ৮

ধরণী ভূমণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইতি। ভবিষ্যৎ-পাপাভিবৃদ্ধিং বীক্ষ্যালক্ষ্য ভারেণ সঙ্কুলা ভাবিচিন্তয়া বিহ্বলাশয়া, অতএব সমুদ্বিগ্না সম্যগ্জাতোদ্বেগা। কারুণ্যোৎপাদনায় ধেনুরূপা ধরা দীনা খিন্না কৃপণা নিরুৎসাহা মলিনাননা বিকৃতমুখী ॥ ৯

---

* শ্রীমধুসূদন। † সংকুলে। ‡ স্বাধ্যায়দান-রহিতা।

গত্বা বৈ ব্রহ্মসদনং রোদমানা পুনঃ পুনঃ।
সগদ্গদবচো ভূত্বা স্তুত্বা ব্রহ্মাণমীশ্বরং ॥ ১০
সর্বে কলিমলগ্রস্তাঃ পাপিষ্ঠা লোভতৎপরাঃ।
মহাপাতক-সংযুক্তা দেবদ্বিজ-বিনিন্দকাঃ ॥ ১১
তেষাং পাদপ্রহারেণ কম্পতে মামকী তনুঃ।
তস্মাৎ লোক-পরিত্রাণং পৃথিব্যাং কেন জায়তে॥১২
তদেব কুরু দেবেশ! যেন শান্তি র্ভবেন্মম।
ইত্যুক্ত্বাধোমুখীভূয় স্থিতা ভূ রসুরাকুলা ॥ ১৩*
ততঃ সঞ্চিন্ত্য দেবেশং ব্রহ্মা লোক-পিতামহ।
বৈকুণ্ঠনগরং গত্বা স্তুত্বা তং পুরুষোত্তমং ॥ ১৪
ব্রহ্মোবাচ— জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ! জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক।
জয় দেব কৃপাসিন্ধো জয় লক্ষ্ম্যাঃ পতে প্রভো ॥ ১৫

পুনঃ পুনঃ রোদমানা সতী ব্রহ্মসদনং মেরুবর্ত্তিনীং ব্রহ্মসভাং গত্বা সগদ্গদবচঃ কণ্ঠরোধেন যথাবদনভিব্যক্তবাক্ ভূত্বা ব্রহ্মাণং ঈশ্বরং স্বনির্বৃত্যুপায়-সমর্থং আহেতি শেষঃ॥ ১০

কিমাহেত্যপেক্ষায়ামাহ—সর্বে ইতি সন্ধ্যাদৌ কেষাঞ্চিদ্ধর্মপ্রবৃত্তাবপি ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ। পাতকানি মহান্ত্যেতৎসংসর্গী চৈব পঞ্চমঃ॥ ইত্যাদি বচনাৎ সংসর্গিণোঽপি পাতকিত্ব-স্মরণাৎ কলৌ পাতক-সংসর্গস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ সর্বে ইত্যুক্তং। কলি-প্রভবমলেন সংসর্গাদিনা গ্রস্তাঃ কবলীকৃতাঃ প্রায়স্ত স্বত এব পাপিষ্ঠাঃ, পাপ-প্রবৃত্তৌ হেতুমাহ—লোভ-তৎপরাঃ। পাপ-প্রবৃত্তেরবধিমাহ মহাপাতকসংযুক্তা দেবানাং ধর্মারাধ্যানাং দ্বিজানাং চ ধর্মোপদেষ্টৄণাং বিনিন্দকা ইতি। সৎ-প্রবৃত্তি-সম্ভাবনাশূন্যা॥ ১১

তেষাং পাদপ্রহারভয়েন মামকী তনুঃ লোকাধারভূতা ভূমিঃ কম্পতে, তস্মাৎ পৃথিব্যাং লোক-পরিত্রাণং কেনোপায়েন জায়তে ইতি বিমৃশ্যেতি শেষঃ॥১২

যেন সমস্তজনোদ্ধারকেণ মম ভার-ভয়-নিবৃত্ত্যা শান্তি শ্চিত্তোদ্বেগ-নিবৃত্তি র্ভবেত্তদেব কুরু ইত্যুক্ত্বা অসুরাকুলা অসুরভাবাপন্নজন-সংভাবনা-বিকলা অধোমুখীভূয় যদা স্থিতা॥ ১৩

তত স্তদনন্তরং যতো লোক-পিতামহঃ অতঃ স্বপ্রজাদুঃখসম্ভাবনোদ্ভূত-করুণয়া ব্যাপ্তো ব্রহ্মা 'সত্ত্বং রজ স্তম ইতি প্রকৃতে গুণা স্তৈ র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষঃ এক ইহাস্য ধত্তে স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনো র্নৃণাং স্যু'রিত্যাদি বচনাৎ জনোদ্ধারকং দেবানামীশং বিষ্ণুমেব সঞ্চিন্ত্য বৈকুণ্ঠং নগরং শ্বেতদ্বীপং গত্বা তং পূর্বচিন্তিতং পুরুষোত্তমং স্তুত্বা উবাচেতি জ্ঞেয়ং। 'স্তুত্বোবাচ' ইত্যনেন কথং ব্রহ্মণা মধুসূদনঃ পৃষ্ট ইতি প্রশ্নপ্রকারপ্রশ্নস্যোত্তরো দত্তঃ, স্তুতিপূর্বকং পৃষ্ট ইতি॥ ১৪

স্তুতিমেবাহ—জয় কৃষ্ণেতি। হে কৃষ্ণ! নিত্যানন্দবিগ্রহ শরণাপন্নজনা-

---

* ভূরিয়মাকুলা।

জয় নীলাম্বুজ-শ্যাম নীলজীমূত-সৌভগ।
কন্দর্পকোটি-সৌন্দর্য্য জয় শ্রীবৎস-লাঞ্ছন ॥ ১৬
জয় পীতাম্বরধর জয় কৌস্তুভ-ভূষণ।
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় পদ্মানন প্রভো ॥ ১৭
জয় পদ্মপদদ্বন্দ্ব তিলপুষ্প-সুনাসিক।
জয় নাথ জগদ্বন্ধো বিনতাসুত-বাহন ॥ ১৮ ॥
জয় চক্রগদা-পদ্ম-শঙ্খহস্ত চতুর্ভুজ।
[সংসারমত্তমাতঙ্গ নাগবিক্রম-কেশরিন্]
জয় পদ্মা-ধরিত্রীভ্যাং নিষেবিত-পদাম্বুজ ॥ ১৯

শ্রীগৌতম উবাচ—ইতি সংস্তূয়মানোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ করুণানিধিঃ।

ক্লিষ্টকরণ ত্বং জয় কলিদোষান্ শময়। তদুক্তং শ্রুত্যা—‘সচ্চিদানন্দ-রূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকর্ম্মণে। নমো বেদান্ত-বেদ্যায় গুরবে বুদ্ধি-সাক্ষিণে ॥’ কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥’ ইত্যাদি। হে জগন্নাথ বিশ্বস্বামিন্! সর্বস্বামিত্বেনাপি সর্বোদ্ধারঃ কার্য্যঃ। জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক। বিকুণ্ঠ এব বৈকুণ্ঠ স্তস্য নায়ক, বয়ন্তু বৈকুণ্ঠকিঙ্করা স্তমেব তন্নায়কত্বেন সর্বস্বামীতি জয় জয় দেব দ্যোতমানচিদ্রূপ জয় জগদুদ্ধরণ-ক্রীড়েতি বা, তব ক্রীড়য়ৈব উদ্ধার ইতি ন কোঽপি প্রযত্নঃ। হে কৃপাসিন্ধো! করুণয়া মা বিলম্বং কুরু, লক্ষ্ম্যাঃ সর্বৈশ্বর্য্যাঃ পতে প্রভো সমর্থ ॥ ১৫

জয় নীলাম্বুজবৎ শ্যাম, উপলক্ষণমেতৎ মৃদুত্ব-সৌরভয়োঃ। জীমূতো মেঘ স্তদ্বৎ সৌভগং সর্বজীবনপ্রদত্বং যস্য, নতু বর্ণঃ পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ, তথাচ নীলেতিবিশেষণং সিতাভ্রস্য শরদাদৌ জীবনপ্রদত্বাদর্শনাত্তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং। কন্দর্প কোটিসৌন্দর্য্য কন্দর্পঃ কামঃ কোটিশব্দস্ত্বসংখ্যাত এব, ভগবৎসৌন্দর্য্যস্য পরিমিতত্বাসম্ভবাৎ। জয় শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীবৎসো দক্ষিণাবর্ত্ত-রোমাবলীরূপোঽসাধারণ-চিহ্নবিশেষো যস্য ॥ ১৬

পীতে অম্বরে নীলসরোরুহকেশরবৎ ঘনে তড়িদিব ধারয়তীতি, হে পীতাম্বরধর ত্বং জয়। হে কৌস্তুভস্যাপি ভূষণং শোভাপ্রদ ‘ভূষণভূষণাঙ্গমি’-ত্যুক্তেঃ। উত্তরার্দ্ধং স্পষ্টম্ ॥ ১৭ ॥ পদ্মবৎ পদয়োর্দ্বন্দ্বং যস্য। তিলপুষ্পবৎ সুষ্ঠু শোভনা নাসিকা যস্য। নাথ্যতে সর্বজনৈ র্যাচ্যতে ইতি নাথঃ। জগতাং বন্ধুঃ সহায়কঃ। বিনতায়াঃ সুতো গরুড়ো বাহনো যস্য তস্য সম্বোধনানি ॥ ১৮

জয় চক্রেতাদি স্পষ্টং। পদ্মা লক্ষ্মী ধরিত্রী সর্ববিধারিকা শক্তিঃ। ধরণ্যা অপি তদংশত্বাদেব ধরিত্রীতি সংজ্ঞা ‘গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসেতি’ ভগবদ্বচনাৎ। তাভ্যাং নিষেবিতে পদাম্বুজে যস্যেতি তৎসম্বোধনং। অথবা ধরণী দুঃখনিবেদনার্থমাগতত্বাৎ তন্নিষেবিত্ব-পর্য্যবসানং। অয়মাশয়ঃ—‘তাবত্তাপো দেহিনাং তেঽঙ্ঘ্রিমূলং নো সেবেরন্ যাবদাশানুবদ্ধাঃ।’ ইত্যাদি বচনাত্ত্বৎসেবা-রতায়া ভূমে স্তাপো মা ভবত্বিতি প্রার্থনাপি সূচিতা ॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণাগত-দুঃখকর্ষণঃ স্বভাবত এব করুণানিধি স্তথাপি ব্রহ্মণা

ব্রহ্মাণং দেবদেবেশো জগাদ কৃপয়ান্বিতঃ॥ ২০
কিং বৃত্তং জগতীনাথ ব্রূহি কিং করবাণি তে।
ইত্যুক্তঃ পদ্মযোনিশ্চ প্রোবাচ শ্রীগদাগ্রজম্॥ ২১

শ্রীব্রহ্মোবাচ—কলৌ পাপরতা লোকাঃ স্বাধ্যায়-বিধি-বর্জিতাঃ।
শূদ্রবৃত্তিদ্বিজাঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণ-দ্বেষকারিণঃ॥ ২২
দ্বিজানাং গুণতো নীচাঃ শূদ্রাঃ মন্ত্র-প্রদায়িনঃ।
শিশ্নোদরপরা বিপ্রা বিপ্রত্বে সূত্রধারিণঃ॥ ২৩
মহাহারাঃ খর্বকায়া অলসা মন্দবুদ্ধয়ঃ।
জনা ত্বদ্‌বিমুখাঃ সর্বে পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ॥ ২৪
অসৎপথরতাঃ সর্বে অগম্যাগামিন স্তথা।
ত্যক্তস্বধর্ম্ম-কর্ম্মাণো দেবদ্বিজ-বিনিন্দকাঃ॥ ২৫

ইত্যেবং স্তুতোতএব স্তূয়মাণ এব কৃপয়ান্বিতঃ প্রাদুর্ভূতো দেবদেবেশো দেব-দেবৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ তয়োরপি ঈশো ব্রহ্মাণং জগাদ॥ ২০

কিং জগাদেত্যপেক্ষায়ামাহ—কিং বৃত্তমিতি! হে জগতীনাথ ভূম্যুপলক্ষিত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতে! কিং বৃত্তং কিংশব্দোঽত্র প্রশ্নে, যদ্ বৃত্তং তদ্‌ব্রূহি কথয় কিঞ্চ তে ত্বদর্থমহং কিং করবাণি তদপি ব্রূহি ইত্যেবং ভগবতোক্তঃ। পদ্মযোনি স্তন্নাভাবুৎপন্নত্বেনাতিকরুণাবিষয়ঃ শ্রীগদাগ্রজং শ্রীপ্রেমলক্ষণা ভক্তি স্তদ্‌যুক্তা ভগবত্তত্ত্ব-নিরূপিকা গদা বেদান্তরূপা বাণী তস্যা অগ্র এব প্রাদুর্ভবতীতি তথা তং প্রেম্নান্বিত স্তুতিরূপয়া বাচা প্রাদুর্ভূতমিত্যভিপ্রায়ঃ প্রোবাচ॥ ২১

তদেবাহ—কলাবিতি স্পষ্টং। শূদ্রবৃত্তয়ো দ্বিজা যেষু তথাভূতা ব্রাহ্মণদ্বেষ-কারিণ ইতি ব্রাহ্মণশব্দো দ্বিজমাত্রোপলক্ষণঃ॥ ২২

দ্বিজানামিতি স্পষ্টং। 'শূদ্রা মন্ত্রপ্রদায়িন' ইত্যত্র অনচ্যুতগোত্রা অচ্যুত-গোত্রেষু জাতিবুদ্ধিনিষেধাৎ। 'বিষ্ণ্বর্চ্চায়াং শিলাধী গুরুষু নরমতি র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি র্বিষ্ণো র্বা বৈষ্ণবাণাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। সিদ্ধে তন্নাম্নি মন্ত্রে নিখিলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশেতরসমধী র্যস্য বা নারকী স' ইত্যাদি-বচনাৎ। শিশ্নোদরপরা ধর্ম্মতোঽধর্ম্মতো বা শিশ্নোদর-ভোগার্থং স্ত্র্যন্নধনাদ্যন্বেষণপরা উপলক্ষণমেতদ্ধর্ম্মাতিক্রমেণেন্দ্রিয়ভোগাভিলাষস্যাপি, বিপ্রত্বে সূত্রৈকচিহ্নবন্তঃ॥ ২৩

খর্বকায়াঃ পাপপ্রভাবেণ অনুচ্চশরীরা অলসা মন্দবুদ্ধয় ইতি শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞানাসমর্থাঃ। সর্বদোষাধিপমাহ—ত্বদ্‌বিমুখা ইতি। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণো র্বিস্মর্ত্তব্যং ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" ইত্যাদি-বচনৈ র্ভগবদ্‌বিমুখত্বস্য সর্বদোষাধিপত্বাভিধানাৎ॥ ২৪

অসৎপথরতাঃ অসন্তো বেদাপ্রামাণ্যবাদিনো নাস্তিকা স্তেষাং পথি প্রীতি-মন্তঃ অতএবাগম্যাগামিনঃ পাষণ্ডিনাং ম্লেচ্ছানাং ভগিন্যাদি-বিবাহ-স্বীকারাৎ তৎপ্রীতিমচ্চেষ্টায়ামপি নিঃশঙ্কত্বাপত্তেঃ। ত্যক্ত-স্বধর্ম্মকর্ম্মাণ ইতি, কামতোঽ-

ইতি তদ্ভারমগ্না সা ধরণী রুদতী পুনঃ।*
তস্মাল্লোকপরিত্রাণং পৃথিব্যাং কেন জায়তে।
তৎ কুরুষ্ব জগন্নাথ দীনদুর্গতি-নাশন ॥ ২৬
শ্রীগৌতম উবাচ—ইতি সংজ্ঞাপিতো দেবো ব্রহ্মণা প্রভুরচ্যুতঃ।
স দেবানাহ তদ্ বিষ্ণু গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং বচঃ ॥ ২৭
দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ † ॥ ২৮
কৃতে জপৈ র্মম প্রীতি স্ত্রেতায়াং হোম-কর্ম্মভিঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যাভিঃ কলৌ সংকীর্ত্তনৈরপি ॥ ২৯
ব্রহ্মোবাচ—ব্রূহি মে করুণাসিন্ধো! কীর্ত্তনং কিংস্বরূপকং।
কথং বাত্র ভগবতঃ পরা প্রীতি র্ভবিষ্যতি ॥ ৩০

শ্রদ্ধয়া বা ন তু হরিভক্তিতৎপরতয়া, তথা ত্যাগস্য তু 'সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজে'ত্যাদৌ বহুশ উদ্‌ঘোষিতত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

ইতি তদ্ভারমগ্না এবং ভবিষ্যতাং তেষাং ভারচিন্তায়াং মগ্না সা ত্বৎপাদাব্জ-সেবিকা ধরণী পুনঃ পুনঃ যতো রুদতী তস্মাৎ পৃথিব্যাং যেন প্রকারেণ লোক-পরিত্রাণং জায়তে, হে জগন্নাথ! দীনানাং দুর্গতিং নাশয়তীতি দীনদুর্গতি-নাশন তৎ কুরুষ্ব ॥ ২৬

স প্রভু রচ্যুতঃ অপ্রচ্যুতৈশ্বর্য্যো বিষ্ণুঃ বিষল্ ব্যাপ্তাবিত্যস্মাৎ ব্যাপক-ত্বেন সর্বান্ত-রভিপ্রায়ং জানন্নপি ব্রহ্মণা সংজ্ঞাপিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং বচো দেবানাহ ॥ ২৭

দিবিজা হে দেবা ভুবি কলৌ ভক্তরূপিণো জায়ধ্বং ইতি বীপ্‌সা আবশ্যক-দ্যোতনার্থা। নন্বু ভগবন্তং বিনা কিমস্মাভি র্ভবিষ্যতি তত্রাহ—যুষ্মাভিঃ সংকীর্ত্তনা-রম্ভে কৃতে সত্যহমপি শচীসুতো ভবিষ্যামি। তৎসুতত্বেন প্রাদুর্ভবিষ্যামি। সংকীর্ত্তনমেবাবির্ভাবহেতুঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। উক্তঞ্চান্যত্রাপি—নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ ২৮

যুগভেদেন স্বতোষহেতুং বদন্ কলৌ কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যমাহ—কৃতে জপৈ-রিতি। কৃতে সত্যযুগে জপৈ র্জপান্বিতধ্যানৈ, র্বাক্যান্তরে ধ্যান-প্রয়োগ-দর্শনাৎ উভয়ত্রোভাবন্নুসন্ধেয়ৌ। ত্রেতায়াং হোমকর্ম্মভি র্মখবিশেষৈঃ, দ্বাপরে পরি-চর্য্যাভিঃ পূজাদিভিঃ কলৌ সংকীর্ত্তনৈরপিত্যপিশব্দাৎ পূজায়া অপি সংগ্রহ স্তত্র কীর্ত্তনস্য প্রাধান্যাৎ সাক্ষাৎ গ্রহণং; তদুক্তং 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ।' (১১।৫।৩২) 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাদিতি [ভাগ ১২।৩।৫২] ॥ ২৯

এবং কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যেন কলিতারকত্বং শ্রুত্বা ব্রহ্মা কীর্ত্তন-স্বরূপং তত্র

---

* কেন লোক-পরিত্রাণং পৃথিব্যা ভারহারকং (গ)।
† ইতঃ ৪৩ শ্লোক-পর্য্যন্তং 'গ' পুস্তকে নাস্তি।

শ্রীভগবানুবাচ—শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সংকীর্ত্তনমতঃপরং।
সমাহিতমনা ভূত্বা সারাৎসারতরং হি যৎ ॥ ৩১
মৃদঙ্গৈঃ করতালৈশ্চ স্বর-ভাব-সমন্বিতৈঃ।
রাগরাগান্বিতং গানং যতঃ স্যাত্তুল্যকীর্ত্তনং ॥ ৩২
তে শব্দেনোচ্যতে রাধা না শব্দেনোচ্যতে জনঃ।
তেনেতি শ্রুতিমাত্রেণ যথৈবার্দ্রতরোভবং ॥ ৩৩
তথা চাত্র ভবিষ্যামি ভক্ত্যানুগ্রহ-কাম্যয়া।
সহস্রশোঽবতারা মে গীতা ব্রহ্মন্ যুগে যুগে ॥ ৩৪
বাণমার্গে বেদমার্গৈ রিপূণাং তত্র সংক্ষয়ং।
ভক্তানাং তারণং কৃত্বা খ্যাপিতং স্বযশঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩৫

প্রীতি-প্রকারং চ পৃচ্ছতি—ব্রূহীতি। হে করুণাসিন্ধো! যথা সিন্ধোঃ সলিল-ক্ষয়ো নাস্তি, তথা কৃতয়ামপ্যেতাবত্যাং করুণায়াং ত্বৎকরুণা-তাদবস্থ্যাত্ত্বয়ৈব কীর্ত্তনং কিংস্বরূপকমিতি তৎস্বরূপমপি ব্রূহি। কথং বাত্র কীর্ত্তনে ভগবত স্তব পরা প্রীতি র্ভবিষ্যতি, তদপি ব্রূহি ॥ ৩০

ইতি বিজ্ঞাপিতো ভগবান্ কীর্ত্তন-স্বরূপমাহ—শৃন্বিতি। হে ব্রহ্মণ্! অতঃ পরং যৎ সারাৎসারতরং সংকীর্ত্তনং তৎ প্রবক্ষ্যামি; ত্বং চ সমাহিতমনা ভূত্বা শৃণু ॥ ৩১ ॥ মৃদঙ্গৈ রুপলক্ষণমেতৎ তন্ত্র্যাদে র্বাদ্যমাত্রস্য। করতালৈঃ করেণ দীয়মানৈকতালী-প্রতিম-ঠাদিতালৈঃ স্বরভাব-সমন্বিতৈঃ স্বরৈঃ ষড়জৃষভ-গান্ধা-রাদিভিঃ ভাবৈর্গানার্থানুকূলে নেত্রমুখকরাদি-চেষ্টাভিঃ সহকৃতৈঃ যদ্ রাগরঙ্গান্বিতং গীতোচ্চারণং যত স্তুল্যং সমানং মিলিতস্বরং কীর্ত্তনং স্যাৎ, তৎ সংকীর্ত্তনমিতি শেষঃ ॥ ৩২

তত্র গান-স্বরাধার-শব্দমুপদিশতি শব্দেনেতি। 'তে'শব্দেন রাধা উচ্যতে, ভক্তমুখেন 'তে' ইত্যুক্তে সম্বোধ্যমানত্বচ্ছব্দাভিধেয়-ভগবতঃ শক্তিত্বাৎ, 'না' শব্দেন 'নৃ'শব্দ-প্রথমান্তরূপেণ পুরুষ-বোধকেন তৎস্বামী পুরুষোত্তমোঽজনো জন্মরহিত উচ্যতে—ইতি হেতোঃ 'তেনা' শব্দ-শ্রবণমাত্রেণাহং যথৈব যথা-বদেবার্দ্রতরো দ্রবিতচিত্তো ভবং, তয়ো রস্মৎপরপ্রেমাস্পদ-স্বরূপত্বাৎ ॥ ৩৩

এবং সংকীর্ত্তন-স্বরূপং তস্য চাত্মনঃ প্রীতিকরত্বমভিধায় স্বাবির্ভাবমাহ—তথাচেতি। হে ব্রহ্মন্! যথা যুগে যুগে মে সহস্রশোঽবতারা অতীতা স্তথা-হঞ্চ ভক্ত্যানুগ্রহকাম্যয়া করুণা-পরবশো ভবিষ্যামি প্রাদুর্ভাবং করিষ্যামি ॥ ৩৪

পূর্বাবতারাণাং চরিতং সমাসেনাহ—বাণমার্গৈরিতি। বাণমার্গৈ রিপূণাং সংক্ষয়ং বিনাশং বেদমার্গৈঃ কর্মজ্ঞান-ভক্তিযোগৈ র্ভক্তানাং তারণং কৃত্বা স্বযশঃ ক্ষিতৌ খ্যাপিতং—ইত্যন্বয়ঃ। তত্র ভক্তানাং তারণং কৃত্বেত্যনেনাভক্তানাং কর্মাদিভিরতরণং সূচয়ন্ কর্মাদিসিদ্ধে র্ভক্ত্যধীনত্বাদ্বেদমার্গেষ্বপি স্বতন্ত্রতয়া ভক্তিরেব শ্রেয়স্করীতি ধ্বনিতং। 'যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সংপূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতং॥' আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্? অন্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা

কলৌ নষ্টদৃশামেষ মৎপদ্যার্ক উদেষ্যতি ॥ ৩৬
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৩৭
সকৃদ্ দ্বি স্ত্রি র্যথাশক্তি যাবজ্জীবমথাপি বা।
ব্যাহরন্ শ্বপচোঽপি স্যান্মম ভক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮
সর্ববেদবিদো বিপ্রাঃ পুরাণাগম-পারগাঃ।

ততঃ কিং নান্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং?" ঈশ্বর-প্রণিধানাদাসন্নঃ সমাধিলাভঃ 'যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভি র্মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্! দৃশ্যতে ক্বচিদুত্থিতং।' (১০।৫১।৬০) নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণং। (১।৫।১২) মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্র-গর্ত্তেষু মুহ্যতাং। ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষং স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি' ইত্যাদিবচনাৎ ॥ ৩৫

কলাবতীর্ণস্যাত্মনঃ কৃত্যমাহ—কলাবিতি। কলিযুগে পাপাত্মকে ন তপতা? নষ্টদৃশামলব্ধশ্রুতিজ্ঞানদৃষ্টীনাং লব্ধেঽপি জ্ঞানে বিষয়রাগাদিনা পরিভূতজ্ঞানানামেষ স্তমো-নিঃশেষকরঃ মৎপদ্যার্কঃ মদুদিতো মৎস্বরূপ-প্রত্যায়ক-শ্লোকাত্মকোঽর্ক উদেষ্যতি মচ্চক্ষুষঃ সূর্য্যবন্মমুখাৎ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

পদ্যমেবাহ—হর ইতি। অত্র হরিশব্দেন ভক্তানাং সর্বদৃষ্টাদৃষ্ট-প্রতিবন্ধক-দোষহরত্বং মনোহরত্বং চোক্তং। 'কৃষ্ণ' শব্দেন শ্যামসুন্দরস্য ভগবতঃ সদানন্দাত্মকত্বং। রামশব্দেন চ স্ববাৎসল্যাদি-ভাবেন ভগবৎসংযোগমিচ্ছতাং যোগিনাং রমণাধারত্বমুচ্যতে। সম্বোধন-প্রয়োগস্ত্বাবির্ভাবাকাঙ্ক্ষয়া, তদাবৃত্তিঃ প্রেম্না ॥ ৩৭

অধিকারি-ভেদেন তদুচ্চারণ-বিভাগং তৎফলঞ্চাহ—সকৃদিতি। নামাপরাধ-হীনঃ সকৃদেকবারমেব, তদুক্তং 'সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি' ইত্যাদি। অজ্ঞাত-নিস্বল্পনামাপরাধে তু দ্বিঃ, অজ্ঞাত-স্বল্পে ত্রিঃ, অজ্ঞাতনামাপরাধ-বাহুল্যে যথাশক্তি। জ্ঞাতিপূর্বক-প্রসহ্য নামাপরাধাচরণে তু য যাবজ্জীবং ব্যাহরন্নুচ্চারণং কুর্বন্ শ্বপচোঽপি নিঃসংশয়ং মম ভক্তঃ স্যাৎ; কিমুতান্যে? তদুক্তং—'অহো বত শ্বপচোঽতিগরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং। তেপু স্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।' [৩।৩৩।৭] ইত্যাদি। যাবজ্জীবমিতি সুষুপ্তেরামরণং 'সতা সৌম্য তদা সংপন্নো ভবতীত্যাদিশ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ জীবভাবাপগমাৎ, তত্রোচ্চারণাসম্ভবাচ্চ। ন চাশুদ্ধৌ শাস্ত্রীয়কর্মানুপযোগাৎ কথং যাবজ্জীবং বিধিরিতি বাচ্যং, 'চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ। 'অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥' ইত্যাদি-বচনাৎ তৎস্মৃতাবশুদ্ধস্যাসম্ভবাৎ, নামাপরাধাস্তু স্মৃতৌ সংগৃহীতাঃ—'সন্নিন্দাঽসতি নামবৈভবকথা শ্রীশেশয়োর্ভেদধী রশ্রদ্ধা শ্রুতিশাস্ত্রদেশিকগিরাং নাম্ন্যর্থবাদভ্রমঃ। নামাস্তীতি নিষিদ্ধবৃত্তি-বিহিতত্যাগৌ চ ধর্মান্তরৈঃ সাম্যং নামনি শঙ্করস্য চ হরে র্নামাপরাধা দশ' ইতি। অত্র 'ভেদধীঃ' শব্দেন বিরোধবুদ্ধেরপরাধত্ব-নির্দেশঃ। অন্যথা স্বরূপতো ভেদো

ন চেন্মদ্‌ভক্তভক্তা স্তে দূরে তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ॥ ৩৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো পুক্কশঃ শ্বপচোঽথবা।
মদ্‌ভক্তভক্তিকৃৎ স স্যান্মম কৌস্তুভ-সন্নিভঃ॥ ৪০॥
ভক্তরূপমহং ধৃত্বা ভক্তাজ্ঞা-প্রতিপালকঃ।
মৎপরানুদ্ধরিষ্যামি ঘোরসংসার-সাগরাৎ॥ ৪১
তিলকাঙ্কিতভালাঃ শ্রীতুলসীকণ্ঠিকাশ্রিতাঃ।
শঙ্খচক্রলসদ্‌বাহুমূলাঃ কৌপীন-বাসসঃ॥ ৪২

নাস্ত্যেব প্রতীতিভেদ ইতি। তত্রাসতি নামাপরাধে সকৃদুচ্চার-মাহাত্ম্যং পূর্বং দর্শিতং, সত্যপরাধে তদনুসারেণাবৃত্তিবিধানং তু পদ্মপুরাণে দর্শিতং—'সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ। হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিপদপাংসনঃ। নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরেদেব স নামতঃ॥ নাম্নোঽপি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ। নামাপরাধ-যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং॥ অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চেতি। নামাপরাধহীনস্য তু নামাবৃত্তিঃ প্রভোঃ কৃতজ্ঞতয়া প্রেমোদ্‌গারেণ বা, মদ্‌ভক্তিঃ স্যাদিতি পুরুষার্থ-সীমাকথনং। ভক্তৌ নিরাবরণ-স্বরূপানন্দস্য নানালীলাতরঙ্গোল্লসিতত্বেন প্রেমবৃত্তিষু প্রতিফলিতত্বেন বহুগুণাপত্ত্যানন্দ-সমানভানাত্মক-মুক্তেরপি ভক্তে র্গরীয়সীত্বাৎ। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধে র্গরীয়সী'ত্যাদি (৩।২৫।৩৩) বচনাৎ॥ ৩৮

ব্যতিরেকেণ ভক্তিমাহাত্ম্য-দার্ঢ্যায়াভক্তানাং স্বরূপাপ্রাপ্তিমাহ—সর্বেতি। যে বর্ণতোঽপি শ্রেষ্ঠা বিপ্রা বোধতোঽপি সর্ববেদবিদঃ পুরাণাগমসমাপ্তিং গতা অপি মদ্‌ভক্তভক্তা নোচেত্তর্হি বেদাদিরহস্যপরিজ্ঞানাতন্মহত্ত্বাদপি বারিতা দূর এব তিষ্ঠন্তি। 'বিপ্রা রাজন্যবৈশ্যৌ চ প্রাপ্তা হরিপদান্তিকং। শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ। 'বিপ্রাদ্‌দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং। মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ (৭।৯।১০)॥ ৩৯

ভক্তাভক্তানাং স্বস্বরূপাপ্রাপ্তিমভিধায় ভক্তভক্তানামতিপ্রিয়ত্বমাহ—অপিচেদিতি। সুষ্ঠু অতিশয়েন দুরাচারোপি চেদিতি কর্মতো নীচতামুক্ত্বা জাতিতোঽপ্যাহ পুক্কশঃ শ্বপচোঽথবা ইতি। এবমতিনীচোঽপি যদি মদ্‌ভক্তানাং ভক্তিকৃৎ অনুরাগসেবানিরতঃ, তর্হি স মম কৌস্তুভসন্নিভ ইতি নিত্যং কণ্ঠসংলগ্নঃ স্যাৎ। ভক্তভক্তানাং কৌস্তুভাপেক্ষয়া ঽতিপ্রিয়ত্বেঽপি ভগবন্মুখনেত্রাদেশ্চন্দ্রপদ্মাদিবদগত্যোপমোক্তিঃ। তদুক্তং 'ন তথা মে প্রিয়তমঃ পদ্মযোনি র্ন শঙ্করঃ। নৈব সঙ্কর্ষণো ন শ্রী র্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্' [১১।১৪] ইত্যাদি॥ ৪০

যস্মাদ্ ভক্তা আত্মনোঽপ্যতিপ্রিয়া স্তস্মাদহমপি ভক্তরূপং ধৃত্বা তত্রাপি ভক্তানামাজ্ঞাপরিপালকঃ সন্ মৎপরান্ মদেকশরণান্ ঘোরাৎ দুঃখাত্মকাৎ সংসাররূপ-সাগরাৎ তর্ত্তুমশক্যাদহমুদ্ধরিষ্যামি। সংসারান্নিঃসার্য্যোর্দ্ধস্বপদে ধরিষ্যামি। তদুক্তং গীতায়ামপি—'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাদিতি॥ ৪১

ভক্তানাং বাহ্যচিহ্নান্যাহ—তিলকেতি। তিলকাঙ্কিতভালা ইতি সান্তরালোর্দ্ধপুণ্ড্রধরাঃ, নিরন্তরালোর্দ্ধযন্ত্রস্য তির্য্যক্‌পুণ্ড্রস্য চ নিষেধাৎ। 'ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে

মদ্ভক্তা বিচরিষ্যন্তি কলৌ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৪৩
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপ-জনালয়ঃ।
তত্র দ্বিজকুলং প্রাপ্তো ভবিষ্যামি জনালয়ে॥ ৪৪
ভক্তিযোগ-প্রদানায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসরূপমাস্থায় কৃষ্ণচৈতন্য-নামধৃক্॥ ৪৫
আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণঃ পুলকাবলি-বিহ্বলঃ।
ভক্তিযোগং প্রদাস্যামি হরিকীর্ত্তন-তৎপরঃ॥ ৪৬

তু বিশালে সুমনোহরে। লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ। স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি' ইতি। তির্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপি চেত্যাদিবচনাৎ। শ্রীতুলসী-কণ্ঠিকাশ্রিতা ইত্যত্র কণ্ঠিকাশব্দেন শ্রীতুলস্যাঃ কণ্ঠসংলগ্নত্বং বিবক্ষিতং। তদপ্যুক্তং 'যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালা যে বা ললাটপটলে লসদূর্দ্ধরেখাঃ। যে বাহুমূল-পরিচিহ্নিত-শঙ্খচক্রা স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তীতি'; শঙ্খেত্যাদি স্পষ্টং। কুৎসিতং পীনত্বমপ্যেতি কুপীনং লিঙ্গমাচ্ছাদয়তীতি কৌপীনং তদ্বাসো যেষামিত্যনেনান্তরবৈষ্ণবত্ব-দ্যোতকঃ বিরাগোঽপি ধ্বনিতঃ। তদুক্তং 'বৈষ্ণবো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো বাহ্যোঽভ্যন্তর এব চ। বাহ্যস্তু শংখচক্রাভ্যামান্তরো বীতরাগতঃ।' ইতি॥ ৪২

আন্তরং মুখ্যং চিহ্নমাহ—মদ্ভক্তা ইতি। মদনুরাগিণঃ মৎপ্রীত্যতিশয়েনান্যত্র গতরাগা ইত্যর্থঃ। তদপ্যুক্তং—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' ইতি। এবং দ্বিবিধ-লক্ষণযুক্তত্বেন ভাগবতোত্তমাঃ স্বপ্রয়োজন-রহিতা অপি কলিজনোদ্ধারণায় বিচরিষ্যন্তি। 'মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ (১০।৮।৪)। বিষ্ণো র্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি' ইত্যাদি বচনাৎ॥ ৪৩

ভক্তেষু স্ব-প্রাদুর্ভাব-স্থানমাহ—স্বর্ণদীতি। গঙ্গাতীরং আস্থায় স্থিতো যো নবদ্বীপাখ্যো জনালয় স্তত্র জনালয়ে দ্বিজকুলং প্রাপ্তো ভবিষ্যামীত্যর্থঃ। যদ্বা স্বর্ণদীতীরে যো নবদ্বীপজনালয়ঃ পুনস্তত্র জনালয়ে দ্বিজকুলমাস্থায় সর্বেভ্যো ভক্তেভ্যঃ প্রাপ্তো ভবিষ্যামি। পদপরিণামাপেক্ষয়া ব্যবহিতান্বয়স্য ন্যায্যত্বাৎ॥ ৪৪

স্বপ্রাদুর্ভাব-প্রয়োজনং বিশদয়তি—ভক্তিযোগপ্রদানায়েতি। ভক্তৌ প্রেমলক্ষণায়াং যোজয়তীতি ভক্তিযোগঃ শ্রবণাদিভক্তিঃ তস্য প্রকর্ষেণ দানায় লোকস্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-প্রবৃত্তস্য অনুগ্রহায় তৎফলভূতপ্রেম-সুখোৎপত্ত্যৈ চ সন্ন্যাসরূপমাস্থায় কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্ ভবিষ্যামি ইতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। তত্র 'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।' ইতি সত্যানন্দাত্মকত্বস্য কৃষ্ণশব্দার্থত্বেঽপি ভানং বিনানন্দস্যাপুরুষার্থত্বমাশঙ্ক্যোক্তং কৃষ্ণচৈতন্যেতি॥ ৪৫

আবির্ভূতস্য ভক্তিযোগ-প্রদান-প্রকারমাহ—আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণ ইতি। আনন্দাশ্রুণা কলা ধারা স্তাভিঃ পূর্ণঃ ক্লিন্নাঙ্গঃ পুলকো রোমহর্ষ স্তস্যাবলিঃ পরম্পরা তয়া বিহ্বলঃ ক্ষণে ক্ষণে প্রস্ফুটদঙ্গঃ। এবং স্বস্মিন্ ভক্তিচিহ্নান্যাবিষ্কৃত্য

তেনৈব সর্বলোকানাং নিস্তারো বৈ ভবিষ্যতি।
মন্নাম-স্মরণাৎ কিঞ্চিৎ কলৌ নাস্ত্যেব বৈদিকং ॥ ৪৭
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নিশ্চিতং। *
তৎ স্বয়ং ভুবি ভক্তা বৈ জায়ধ্বং ভক্তিতৎপরাঃ ॥ ৪৮
যেন লোকস্য নিস্তার স্তৎ কুরুধ্বং মমাজ্ঞয়া।
ধরিত্রী ভবিতা 'চাভী ম'য়ৈব দ্বিজদেহিনা' † ॥ ৪৯
সদ্য স্তত্র 'স্বগোপানাং শান্তা' ‡ তু কমলালয়া।
নাম্না গদাধর ইতি বিখ্যাতো ধরণীতলে ॥ ৫০

তদ্ দর্শয়ন্ হরিকীর্ত্তনতৎপরঃ সন্ জনেভ্যো ভক্তিযোগং প্রদাস্যামি প্রকর্ষেণ রোমহর্ষাদ্যন্বিত-কীর্ত্তন-প্রচারং করিষ্যামি। রোমহর্ষাদীনাং ভক্তিচিহ্নত্বং চোক্তং 'কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেৎ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ' (১১।১৪।২৩) ইতি ॥ ৪৬

তথা তেনৈব কীর্ত্তনেন সর্বলোকানাং নিস্তারো নিঃশেষেণ সংসার-তরণং মোক্ষো ভবিষ্যতি। নন্বু কিমিতি তেনৈবেতি নিয়ম্যতে। অনৈ্য বৈদিকধর্মৈ-রপি নিস্তারো ভবতু; তত্রাহ—মন্নামস্মরণাদন্যৎ কলৌ কিমপি বৈদিকং নাস্ত্যেব। তদপ্যুক্তং 'হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা' ইতি ॥ ৪৭

স্বকর্ত্তব্যমুক্ত্বা স্বসহবাসেন লোভয়ন্ দেবানাজ্ঞাপয়তি—মদ্ভক্তা ইতি। যতো মদ্ভক্তা যত্র গানং কুর্বন্তি, তত্রাহং নিশ্চিতং তিষ্ঠামি, তস্মাদ্ যূয়ং সাক্ষাৎ ন ত্বংশৈঃ ভুবি ভরতখণ্ডে ভক্তিতৎপরা ভক্তা জায়ধ্বং ॥ ৪৯

যেন সংকীর্ত্তনেন লোকস্য নিস্তার স্তন্মমাজ্ঞয়া কুরুধ্বং। ততশ্চ ময়ৈব দ্বিজদেহিনা ব্রাহ্মণাকার-প্রাদুর্ভূতেন ধরিত্রী অভী নির্ভয়া ভবিতা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯

অন্যাবতারানপ্যাহ—সদ্য ইত্যাদি। সদ্যঃ শীঘ্রমেব মম প্রাদুর্ভাবোৎসাহেন তত্র নবদ্বীপ-মণ্ডল এব যা স্বীয়ানাং ময়াত্মসাদ্ভূতানাং ব্রজগোপোপলক্ষিত-মদনুরাগিণাং যা শান্তা সাত্ত্বিকী সংসারানুবন্ধিনী মদেকপরা কমলালয়া মন্মুখকর-চরণাদ্যুপমানমালক্ষ্য কৃতপদ্মবনবাসা লক্ষ্মী নাম্না গদাধর ইতি 'গদ ব্যক্তায়াং বাচী'ত্যস্মাদ্ গদা ব্যক্তা বাক্ নাম্না নিমিত্তভূতেন প্রেম্নোচ্চৈ ম'ন্নামানুকীর্ত্তনেন সফলব্যক্তবাক্ত্বাদ্ গদাধর ইতি ধরণীতলে বিখ্যাতো ভবিষ্যতি। 'সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে।' (১০৮০।৩) যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য। লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্ বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ (১১।১১।২০)॥ তদ্বাগ্ বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বি গায়ন্তি

---

* তত্র স্থিতি র্ম'মাচ্যুতা (গ)।
† নারী ময়ৈব দ্বিজদেহিনঃ। ভূদেবী-দেহমাশ্রায় মদ্ভক্তি-রসলালসা (গ)।
‡ মমাংশস্তু কর্ত্তাস্ম (গ)।

বলরামো মমৈবাংশঃ সোঽপি মৎপৃষ্ঠমেষ্যতি।
নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো ন্যাসিচূড়ামণিঃ ক্ষিতৌ ॥ ৫১*

কৃত্বাবধূত-বেশং স ধর্মান্ ভাগবতান্ বহূন্।
গ্রাহয়িত্বা জনানিত্থং গৃহিণামাশ্রমং ততঃ ॥ ৫২
জাহ্নব্যাদিভি রাত্মানং দর্শয়িষ্যতি মানবান্ ॥ ৫৩

গৃণন্তি সাধবঃ (১।৫।১১)। ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরে র্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ। (১।৫।১০) তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংস-সেবিতং যত্রাচ্যুত স্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ॥' ইত্যাদিভিরন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং ভগবন্নামানুকীর্ত্তনেনৈব বাক্সাফল্যাভিধানাৎ। লক্ষ্ম্যাঃ পুংস্ত্বং তু নিরন্তর-মদনুধ্যানেন ভৃঙ্গীকীটন্যায়েন মদাকারত্বাপত্ত্যা ॥ ৫০

ব্রজলক্ষ্ম্যবতারমুক্ত্বা শেষাবতারমাহ—বলরামো ইতি। বলরামো মমৈবাংশঃ স্বরূপঃ সংকর্ষণব্যূহাবতারত্বাৎ। সোঽপি মৎপৃষ্ঠমেষ্যতি মদনুগমনং করিষ্যতি। তদুক্তং—নিত্যানন্দস্য ভগবতো রামশব্দাভিধেয়পরব্রহ্মাত্মকত্বমনন্তাবতারত্বং চ সর্বজ্ঞাতায়া শ্রুত্যাপি 'রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে' ইতি। যস্মাদ্ যোগিনো ভক্তিযোগ-পারগা অদ্বৈত-রূপ-সনাতন-জীব-গোপালভট্টাদয়ঃ নিত্যানন্দে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৌ অভিরমন্তে পরাং প্রীতিং কুর্বন্তি। কথম্ভূতে—অনন্তে শেষাবতারে চিদাত্মনি কৃষ্ণচৈতন্যস্যাত্মভূতে ইতি হেতো রসৌ পরং ব্রহ্ম রামশব্দেন বলরামত্বেনাভি ধীয়ত ইত্যর্থঃ। তস্য লোকসিদ্ধাং সংজ্ঞামাহ—নিত্যানন্দ ইতি খ্যাত ইতি মদংশত্বেন নিত্য-নিরতিশয়-মদনুরাগবলান্নিত্যঃ কালাপরিচ্ছিন্ন আনন্দো যস্য তথাভূতঃ সন্ নিত্যানন্দ ইতি ক্ষিতৌ খ্যাতঃ লোকেঽপি তথাত্বেন প্রসিদ্ধিং গতঃ। স কথম্ভূতো ন্যাসিচূড়ামণিঃ ঐহিকামুষ্মিক-সুখতিরস্কারেণ তৎসাধন-পরাঙ্মুখীভূয় নৈষ্কর্ম্যজ্ঞাননিরতানাং পরমহংসানাং মদ্ভক্তত্বেন শিরোভূষণঃ। 'নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনমি'ত্যাদি (১।৫।১২) বচনৈঃ ভগবদ্ভাবহীনস্য নৈষ্কর্ম্যস্যাপি শোভাভাব-শ্রবণাৎ ॥' ৫১

শ্রীনিত্যানন্দভগবতো ভবিষ্যচ্চরিতমাহ—কৃত্বেতি। স এব শ্রীনিত্যানন্দো ঽবধূতবেশমাশ্রমাচারশূন্যমাকার-বিশেষং নাট্যেতিপ্রসিদ্ধং 'জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।' (১১।১৮।২৮) যং ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতং। ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেত্তি কশ্চিৎ স বৈ পরি' ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত-ভগবদ্ভক্তিমার্গং দর্শয়ন্ কৃত্বা বহূন্ ভাগবতান্ ধর্মান্ জনানিত্থং গ্রাহয়িত্বা নিবৃত্তিমার্গনিরতান্ মুখ্যাধিকারিণো 'ঽভ্যর্হিতং হি পূর্বমিতি' ন্যায়েন শিক্ষয়িত্বা ততঃ প্রবৃত্তিমার্গেন নিরয়াত্মকে সংসারে পতমানানুদ্ধরিষ্যন্ গৃহিণামাশ্রমং যথা ভবতি তথা, নতু গৃহী সন্ জাহ্নব্যাদিভি রাত্মানং দর্শয়িষ্যতি। জাহ্নবী রেবত্যবতারভূতা প্রথমা ভার্য্যা।

---

* ইতঃ ৫৪ শ্লোক-পর্য্যন্তং 'গ' পুস্তকে নাস্তি।

কামদেব ইতো গত্বা ধ্রুবানন্দেতি সংজ্ঞিতঃ।
জাহ্নবীশিষ্যতামেত্য লোকান্নিস্তারয়িষ্যতি ॥ ৫৪
নৈচীং তনুং সমাস্থায় লোকশিক্ষার্থ-তৎপরঃ।
বিখ্যাতো হরিদাসো যো মম ভক্তিং করিষ্যতি ॥ ৫৫

আদি-শব্দেন বারুণ্যবতারভূতবসুধাখ্যা দ্বিতীয়া ভার্য্যা, বীরভদ্রাখ্যঃ পুত্রশ্চান্যে চ যে সম্বন্ধিন স্তেষাং গ্রহণং; তৈঃ সহ স্বাত্মানং স্বাঘট-ঘটনাপটীয়স্যাচিন্ত্যয়া শক্ত্যা কেবলং দর্শয়িষ্যতি। নতু তৎসঙ্গী ভবিষ্যতি। 'অসঙ্গো নহি সজ্জতে' ইতি শ্রুতেঃ। কথম্ভূতঃ স মানবান্ স্বতঃ প্রমাণভূত-শ্রুতেশ্চাসত্ত্বেন সর্বজ্ঞতয়া প্রমাণ-কুশলো নতু কিঞ্চিদপি বেদবিরুদ্ধকারী, ঈশ্বরাণাং স্বতন্ত্রাচারস্যাপি 'কুশলাচরিতেনৈষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে। বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো। কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাং। ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলন্বয়োঃ।' [১০।৩৩।৩৩-৩৪] ইত্যাদিবচনাচ্ছাস্ত্রসম্মতত্বাৎ ॥ ৫২-৫৩

বাসুদেব-সংকর্ষণ-ব্যূহদ্বয়-প্রাদুর্ভাবমুক্ত্বা প্রদ্যুম্নব্যূহাবির্ভাবমাহ—কামদেব ইতি। কামস্য লোকপ্রজনস্য দেবোঽধিষ্ঠাতা মদ্‌ব্যূহঃ প্রদ্যুম্নাখ্য ইতো মদংশত্বাৎ মৎসন্নিধানাদ্ গত্বা, নতু স্বর্গাদিন্দ্রসন্নিধানাৎ, অতএব ধ্রুবো নিত্যঃ ভগবৎ-স্বরূপোল্লাসাত্মকো আনন্দো যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা ধ্রুবানন্দেতি সংজ্ঞিতঃ, লৌকিক-দেবাদি-কামসুখস্যাধ্রুবত্বাৎ তদ্‌ব্যাবৃত্ত্যৈ ধ্রুবেতি বিশেষণং, সংকর্ষণ-ব্যূহান্তর-গণত্বাৎ প্রদ্যুম্নব্যূহস্য জাহ্নব্যাখ্য-সংকর্ষণাবতার-শক্তিশিষ্যতাং তদানুকুল্যমেত্য মদনুকীর্ত্তনানুরাগাদ্যুপদেশেন লোকান্ নিস্তারয়িষ্যতি ॥ ৫৪

অনিরুদ্ধস্য ভগবত স্তন্নিয়ম্যনাভিপদ্মোদ্ভূত-ব্রহ্মাভেদেনাবতারমাহ—নৈচীমিতি। 'তদ্ ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি-রজোঽভিষেক' মিত্যাদিনা [১০।১৪।৩৪] ভক্তরজোযোগ্যং বপুঃ প্রার্থ্য লব্ধা তত্র ব্রজবাসি-রজোভিষেকেণ ভক্তজন্মযোগ্যতামবাপ্য তত্রোত্তমবর্ণেষু বিবিধ মহত্ত্ব-যুক্তেষু মহত্ত্ব-সাঙ্কর্যেণ ভক্তিমাহাত্ম্য-যথাবদস্ফুরণশঙ্কয়া স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং 'যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং। তত্র তত্রাচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি' ইত্যাদিনা ভক্তানাং ভক্তাবেবাগ্রহবতাং যোন্যাগ্রহাদর্শনাৎ নৈচীং তনুং স্বীকৃত্য 'ন নীচো যবনাৎ পর' ইত্যাদি বচনান্নীচত্বাবধিভূতাং যবনতনুং সমাস্থায় অজো ব্রহ্মা সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠোঽপি লোকশিক্ষার্থ-তৎপরঃ সন্ যবনখসপুক্কস শ্বপচানামপি নামানুকীর্ত্তনাদিনা সর্বলোকপূজ্যত্বং পাবনত্বং শ্রুতিস্মৃত্যাদিষু দর্শনেন সর্ববিষয়াভিলাষ-মানমদাদিকং হিত্বা তৎপরতৈব কার্য্যেতি স্বদ্বারা লোক-পূজ্যত্যাদিপ্রখ্যাপনেন যো লোকশিক্ষারূপার্থং তৎপরো ভূত্বা হরিদাস ইতি বিখ্যাতো মম ভক্তিং করিষ্যতি। তদুক্তং ভগবৎকীর্ত্তনাদিপরাণাং অতিনীচানামপি শ্রৈষ্ঠং শ্রুত্যাদিষু অপি। যশ্চণ্ডালঃ শিব ইতি বাচং বদেত্তেন সহ ভুঞ্জীত, তেন সহ বসেৎ, তেন সংবদেৎ। বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং। মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ। [৭।৯।১০] অহো বত শ্বপচোঽতোগরীয়ান্

রুদ্রোঽবতীর্য্য মদ্ভক্তিং শ্রীমদদ্বৈত-সংজ্ঞকঃ।
গ্রাহয়িষ্যতি লোকাংশ্চ যস্মাৎ কারুণিকঃ প্রভুঃ॥ ৫৬
নারদঃ শ্রীনিবাসেতি রামানন্দেতি তুম্বুরুঃ।
বিখ্যাতিং প্রাপ্য মদ্ভক্তৌ কুরুতাং ভক্তিমব্যয়ে॥ ৫৭*

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং। তেপু স্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ [৩।৩৩।৭] কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ। অন্যেপি জীবা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ [২।৪।১৮] মহাপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতং। সদ্য স্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবনপাবন' ইত্যাদি। নন্বু তথাপ্যাসুর-সংপদ্যুক্তশরীর-গ্রহণং ভক্তানামানুচিতমিতি চেন্ন, 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুর স্তদ্বিপর্য্যয়' ইতি বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্যৈবাসুরত্ব-নিশ্চয়াৎ। ভক্তিযুক্তায়া নীচযোনেরপি দেবসর্গত্বে নিশ্চয়াৎ॥ ৫৫

রুদ্রাবতারমাহ—রুদ্রোঽবতীর্য্যেতি। রুদ্রঃ সদাশিবঃ অবতীর্য্য ভূমৌ গৌড়দেশে এব আবির্ভূয় শ্রীমদদ্বৈতসংজ্ঞকঃ। 'উভয়োঃ প্রকৃতিরেকা প্রত্যয়-ভেদাত্তু ভিন্নবদ্ ভাতি। কলয়তি কশ্চিন্ মূঢ়ো হরিহর-ভেদং বিনা শাস্ত্রমি'ত্যাদি-বচনাৎ শ্রীমতা ময়া স্বরূপতো দ্বৈতাভাবাৎ শ্রীমদদ্বৈতঃ সংজ্ঞয়া নামোচ্চারণেন কং সুখং যস্য ইতি সংজ্ঞকঃ; তদপ্যুক্তং শিবেন 'রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো মম পার্বতি! মনঃ প্রমুদতামেতি রামনামাভিশঙ্কয়া' ইতি। শ্রীমদদ্বৈতাশ্চাসৌ সংজ্ঞকশ্চেতি শ্রীমদদ্বৈতসংজ্ঞকঃ। নচৈতদ্ বিষ্ণুশিবয়োরভেদ-ব্যাখ্যানং গৌড়সম্প্রদায়বিরুদ্ধমিতি বাচ্যং, চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাসকবিরাজে-নাপি তথোক্তত্বাৎ। 'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তি-শংসনাৎ। ভক্তাবতার-মীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে।' ইতি তথাভূতঃ সন্ যতঃ কারুণিকঃ পরমদয়ালুঃ প্রভুঃ সমর্থঃ। সমর্থস্য দয়ালুতাভাবে পীড়কত্বমেব পর্য্যবস্যতি, দয়ালোশ্চ সামর্থ্যাভাবে পীড়িনত্বমেবেতি হেতোঃ দোষদ্বয়-ব্যাবৃত্ত্যর্থমত্র বিশেষণদ্বয়ং জ্ঞেয়ং। তদপ্যুক্তং—'দয়ালোরসমর্থস্য দুঃখায়ৈব দয়ালুতা। বিশ্বোদ্ধারধুরীণস্য সা তবৈকস্য শোভতে।' ইতি ভগবতঃ শম্ভো র্নামকীর্ত্তনানুরাগঃ নামদানসদাবৃতস্বভাবশ্চ তেনৈব স্বমুখাদপি নির্দ্দিষ্টঃ। 'অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা। মুমূর্ষমানস্য বিমুক্তয়েঽহং দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম' ইতি॥ ৫৬॥

দেবর্ষিত্বেন ভগবদ্গুণগান-নৃত্যনিরতত্বেন চ দেবেভ্যোঽভ্যর্হিতত্বাৎ প্রথমং নারদাস্যবতারমাহ—নারদ ইতি। নারদঃ নারং নরস্য পুরুষোত্তমস্যেদং নারং ভক্তিযোগং তদাত্মকং ভাগবতাখ্যপুরাণং বা প্রহ্লাদধ্রুবব্যাসাদিভ্যো দদাতীতি তথা নরস্য জীবস্য উপাধিং হার্দ্দং সংশয়াদি বা নারং তৎ দ্যতি অবখণ্ডয়তীতি তথা স শ্রিয়ো বাস্তববক্ষ্যা হরিভক্তিরূপায়া নিতরাং নিত্যং বাসোঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা শ্রীনিবাস ইতি। 'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ' ইতি বচনাদ্ ভগবতো গুণগানপ্রিয়ত্বান্নিত্যগুণগাননিরতে তস্মিন্ ভগবতো নিত্যমভিব্যক্তিতয়া নিবাসাৎ তদব্যভিচারিণ্যাঃ শ্রিয়োঽপি নিত্যনিবাসাদ্বা তথা

* ইতঃ ৬১ শ্লোক-পর্য্যন্তং 'গ' পুস্তকে নাস্তি।

বৃহস্পতি র্বাসবগুরুঃ সার্বভৌমো ভবিষ্যতি।
নানান্তেবাসিন স্তত্র শাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়িষ্যতি ॥ ৫৮
পুনঃ শিরোমণি র্ভূত্বা ন্যায়াদীন্ প্রথয়িষ্যতি ॥ ৫৯
চন্দ্রো ভবেদ্ বর্দ্ধমানো যস্য দয়ালুতাবধিঃ।
এবমন্যে ভবিষ্যন্তি দেবাঃ স্বাংশেন ভারতাঃ ॥ ৬০
তত্রৈব ভবিতা ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ কেশব-ভারতিঃ।
সন্ন্যাসস্যোপদেশেন ভবিষ্যতি গুরু র্মম ॥ ৬১

বিখ্যাতিং প্রাপ্য তথা তুম্বুরোরপি নিত্যনারদ-সৎসঙ্গেন ভগবদ্গুণগান পরত্বাদ্ রমন্তে পরমভাগবতা অস্মিন্ ভগবানেব বা গানপ্রিয়ত্বাদ্রমত্যস্মিন্ ইতি রামং ভগবদ্গুণগানং তস্মিন্নানন্দো যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা রামানন্দেতি বিখ্যাতিং প্রাপ্য তাবুভৌ মদ্ভক্তৌ অব্যয়ে অবিনাশস্বরূপে ময়ি ভক্তিং কুরুতাং করিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭

দেবগুরুত্বাত্তেভ্যঃ প্রথমং বৃহস্পতেরবতারমাহ—বৃহস্পতিরিতি। বাসবস্যেন্দ্রস্য গুরু স্তস্যাপি ভগবন্মার্গে প্রবর্ত্তকো বৃহস্পতিঃ সমস্তভূমৌ ভক্তিশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকত্বাৎ সার্বভৌম স্তন্নামকো ভবিষ্যতি। তদেব শাস্ত্র-প্রবর্ত্তকত্বং নির্দিশতি —নানেতি। তত্রৈবাবতারে নানান্তেবাসিনো বহুবিধান্ শিষ্যান্ মম ভক্তিপ্রতিপাদকানি শাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়িষ্যতি ॥ ৫৮

অতিললিত-সুরভি-মধুমত্যা ভক্তিলতায়া দুষ্টপশুরূপনাস্তিকাদি-প্রতিপক্ষভঞ্জনমালক্ষ্য তদ্রোধনায় কণ্টকাবরণবন্ ন্যায়াদীনামাবশ্যকত্বমাকলয্য মাধুর্য্যময়ে ভক্তশরীরে কর্কশ-তর্কভাষণাযোগ্যতামবগম্য রূপান্তরেণ ন্যায়াদি-প্রবর্ত্তকত্বমাহ—পুনরিতি। পুনর্দ্বিতীয়-জন্মনি শিরোমণি র্ভূত্বা ন্যায়স্তর্কাত্মকমনুমানং তদেবাদি প্রধানং যেষু তানন্যৎ প্রমাণপ্রমেয়-নির্ণয়ান্ প্রথয়িষ্যতি বিস্তারয়িষ্যতি। তদুক্তং ভগবত্তত্ত্ববোধক-শাস্ত্ররক্ষক-কণ্টকাবরণত্বং তর্কশাস্ত্রস্য। "আত্মনো যত্তু নানাত্বং ময়া প্রৌঢ়্যা প্রকল্পিতং। এতত্তু কণ্টকাবরণং তত্ত্বং-তু বাদরায়ণে ॥ ৫৯

শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাব-কুলবীজত্বেন সর্বদেব-প্রাধান্যেন চন্দ্রাবতারমাহ—চন্দ্র ইতি। যস্য দয়ালুতায়া অবধিঃ সর্বজনাহ্লাদকশ্চন্দ্রঃ স মিথ্যাভূতানিত্যাহ্লাদজনকত্বেনাদ্যাবধি স্বনামবৈয়র্থ্যমাজ্ঞায় ভগবদ্ভক্তি-প্রবর্ত্তকত্বেন পারমার্থিকাহ্লাদজনকতয়া স্বনাম-সার্থক্যমিচ্ছন্ ভক্তিকলয়াঽহরহো বর্দ্ধমানতয়া বর্দ্ধমান-সংজ্ঞকো ভবিষ্যতি। চন্দ্র-সম্বন্ধেন তৎসন্নিধাবেবান্যগ্রহতারাদ্যবতারমাহ—এবমন্যে ইতি। এবমন্যেঽপি যে দেবাঃ স্বয়ং দ্যোতমানা গ্রহাদয় স্তেপি যতো ভারতা অন্যাবভাতনে রতিমন্তো হতএব মিথ্যানিত্যপ্রকাশে তোষমনবাপ্য ভক্তিপ্রকাশ-প্রবর্ত্তনায় স্বাংশেন স্বীয়েন সাত্ত্বিকমাত্রাংশেন ভক্তরূপেণ ভবিষ্যন্তি। ভোগোপযুক্ত-রাজসাংশস্য ভক্তাবনুপযোগাৎ ॥ ৬০

লোকে গুরুশিষ্যসংপ্রদায়স্যোদ্ধার-বীজত্বাদাবশ্যকত্বখ্যাপনায় গুরু র্গুরুতমো ধাম ইত্যাদিনা প্রথিতঃ সর্বশ্রুতিমূলো জগদ্গুরুরপি স্বগুরুত্বেন ব্যাসাবতার মাহ—তত্রৈবেতি। হে ব্রহ্মন্! তত্রৈব গৌড়মণ্ডলে মৎপ্রেরিতান্ মন্মুখনিঃসৃতবেদান্ বিভজ্য ব্যাখ্যাতৃত্বাদ্ ব্যাসঃ সর্ববেদরহস্যং ভগবদ্ভক্তিং জানন্ কেশববিষয়ৈব

ইন্দ্রোঽবতীর্য্য মতিমান্ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ।
প্রতাপরুদ্রো বিখ্যাতো মদ্‌ভক্তানাং সমাশ্রয়ঃ ॥ ৬২

অন্যে দেবগণাঃ সর্বে মদ্‌ভক্তাঃ মৎপরায়ণাঃ।
কুর্বন্তি মামকীং ভক্তিং শৃণু ব্রহ্মন্ সমাহিতঃ ॥ ৬৩

ভারতী বাণী যস্য তথাভূতঃ কেশব-ভারতি স্তন্নামকো ভবতি ইত্যেকং বাক্যং। তদুক্তং সর্ববেদরহস্যত্বং ভক্তে র্ভগবদ্‌ব্যাসেন—'আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্যৈব পুনঃ পুনঃ। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা' ইতি। সতু সন্ন্যাসোপদেশেন, যথা জন্মব্যাজেন নন্দাবতারো জগন্নাথমিশ্রঃ, যশোদাবতারভূতা শচী চ, তথা সন্ন্যাস-প্রবৃত্তিব্যাজেন মম বিশ্বগুরোরপি গুরু র্ভবিষ্যতীতি দ্বিতীয়ং বাক্যং। তথাচ বাক্যভেদেন নাত্র ক্রিয়া-পৌনরুক্তিদোষঃ ॥ ৬১

পুরন্দরাবতারমাহ—ইন্দ্রোঽবতীর্য্যেতি। ইন্দ্রঃ ইদী পরমৈশ্বর্য্যে ইত্যস্মাদধিকৈশ্বর্য্যবান্ সর্বদেবগণরাজঃ স যতো মতিমান্ স্বৈশ্বর্য্যত্বস্য তদীয়মুহূর্ত্তাবচ্ছেদেন ক্ষয়িত্বং বস্তুতো মিথ্যাত্বং, তত্রাপীর্ষ্যা-মাৎসর্য্যাদি-সংগ্রস্তত্বমসুরভয়াত্ত্যাকুলত্বং বিমৃশ্য পরমৈশ্বর্য্যদ্যোতকে নাম্নি লজ্জমানো মদ্‌ভক্তৌ জাতসম্যঙ্‌মতিঃ স্বর্গে ভোগাতিশয়েন বিক্ষেপাধিক্যাদ্ যথাবদ্ ভক্তিমসংভাব্য পৃথিব্যামবতীর্য্য তত্রাপি কলিদোষগণাৎ পৃথ্ব্যা মদ্‌ভক্ত্যা পালয়ন্ বস্তুতোঽপি পৃথিবীপতিঃ স প্রতাপেন প্রকৃষ্টেন সংসারানলতাপেন রোদিতীতি প্রতাপরুদ্রঃ। অনেন বৈরাগ্যং সূচিতং। যদ্বা ভক্তি-প্রতাপেন মাহাত্ম্যোৎকর্ষেণ হর্ষবেগাদ্ধর্ষাশ্রুভিঃ স্বয়ং রোদিত্যন্যাংশ্চ রোদয়তীতি তথা। যদ্বা ভক্তিপ্রতাপেন কলিদোষাণাং রুদ্রঃ প্রলয়কর্ত্তা তথাভূতঃ সন্ প্রতাপরুদ্র ইতি বিখ্যাতো মদ্‌ভক্তানাং সমাশ্রয়ঃ সম্যগ্ বাহ্যাভ্যন্তরচৌরভয়-রক্ষণাৎ সংবাসাদিনা চাশ্রয়ো ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥ ৬২

এবমিন্দ্রাবতারমুক্ত্বা স্বপরিকরাবতারাণামতিরহস্যত্বাত্তান্ সুরসহকারেণৈব সূচয়ন্ সুরাণামবতারানাহ—অন্য ইতি। অন্যেঽপি যে সর্বে দেবগণা মদ্‌ভক্তা মৎসেবনরতা স্তথা মৎপরায়ণা অহমেব পরময়নং আশ্রয়ো যেষাং তে মামকীং ভক্তিং কুর্বন্তি করিষ্যন্তীত্যর্থঃ। অতো মাভূদ্ ভূমেঃ কলিভয়মিত্যভিপ্রায়ঃ। হে ব্রহ্মন্! এতৎ সমাহিত একাগ্রচিত্ত স্ত্বং শৃণু। স্বপরিকর-পক্ষে দিবিধাতুঃ ক্রীড়ার্থকতয়া দেবগণাঃ ক্রীড়ারতা গোপীগোপসমূহাঃ। তদ্‌গানস্মরণরতাঃ প্রহ্লাদাদিভক্তগণাশ্চ, যে মদ্‌ভক্তা মদনুরাগিণোঽতএব মৎপরায়ণা মন্নিবিষ্টমনঃপ্রাণত্বেন মদেকাশ্রয়া ইত্যর্থঃ। তত্র শ্রীজগন্নাথমিশ্রঃ শ্রীনন্দঃ। শ্রীশচীদেবী শ্রীযশোদা। শ্রীহাড়াই পণ্ডিতঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ পিতা শ্রীবসুদেবঃ। শ্রীপদ্মাবতী শ্রীদেবকী। অথ **সখীগণঃ**—শ্রীলক্ষ্মী শ্রীরুক্মিণী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীসত্যভামা। শ্রীদামোদরঃ—শ্রীললিতা। শ্রীরায় রামানন্দঃ শ্রীবিশাখা। শ্রীশিবানন্দ সেনঃ শ্রীসুচিত্রা। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীরূপমঞ্জরী। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী। শ্রীগোবিন্দানন্দ শ্রীইন্দুলেখা। শ্রীগোবিন্দঘোষঃ শ্রীরঙ্গদেবী। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীরতিমঞ্জরী। শ্রীরঘুনাভট্ট গোস্বামী শ্রীগুণমঞ্জরী। শ্রীলোকনাথঠাকুরঃ শ্রীমঞ্জুলালী। শ্রীগদাধরদাসঃ চন্দ্রকান্তিঃ পূর্ণানন্দা চ।

শ্রীনরহরিঠাকুরঃ মধুমতী। অথ **প্রিয়সখ্যঃ**—শ্রীআচার্য্যরত্নঃ শ্রীরত্নরেখা। শ্রীরত্নগর্ভঠাকুরঃ শ্রীরতিকলা। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যঃ শ্রীসুভদ্রা সখী। শ্রীদামোদর পণ্ডিতঃ শ্রীধনিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীকলহংসী। শ্রীকৃষ্ণানন্দঠাকুরঃ শ্রীকলাপিনী। শ্রীআচার্য্যচন্দ্রঃ শ্রীরত্নপ্রভা। শ্রীনারায়ণঠাকুরঃ শ্রীসুমুখী। এতাবষ্টৌ এক-যৌথিকাঃ। শ্রীমাধবাচার্য্যঃ মাধবী। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীমালতী। শ্রীরাম-পণ্ডিতঃ শ্রীচন্দ্ররেখা। শ্রীবাসুদেব দত্তঃ শ্রীকুঞ্জরী। শ্রীনন্দনাচার্য্যঃ শ্রীহরিণী। শ্রীশঙ্করঠাকুরঃ নীলা। শ্রীসুদর্শনঠাকুরঃ শ্রীসুবলী। শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্রঃ শ্রীশুভাননা। ইতি দ্বিতীয়যৌথিকাঃ। শ্রীমানপণ্ডিতঃ শ্রীরসালিকা। শ্রীজগন্নাথদাসঃ শ্রীতিলকিনী। শ্রীজগদীশঠাকুরঃ শ্রীসৌরশেনী। শ্রীরায় মুকুন্দঃ শ্রীকমলা। শ্রীপুরন্দরাচার্য্যঃ শ্রীনাগরী। শ্রীসদাশিবকবিরাজঃ শ্রীনাগবেলী। শ্রীকুমুদকবিরাজঃ শ্রীকামনপরী। শ্রীজগন্নাথপণ্ডিতঃ শ্রীসুগন্ধিকা। ইতি তৃতীয়যৌথিকাঃ। শ্রীমকরধ্বজঠাকুরঃ শ্রীকুরঙ্গাক্ষী। শ্রীদ্বিজ রঘুনাথঃ সুচরিতা। শ্রীমধু পণ্ডিতঃ শ্রীমণ্ডলী। শ্রীবিষ্ণুদাসঃ শ্রীমণীকুণ্ডলী। শ্রীপুরন্দরমিশ্রঃ শ্রীচন্দ্রিকা। শ্রীগোবিন্দাচার্য্যঃ শ্রীচন্দ্রতিলকা। শ্রীপরমানন্দ গুপ্তঃ কুন্দলাক্ষী। শ্রীবলরাম দাসঃ শ্রীসুমন্দিরা। ইতি চতুর্থ যৌথিকাঃ। শ্রীকাশীমিশ্রঃ শ্রীকলকণ্ঠী। শ্রীশ্রীধরপণ্ডিতঃ শ্রীকামলতিকা। শ্রীকবিচন্দ্রঠাকুরঃ শ্রীইন্দিরা। শ্রীহিরণ্যগর্ভঠাকুরঃ শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী। শ্রীজগদানন্দ-সেনঃ শ্রীকামলতা। শ্রীপীতাম্বর দ্বিজঃ শ্রীপ্রেমমঞ্জরী। শ্রীনিধিঠাকুরঃ শ্রীমধুরী। ইতি পঞ্চমযৌথিক্যঃ॥ শ্রীরাঘবপণ্ডিতঃ শ্রীকাবেরী। শ্রীগোপীনাথঃ শ্রীচারুকবরী। শ্রীআচার্য্য বনমালী শ্রীসুকেশিনী। শ্রীকংসারিসেনঃ শ্রীমঞ্জুকেশী। শ্রীজীবপণ্ডিতঃ হারহীরা। শ্রীমুকুন্দদেব কবিরাজঃ মহাহীরা। কনিষ্ঠশ্রীহরিদাসঃ শ্রীহারকণ্ঠী। শ্রীকবিচন্দ্রঃ শ্রীমনোহরা। ইতি ষষ্ঠযৌথিক্যঃ। শ্রীবল্লভসেনঃ শ্রীমঞ্জুমেধা। শ্রীবিদ্যানিধি বাচস্পতিঃ শ্রীসুমধুরা। শ্রীগোবিন্দঠাকুরঃ শ্রীসুমধ্যা। শ্রীকবি-কর্ণপূরঃ শ্রীমধুরসা। শ্রীশ্রীনাথঠাকুরঃ তনুমধ্যা। শ্রীআচার্য্য মাধবঃ শ্রীমধুমদা। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগুণচূড়া। ইতি সপ্তমযৌথিক্যঃ। শ্রীপরমানন্দঃ শ্রীতুঙ্গভদ্রা। শ্রীবল্লভঃ শ্রীরসতুঙ্গা। শ্রীজগদীশপণ্ডিতঃ শ্রীরঙ্গরাজী। শ্রীবনমালী দাসঃ শ্রীসুমঙ্গলা। শ্রীশেখরপণ্ডিতঃ শ্রীচিত্ররেখা। শ্রীশ্রীনাথমিশ্রঃ শ্রীবিচিত্রাঙ্গী। শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্যঃ শ্রীমোদনী। শ্রীপুরুষোত্তমপণ্ডিতঃ শ্রীমদলালসা। ইত্যষ্টম-যৌথিক্যঃ॥ অথ **গোপাবতারাঃ**। শ্রীঅভিরামঠাকুরঃ শ্রীদামা। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতঃ সুবলঃ। শ্রীধনঞ্জয়পণ্ডিতঃ বসুদামা। শ্রীসুন্দরানন্দঃ সুদামা। শ্রীকমলাকরপিপিলাগ্নী মহাবলঃ। শ্রীউদ্ধারণদত্তঃ শ্রীসুবাহুঃ। শ্রীপুরুষোত্তমঃ স্তোককৃষ্ণঃ। শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতঃ কিঙ্কিণিঃ। শ্রীমহেশপণ্ডিতঃ ভদ্রসেনঃ। শ্রীবলরাম ওঝা অর্জ্জুনঃ। শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ কোকিলঃ। শ্রীনরহরিঃ মধুমঙ্গলঃ। ইতি গোপালাঃ। অথ **ভক্তাবতারাঃ**—শ্রীপরমানন্দপুরী উদ্ধবঃ। শ্রীমুরারি-চৈতন্যঃ প্রহ্লাদঃ। শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষঃ বাল্মীকিঃ। শ্রীমুরারিগুপ্তঃ হনূমান্। শ্রীপুরন্দর পণ্ডিতঃ অঙ্গদঃ। শ্রীগোবিন্দানন্দঃ সুগ্রীবঃ। ইত্যাদি পূর্বভক্তাঃ। অথ **দেবাঃ**—শ্রীভাস্করঠাকুরঃ শ্রীবিশ্বকর্ম্মা। শ্রীরঘুনন্দনঃ কন্দর্পঃ। ইত্যাদি দেবাঃ। অথ **শক্ত্যবতারাঃ**—শ্রীসীতাঠাকুরাণী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-ভার্য্যা শ্রীআদ্যা-শক্তিঃ। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতঃ শ্রীসরস্বতী—ইত্যাদ্যাঃ শক্তয়ঃ॥ ৬৩

সর্বে সমাগমিষ্যামঃ স্বস্থানং পুনরচ্যুতং।
প্রকাশং মম দেবাদ্যাঃ ভক্তাঃ কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥ ৬৪

ইদং যঃ শৃণুয়ান্নিত্যং ভক্তিতঃ পরিকীর্ত্তয়েৎ।
কোটি-জন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি ॥ ৬৫

শ্রীগৌতম উবাচ—ততো দেবগণাঃ সর্বে ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ।
প্রণম্য দেবদেবেশং গন্তারঃ স্বপুরং যথা ॥ ৬৬ †

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শেষকাণ্ডে গৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

এবমাবির্ভাবলীলামুক্ত্বা পুনঃ স্বপদারোহলীলামাহ—সর্বে ইতি। বয়ং পুনঃ স্বস্থানং সমাগমিষ্যামঃ ইত্যন্বয়ঃ। অত্র বহুবচনং স্বপরিকরাভিপ্রায়েণ। দেবাদ্যাশ্চ যে ভক্তাঃ কৃষ্ণপরায়ণা স্তেপি মম স্বস্থানমাগমিষ্যন্তি। স্থানং কথংভূতম্—অচ্যুতং পুনরাবৃত্তিরহিতং প্রকাশং রজস্তমোহীনত্বাৎ প্রকাশাত্মকং। তদুক্তং—'ন যত্র সত্ত্বং ন রজ স্তমশ্চ ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানং।' (২।২।১৭) ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ'। যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' ইতি চ। তত্র পুনরয়ং বিভাগঃ—যে ত্বধিকারিণ স্তে স্বাধিকার-সমাপ্তৌ সত্যামাগমিষ্যন্তি, শ্রীমতা ভগবদ্ব্যাসেন যাবদধিকারং স্থিতিরাধিকারিকাণামিত্যত্রাধিকার-সমাপ্তি-পর্য্যন্তং অবস্থিতি-স্বীকারাৎ। অন্যে ত্বারব্ধকর্ম-প্রতিবাধরহিতা অবিলম্বেনেতি ॥ ৬৪

এতচ্ছ্রবণ-কীর্ত্তনমাত্রফলং শ্রীভগবান্ স্বমুখেনৈবাহ—ইদং য ইতি। ইদং কলিতারকাবতার-প্রসঙ্গং যঃ পুরুষঃ উপলক্ষণমেতৎ স্ত্র্যাদেঃ, নিত্যং প্রত্যহং ভক্তিতঃ শ্রদ্ধানুরাগপূর্বকং কীর্ত্তয়েৎ, কীর্ত্তনসামর্থ্যাভাবে শৃণুয়াদ্বা, তস্য কোটিজন্মার্জিতং পাপং কোটিশব্দোঽসংখ্যাত-পরং, তৎক্ষণাদুচ্চারণ-শ্রবণ-সমকাল এব নশ্যতি; পাপমিতি জাতাবেকবচনং ॥ ৬৫

অধুনা শ্রীগৌতমঃ কলিতরণ-প্রসঙ্গমুপসংহরতি—তত ইতি। ততো ভগবদাদেশানন্তরং লোকপিতামহো ব্রহ্মা সর্বদেবগণশ্চ দেবদেবেশং শ্রীনারায়ণং প্রণম্য স্বপুরং গন্তারঃ স্বস্বপুরং গমিষ্যন্তি। ইতি শ্রীশতানন্দগৌতমসংবাদাৎ পৃথিব্যাদিপ্রার্থনায়া ব্রহ্মভগবৎসংবাদস্য চ ভবিষ্যত্তা সূচিতা। তস্মান্মধ্যে যত্র ক্বচিদ্ ভূতাদি-নির্দ্দেশোঽপি বস্তুতো ভবিষ্যদর্থঃ।

শ্রীরাধারমণাননাব্জমধুপা গোপালসখ্যাভিধা
গোস্বামীতি সুবিশ্রুতা তদধরাদ্ গৌরাঙ্গচন্দ্রেরিতা।

---

† ইতঃ পরং'গ' পুস্তকে—ইতি নিগদিতবল্লী গুহ্যগুহ্যাতিগুহ্যং
নিখিলভুবননাথং প্রেমপীযূষ-ধারাং।
সকলনিগমবল্লীকে রলিকপ্রকাশং।
তরলিত তত জীবং কৃষ্ণকেলি প্রকাশং ॥ ??

ইতি শ্রীবাউপুরাণে গৌতমসতানন্দ-সম্বাদে শ্রীচৈতন্য-প্রাদুর্ভাব নামোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্‌রাজসুচেতরামতনুজা শ্রীচন্দ্রভাগাভিধা
যাহং বিষ্ণুসখী শুভাং কৃতবতী ব্যাখ্যাং সদানন্দদাং ॥ ১ ॥
শ্রীহরিং রাধিকাকৃষ্ণং গৌরাঙ্গং শ্রীমহাপ্রভুম্।
স্বগুরূন্ বৈষ্ণবান্ সর্বান্ বন্দে গৌরাঙ্গসংশ্রিতান্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্রাধারমণচরণশরণ-শ্রীমদ্ গোপালগোস্বামি-
প্রেরিত-শ্রীবিষ্ণুসখ্যাপন্ন-শ্রীরামনারায়ণ-বিরচিত -
বায়ুপুরাণে শেষকাণ্ড-চতুর্দ্দশাধ্যায়-ব্যাখ্যা
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়প্রভা বৈষ্ণব-প্রীতিদা সংপূর্ণা ॥

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ ঃ

শিরোমণিপ্রভু-পদ হৃদয়ে বিলাস।
'গৌরচন্দ্রোদয়' ভাষা কহে (দীন) হরিদাস॥

১। শ্রীবেদব্যাস সর্বজীবের উদ্ধার-কল্পে ঐ উদ্ধারের বীজ-স্বরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিতেছেন—শ্রীশতানন্দ ইত্যাদি। কলি-কলুষনাশন কৃষ্ণভক্তি-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা ও প্রসিদ্ধির বীজরূপ প্রশ্ন করিয়া শত শত লোকের আনন্দ দান করেন যিনি—তিনিই শতানন্দ। হরিভক্তিরূপা শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী বা শোভা-সম্পত্তিযুক্ত বলিয়া তিনি শ্রীশতানন্দ (প্রশ্নকর্ত্তা)। তাৎপর্য্য এই যে ভগবদ্‌ভক্তগণ স্বয়ং ভক্তি-সমৃদ্ধিপূর্ণ হইলেও দীনজনগণের উদ্ধার সাধন করিবার উদ্দেশ্যেই হরি-কথালাপে প্রবৃত্ত হন। শ্রীশুকদেব গোস্বামির শ্রীভাগবতে প্রবৃত্তি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—'বিষ্ণুজনপ্রিয় শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের মহাখ্যান নিত্যই অধ্যয়ন করিয়াছেন।' কৃষ্ণকথার প্রশ্নে বক্তা, প্রষ্টা এবং শ্রোতৃবৃন্দকে যে পবিত্র করে—তাহা ভাগবতেই (১০।১।১৬) উক্ত হইয়াছে। প্রশ্নের উট্টঙ্কন করিতেছেন—'হে তাত! হে কৃপাসিন্ধো! হে ভক্তানুগ্রহ-কাতর! কলিকলুষচিত্ত ব্যক্তিদের পরিত্রাণের কি উপায় আছে—তাহাই বলুন।' তাত-শব্দ নিষ্কপট প্রিয়তাদ্যোতক—সুতরাং উত্তরটি যদি গোপনীয়ই হয়, তথাপি পুত্রবাৎসল্যে আপনি অবশ্যই আমাকে বলিতে পারেন। যদি প্রশ্ন হয়—'হে পুত্র! তুমি ত ভক্তি-সম্পন্নই আছ, যখন অন্যের জন্য এই প্রশ্ন করিয়াছ, তখন ত আর তাহাতে ঐ প্রকার সৌহার্দ্দ প্রকটনের আবশ্যক নাই—তবে আর রহস্যোদ্‌ঘাটন করিব কেন?' তদুত্তরে বলিতেছেন—'আপনি কৃপাসিন্ধু। সাগরের জলবিন্দুব্যয়ে ত আর ক্ষয়ের আশঙ্কা হইতে পারে না। দান করিতে গিয়া সাগর পাত্রাপাত্রেরও বিচার করে না; অতএব আপনি সর্ব্বভূতে দয়ালু বলিয়া রহস্য কথাটিও অবিচারে বলিতে পারেন।' আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—লোক সাগরের নিকট গিয়া নানাবিধ চেষ্টা করিয়া জল আহরণ করে, সাগর কিন্তু লোকবিশেষের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জলদান করে না। তাই বলি—যাহারা রহস্যতত্ত্বটি জিজ্ঞাসা করিবে—তাহাদিগকেই বলিব; কিন্তু তুমি ভক্তিরসে পরিপূর্ণ আছ—তোমার নিকট বলিব না।' ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'আপনি ভক্তানুগ্রহ-কাতর। দীন সংসারী লোকগণ ভগবৎপথ-বিমুখ হইলেও ত শ্রীহরির অনুগত নারদাদি ভাগবৎগণ স্বয়ংই প্রযত্ন করিয়া উন্মার্গগামী জীবনিচয়কে ভগবৎপন্থা প্রদর্শন করিয়া তৎপ্রবর্ত্তক হইয়াছেন—আপনিও সেই রূপেই অবিচারে সকলের নিকট রহস্যোপদেশ করিতে পারেন।' 'আচ্ছা, তাহাই যদি হয়—এত তাড়াতাড়ি বলিবার আবশ্যক নাই। এখন ত আর

কলিকালের প্রবৃত্তি হয় নাই, কলিযুগ আসিলে পাপে দুঃখে অভিমগ্ন জনগণের উদ্দেশ্যে পাপতাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিলেই ত চলিবে। অন্যথা জল না দেখিয়াই পাদত্রাণাদি উন্মোচনের প্রসঙ্গ হয়।' ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অনুগ্রহ-কাতর। পরের তাপে অনুতপ্ত সহৃদয় সাধুগণ দুঃখ-দর্শন কাল পর্য্যন্ত দুঃখীগণকে উপেক্ষা করিলে যুক্তিযুক্ত হয় না।' এক্ষণে বক্তব্য বিষয়টি বলিতেছেন—'লোকসমূহের পরিত্রাণ জন্য। সকল জীবের সর্বপ্রকার ঐহিক ও পারলৌকিক তাপত্রয় হইতে—বাহ্যও আভ্যন্তর শত্রু সমূহ হইতে রক্ষাবিধান জন্য যে উপায় আছে—তাহাই বলুন।' 'আহা! শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির সর্বত্রই ত উক্ত হইয়াছে যে স্বধর্মানুষ্ঠানেই সর্বতাপ শান্তি হয়!' এই আশঙ্কা নিরাকরণ জন্য বলিতেছেন—'কলুষময়চিত্ত যাহাদের মন পাপে অভিভূত হইয়াছে—তাহারা কদাপি যথাযথ স্বধর্মানুষ্ঠান করিতে পারে না। আর একথাও বলা চলে না যে ধর্ম্মাচরণে পাপ নাশ হয়' এই শ্রুতি প্রমাণ-বলে স্বধর্মানুষ্ঠানেই কল্মষক্ষয় হয়। যেহেতু চিত্ত কল্মষে অনভিভূত হইলে যথাযথ স্বধর্মানুষ্ঠান হয় এবং স্বধর্মাচরণেই আবার কল্মষ ক্ষয় হয়—এই উক্তিতে অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তিরূপ দোষ বিদ্যমান॥

২। **আশঙ্কা**—'তপস্যা দ্বারা কল্মষ নাশ হয়'—এই বচন বলে বলিতে পারি যে তপশ্চর্য্যা করিয়া কল্মষ ক্ষয় হইবার পর স্বধর্মাচরণেই উদ্ধার হইবে। ইহার **নিরাকরণ** জন্য বলিতেছেন—তপস্যায় হয় না। আশয় এই—এস্থলে তপঃশব্দে 'স্ববর্ণাশ্রমধর্মের যাজন-রূপ তপস্যায় হরিতোষণ…' এই বাক্য-বলে (১) স্বধর্মাচরণই বাচ্য, অথবা 'যাহার জ্ঞানই পরম তপঃ'—এই বাক্য বলে (২) জ্ঞানই বুঝিব? 'মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা-সাধনই পরম তপস্যা'—এই বচন-বলে (৩) শমাদিই বাচ্য কিম্বা রুঢ়ি বৃত্তিতে কায়ক্লেশ-স্বরূপই বুঝিতে হইবে? যদি আবার কায়ক্লেশাত্মকই বলা হয়, তবে তাহা (৪) পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি স্বরূপ কিম্বা (৫) কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত রূপ, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। স্ববর্ণাশ্রমাদি রূপ হইতে পারে না; কেননা, তাহা পরিহার করিবার উপদেশ হইয়াছে। দ্বিতীয় জ্ঞান ও হইবে না, যেহেতু ঐ শ্লোকেই পৃথগ্‌ভাবে ইহার নিষেধোক্তি হইয়াছে। তৃতীয় শমাদিও হইবে না, যেহেতু ধ্যান শব্দদ্বারা পৃথগুক্তি হইয়াছে। চতুর্থ পক্ষের প্রথম পঞ্চাগ্ন্যাদিরূপ হইবে না—যেহেতু কলিকালে বানপ্রস্থ আশ্রমের নিষেধ-বিধি রহিয়াছে, এবং যাজনকারী অধিকারীর অভাবে কলিধর্মসকল দূরীকৃত হইয়াছে। আর উহার দ্বিতীয় কৃচ্ছ্রাদিও হইতে পারে না; যেহেতু কলিকালে শরীরের শক্তিহীনতায় যথাযথভাবে চান্দ্রায়নাদি ব্রতানুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আর যদিও বা সামান্যতঃ অনুষ্ঠানও করা যায়—তথাপি কল্মষচিত্ত ব্যক্তিদের পুনরায় পাপ-প্রবৃত্তি দর্শনে ঐ প্রকার অনুষ্ঠানও হস্তি-স্নানবৎ প্রতীত হয়।

অন্য **আশঙ্কা** এই যে শাস্ত্রে আছে—'ব্রহ্মহত্যা হইতে বড় পাপ আর কিছুই নাই, আবার অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে ও বড় পুণ্য আর কিছুতেই হয় না।' 'যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা ও সর্বপাপ হইতেই উত্তীর্ণ হন'—ইত্যাদি বচন-প্রমাণে বুঝা যায় যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে সর্ব্বকল্মষক্ষয় ও পরে

উদ্ধার হইবে। **ইহার সমাধান** বলিতেছেন—'না, যাগাদিতে উদ্ধার হইবে না। অভিপ্রায় এই—কলিকালে অগ্নির আধান (স্থাপন বা সংস্কার) নিষিদ্ধ বলিয়া সাগ্নিযজ্ঞ হইতেই পারে না। দ্রব্যাদির অভাবে যজ্ঞাদি করাও যায় না, আবার যদি দ্রব্যাদি পাওয়াও যায়, তথাপি উহার অশুদ্ধতা নিবন্ধন যজ্ঞের উপযুক্ত নহে, সুতরাং বহুতর বিঘ্ন থাকায় ভূরি প্রত্যবায়ব্যাপ্ত বলিয়া যজ্ঞাদি করা চলে না। আর এ কথাও বলা যায় না যে যদ্যপি সাগ্নিযজ্ঞ অসম্ভবই হয়, তবে জীবগণ নিরগ্নি পঞ্চ মহাযজ্ঞের (পাঠ, হোম, অতিথিসৎকার, তর্পণ ও বলি) অনুষ্ঠান করিয়াই সর্ব্বপাপক্ষয় করিতে পারে। যেহেতু ঐ পঞ্চমহাযজ্ঞ পঞ্চসূনা [গৃহস্থের চুল্লী, পেষণী, উপস্কর (সূর্পাদি), কণ্ডনী (উদূখল) এবং জলকলস] পাতকের ক্ষয়েই উপক্ষীণ হইয়া থাকে এবং উহা নিজধর্মাচরণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

অন্য **আশঙ্কা**—'যোগবিত্তম-গণ সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ বলিয়া থাকেন, কেননা ইহা হইতে ধর্মামৃতের সহস্র ধারা বর্ষণ হয়।' এই প্রমাণে ধ্যান-পরিপাক-লক্ষণ সমাধিদ্বারা সর্বপাপক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকায় জীবগণ ধ্যানেরই অনুষ্ঠান করুক'। ইহার **নিরসন** করিতেছেন—ধ্যানেও হইবে না। জ্ঞাতব্য বিষয় এই—মনের পাঁচটী ভূমি (অবস্থাবিশেষ) আছে—(১) মূঢ়, (২) ক্ষিপ্ত, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র ও (৫) নিরোধ। (১) পাপসমূহ দ্বারা তমোগুণের প্রাবল্যে নিদ্রা ও প্রমাদাদি-গ্রস্ত মনই—'মূঢ়'। (২) রজোগুণের প্রবলতায় বাহ্যবিষয়াভিনিবেশ—'ক্ষিপ্ত'। এই দুই অবস্থায় ধ্যানাধিকারই হয় না। (৩) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদি দ্বারা পাপের ক্ষয়ে সত্ত্বপ্রাদুর্ভাব হইয়া তমোরজোগুণের পরাভব করিলে কখনও কখনও বিষয়-সমূহ হইতে মন পরাবৃত্ত হইয়া তত্ত্বাভিমুখী হয়—এই অবস্থা ক্ষিপ্ত হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে 'বিক্ষিপ্ত'ভূমি বলা হয়, এস্থলে ধারণায় অধিকার আসে। (৪) আবার ধারণাদ্বারা সমস্ত পাপের নিবৃত্তি হইলে মন যদি নিশ্চিত বা নিশ্চলরূপে তত্ত্বাভিমুখী হয়—তবে তাহাকে 'একাগ্র' বলা হয়—এ ভূমিতে ধ্যানের অধিকার জন্মে। (৫) তৎপরে ধ্যানের পরিপাকে মনের নিরোধ অবস্থাতেই 'সমাধি' হয়। কলিকলুষহতচিত্ত ব্যক্তিগণ যোগাঙ্গসকলও শিক্ষা করে নাই, সুতরাং এই যোগমার্গে তাহাদের পক্ষে অধিকার-পক্ষগত তৃতীয় ভূমিকাই অসম্ভব—কোথায় বা তাহাদের চতুর্থ ভূমিকায় ধ্যান আর পঞ্চমী ভূমিকার কথা ত মহাদুর্লভই বটে। সুতরাং কলিকালে ধ্যানও দুঃসাধ্যই হইল।

অন্যবিধ **প্রশ্ন**—উপনিষদের প্রমাণ-বিচারে জ্ঞান সুখসম্পাদনীয় হয়। 'এ পৃথিবীতে জ্ঞানের সমান পবিত্রতাবিধায়ক আর কিছুই নাই, জ্ঞানাগ্নি সর্ব (প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামি) কর্ম ভস্মসাৎ করে; সেই পরাৎপর হরিকে দর্শন করিলে সকল কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি বচনে জ্ঞানকে সর্বপাপক্ষয়ের হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। আবার 'আত্মবিৎ শোক হইতে ত্রাণ পায়, ব্রহ্মবিৎ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাক্যে সংসার-তারক পরমাত্মসুখ-প্রাপক বলিয়া জ্ঞানই সম্পাদন করা হউক। এই প্রশ্নের **উত্তর**—

জ্ঞানেও চলিবে না। তাৎপর্য্য এই—পূর্বে উপনিষদবাক্য-বিচারমাত্রেই জ্ঞানের সুসম্পাদনীয়ত্ব বলিতে কি (১) বাক্‌চাতুর্য্যমাত্র-সম্পাদক জ্ঞানই বিবক্ষিত? অথবা (২) অপরোক্ষ জ্ঞানই বাচ্য? প্রথম পক্ষ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া হইতেই পারে না। "কলিযুগে সকলেই শিশ্নোদর-পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মবিৎ হইবেনা, এই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানও করিবেনা।' অজ্ঞ ও অল্পবোধ যে ব্যক্তি 'আমি ব্রহ্ম' এই কথা বলে, সে এই বাক্যদ্বারাই মহানিরয়গামী হয়।" ইত্যাদি বচন দ্বারা বরং ঐ প্রকার জ্ঞান দোষাবহই হইতেছে। আর (২) দ্বিতীয় অপরোক্ষ জ্ঞান নিরাকরণ করিবার জন্য তাহার একটা বিশেষণ শব্দ দিতেছেন—অব্যয়। ঐ প্রকার অব্যয় অপরোক্ষ জ্ঞান স্বয়ং (প্রযত্ন ব্যতিরেকে) সম্পাদনীয় নহে, যেহেতু উপনিষদ্ বলেন 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বেদানুশাসন মানিয়াই সেই পরব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন—তজ্জন্য তাঁহারা যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা ভোগতৃষ্ণারাহিত্যের অনুষ্ঠান করেন; শান্ত, দান্ত তিতিক্ষু এবং সমাধিগ্রস্ত হইয়া আত্মাতেই (নিজের ভিতরেই) পরমাত্মার দর্শন করিতে হয়' ইত্যাদি। ইহাতে বুঝা যায় যে জ্ঞানের স্বয়ং প্রাদুর্ভাব হইতে হইলে সর্ববিধ সাধনের অপেক্ষা আছে। চতুষ্টয়-সাধন (নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, ঐহিক পারলৌকিক ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি-সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব)-সম্পন্ন ব্যক্তিরই বেদাদিশ্রবণে অধিকার আছে। অধিকারের অভাবে কেবল উৎসাহমূলক বাক্যে যদি কেহ প্রবৃত্তও হয়, তবে ['পাপকর্ম্মের ক্ষয়ে জীবের সম্যক্ জ্ঞান জন্মে' এই বাক্য-বলে] বলিতে হইবে যে যাহারা কল্মষহত-চিত্ত, তাহাদের অবাধিত (নিশ্চিত বা নিঃসন্দেহ) জ্ঞানোদয় হয় না। সুতরাং কলিকলুষহত জীব জ্ঞান-সাধনেও পার পাইবে না।

আবার **প্রশ্ন**—দানে কায়ক্লেশ, বুদ্ধি, কৌশল বা সাধনাদির কোনই অপেক্ষা নাই, বরঞ্চ পামরগণও অনায়াসে দান করিতে পারে—অতএব দানেই জীবোদ্ধার হয় বলিব। ইহার **উত্তরে** বলিতেছেন—না, দানেও হয় না। বিবেচ্য বিষয় এই—উদ্ধারকরূপে বাদিকর্ত্তৃক স্বীকৃত দান তামস, রাজস কি সাত্ত্বিক? প্রথম দুইটি ত হইবেই না, যেহেতু—'অদেশে, অকালে, অপাত্রে অসৎকৃত বা অবজ্ঞাত দানই তামস।' 'আর যাহা প্রত্যুপকারাশায় বা ফলকামনায় কষ্টের সহিত দেওয়া হয়—তাহাই রাজস দান।' এই শ্রীভগবদুক্ত লক্ষণে জানা যায় যে তামস ও রাজস দান যৎসামান্য যশঃপ্রভৃতি ক্ষুদ্র ফল-প্রাপক হইলেও তামস দানে কিন্তু পাপই জন্মায়। তৃতীয় দানকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন—সত্ত্বসংযুক্ত দান, ইত্যাদি। 'দিতে হইবে—এই বুদ্ধিতে অনুপকারী জনে সুদেশে সুকালে ও সুপাত্রে যে দান—তাহাই সাত্ত্বিক।' এইপ্রকার লক্ষণযুক্ত সাত্ত্বিক দান কলিকালে কল্মষহতচিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব, যেহেতু ফল বা প্রত্যুপকারাদির অপেক্ষাশূন্য হইয়া যথোক্ত সৎকারাদিকর্ম্মে তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে না। আর যদিও বা তাহারা সাত্ত্বিকদানে প্রবৃত্তই হয়, তথাপি দ্রব্যাদির শুদ্ধি এবং সৎপাত্রাদির অভাবে ফলতঃ সাত্ত্বিকদানই হইতে পারে না।

বাদির **আপত্তি** এই যে 'তোমার ব্যাখ্যামতে ন-কার সমুদয় তপস্যাদি

সাধন-সকলের প্রতিষেধক হয় নাই; কিন্তু ঐ তপশ্চর্য্যাদির দুষ্করত্বই বুঝাইতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে "অঞ্জনের কালক্রমে ক্ষয় এবং বল্মীকেরও ক্রমশঃ সঞ্চয় দেখিয়া সকল জীব নিত্যই দান ও অধ্যয়নাদি ক্রিয়া করিবে।" এই ন্যায়ানুসারে বলিব যে যথাশক্তি অত্যল্প পরিমাণেও প্রতিদিন অনুষ্ঠিত দানাধ্যয়নাদি দ্বারা উপলক্ষিত সর্ব্ববিধ সাধনসকল বহুকাল পরে সঞ্চিত হইয়া কলিজীবের সমুদ্ধার করিবেই।' এই আপত্তির **নিরসন**-কল্পে বলিতেছেন—কলিকালে জীবন দীর্ঘকালস্থায়ী নহে। চিন্তার বিষয় এই—যদিও শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রে কলিজীবের আয়ুঃ একশত বর্ষ স্বীকার করিয়া বাল্য, বার্দ্ধক্য ও নিশা প্রভৃতিতে আয়ুষ্কালের ব্যর্থতাদর্শনে অবশিষ্ট জীবনকে অল্পই বলা হইয়াছে, ঐ অল্পতা স্বীকার করিলেও কিন্তু বালক ও নীরোগ ব্যক্তির মরণ দেখিয়া বলা যায় যে একদিনেও একটিমাত্র শ্বাসেরও বিশ্বাস নাই। এই জন্যই উক্তম বলা হইয়াছে যে কলিজীবের আয়ুঃ অত্যল্প। ইহা ত উক্তই আছে—'অরে! ক্ষণে ক্ষণেই পরম মঙ্গলনিধান হরিনাম বল। এই নিঃশ্বাস ত বাহিরে গেল, উহা যে পুনরায় ফিরিবে, তাহার কি বিশ্বাস আছে?'

৩। বাদী বলিতেছেন—'এইভাবে যখন পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সাধনই নিষিদ্ধ হইল, তখন কলিহত জীবের পরিত্রাণই না হউক; তুমি ত ভক্তিসম্পত্তিতে পরিপূর্ণই আছ, তোমার আর ঐ চিন্তায় কি প্রয়োজন?' এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়াই তখন শতানন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি উপায়ে কলিযুগে জীবের নিস্তার হইতে পারে—তাহাই বলুন।' পূর্ব্বোক্ত তপঃ, যাগাদি অসম্ভাব্যমান বলিয়া অন্য কোন্ উপায়ে কলিযুগে কলুষহতজীবের নিস্তার হইবে—তাহাই বাচ্য। অভিপ্রায় এই—আমার নাম শতানন্দ, আমি আমার নিজেরই আনন্দে কেবল সন্তুষ্ট নহি, আর সর্ব্বজ্ঞ কৃপানিধি ভক্তানুগ্রহ-কাতর আপনার পক্ষেও দীনজনগণের উপেক্ষা সমুচিত নহে—অতএব বলিতেছি—একটা উপায় বলিয়া দিন। প্রহ্লাদ মহারাজও ত পরদুঃখকাতর হইয়া ভগবানের নিকট জীবজগতের কল্যাণই প্রার্থনা করিয়াছেন।

৪। এই প্রকারে ভক্তি-সম্পত্তিবান্ অসংখ্যজনানন্দদাতা শতানন্দ মহাপ্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরদাতার যোগ্যতা তাঁহার নামদ্বারাই সূচনা করিয়া শ্রীব্যাসদেব বলিলেন—শ্রীগৌতম ইত্যাদি। শ্রী=ভগবৎশোভা, তাহার গায়ক শ্রীগো অর্থাৎ বেদ, তাহাতেই উত অনুস্যূত হইয়াছে মা বুদ্ধি যাঁহার, তিনিই শ্রীগৌতম অর্থাৎ শব্দব্রহ্মাত্মকবেদবেত্তা। অথবা—শ্রী=লক্ষ্মীরূপা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার-কারিণী নিজ প্রকৃতি, তাঁহাতে অধিষ্ঠানরূপে, আধাররূপে বা স্বামিস্বরূপে গমন করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত করেন, যিনি—তিনি শ্রীগ। কিম্বা—শ্রী=নিজ আহ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা, রাসাদিতে তাঁহার নামগুণাদি-গায়ক সর্ব্বেশ্বর সচ্চিদানন্দতনু রসিকশিরোমণি শ্রীপুরুষোত্তমই শ্রীগ। তাঁহাতে অনুস্যূত হইয়াছে প্রমাত্মিকা বুদ্ধি যাঁহার—তিনিই (পরব্রহ্মনিষ্ঠ) শ্রীগৌতম। সেই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত আচার্য্যলক্ষণযুক্ত শ্রীগৌতম উত্তর করিতেছেন—হে পুত্র ইত্যাদি। আত্মজ বলিয়া পরমস্নেহের পাত্র, অতএব মহাগুহ্যতম বিষয়ও তাঁহার নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। 'পুন্নরক'

হইতে ত্রাণ করেন যিনি তিনিই পুত্র-শব্দ-বাচ্য, এস্থলে শতানন্দ কলিহত-জনগণকেও নরক হইতে ত্রাণ করিতে সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করা হইল। তুমি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ, যেহেতু অন্য সকল প্রকারের সাধন-সকল নিরাকরণ করিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণকথা লক্ষ্য করিয়াই কলিত্রাণ-বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছ। শ্রীভাগবত বলিতেছেন—'বাসুদেব-বিষয়ক কথার প্রশ্ন—বক্তা, প্রষ্টা ও শ্রোতৃবৃন্দকে পবিত্র করেন।' সুতরাং সকল লোকের নরকত্রাণের হেতু বলিয়া প্রশ্নের উত্তমত্ব, প্রষ্টারও নরকত্রাতৃত্ব। জিজ্ঞাসার বিষয় কি তাহাই বলিতেছেন—গুহ্য হইতেও গুহ্যতম। নিষ্কাম কাম-মার্গ গুহ্য—কর্ম হইলেও ইহাতে সংসারবন্ধন নাই, বিবিদিষা (জানিবার আগ্রহ)-শ্রুতিদ্বারাই একমাত্র গম্য, এবং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা প্রবল জ্ঞান ও ভক্তির অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্ররহস্য বলিয়া ইহাকে গুহ্য বলা যায়। এই নিষ্কাম কর্মই ঈশ্বরে অর্পিত হইলে গুহ্য হইতেও গুহ্য হয়। নিষ্কাম কর্ম অসহায় বলিয়া নানা বিঘ্নাভিভবের শঙ্কা থাকে, কিন্তু ঈশ্বরার্পিত কর্ম মহাবলবান্ সহায়-প্রাপ্তিতে সর্ববিঘ্ন-নাশন এবং অসম্পূর্ণ হইলেও যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠানেই মহা মহা বিপদ হইতে রক্ষা করে বলিয়া ইহাকে গুহ্যাৎগুহ্য বলা হয়। ইহা হইতেও গুহ্যাৎ গুহ্যতর হইতেছে—জ্ঞান, যেহেতু কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয় এবং এই প্রকার জ্ঞানই তৎস্বরূপনিষ্ঠ বা তৎস্বরূপের অববোধক। এই প্রকার জ্ঞান হইতেও আবার গুহ্যাৎ গুহ্যতম—ভক্তি-মার্গ—যেহেতু ইহা অনায়াসকর, সূর্য্যমন্দিরে দর্পণস্থ আদিত্যের দীপ্তিতে প্রকাশদ্বৈগুণ্যবৎ অনাবৃত (কর্ম-জ্ঞানাদিরহিত) বলিয়া স্বতঃপ্রকাশ, প্রেমাকারবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত ও নানাবিধ লীলাতরঙ্গে উল্লসিত হইয়া বহুগুণসম্পন্ন সর্বসাধনের ফলস্বরূপে স্বরূপানন্দ-প্রাপক।

জ্ঞানমার্গাবলম্বী সাধকদিগের অধিকতর ক্লেশ হয়, কিন্তু ভক্তিমান্দের কোনই ভয় নাই, কিছুই ক্লেশ নাই, অপার সংসার-সমুদ্র হইতে ভক্তদিগকে ভগবান্ বৎসপদবৎ অতি সুখে ত্রাণ করেন, তুলসীদল ও একবিন্দু জলমাত্রেই তিনি ভক্তের নিকটে নিজকে বিক্রয় করেন—তিনি নিত্যমুক্ত, অপরাজেয় এবং স্বতন্ত্র হইলেও কিন্তু ভক্তের জন্য বদ্ধত্ব, বশ্যত্ব ও পরতন্ত্রত্ব স্বীকার করেন। কাজেই ভক্তিমার্গই পরম অদ্ভুত; সেই কথাই সাবধানে আমার মুখে শ্রবণ কর।

৫। ভবিষ্যদাখ্যান বলিতেছেন—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠনগরে গিয়া করুণাময়-বিগ্রহ শ্রীলোকনাথকে এই গুহ্যতম বাক্য বলিয়াছেন। ব্রহ্মা শব্দে প্রজাপতি-পতিই বাচ্য, যেহেতু ইনি লোকপিতামহ—সর্বলোকের জনক (নির্মাতা) বলিয়া লোকপিতা শব্দে মরীচ্যাদিই বাচ্য, ইঁহাদেরও পিতা যিনি—তিনিই লোকপিতামহ। নিজনিজ প্রজাগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সহিত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত প্রলয়ানভিভূত ভগবদ্ধাম যে বিকুণ্ঠ তাঁহার স্বামী বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ বিষ্ণু, তাঁহার নগরে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্বোপরি বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারেন না বলিয়া এখানে বৈকুণ্ঠ নগর বলিতে শ্বেতদ্বীপই বুঝিতে হইবে। লক্ষ্মীপতি এবং বৈকুণ্ঠলোকের

যা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়াও করুণাহেতু ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেও যিনি চিদানন্দবিগ্রহ-ধারণে আবির্ভূত হইয়া থাকেন—তাঁহারই সমীপে উপনীত হইলেন।

৬। শতানন্দ ভবিষ্যৎ কথার উপদেশ দ্বারা শ্রীগুরু গৌতমের করুণাতিরেক দর্শন করিয়া উৎসাহের সহিত পুনরায় প্রশ্নবিভাগ করিয়া বলিতেছেন—হে তাত! (সর্বজ্ঞত্ব-হেতু ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া) হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মাকর্তৃক শ্রীপুরুষোত্তম কি প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন? যদিও শতানন্দ নিজে সর্বজ্ঞই ছিলেন, তথাপি লোকোপকার-নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্তৃক প্রশ্নের প্রকার-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বিতীয়তঃ—শ্বেতদ্বীপে ভগবৎ সমীপে বহু আয়াসস্বীকারে গমন করিয়া এই প্রশ্ন করিবারই কি কারণ—তাহাই সবিস্তারে বলুন। অভিপ্রায় এই—"যে যে ব্যক্তি যে যে ভাবে দেবগণকে ভজন করেন—ঠিক ঠিক সেই ভাবেই সেই সেই কর্ম-সহায়ক, সাধু ও দীনবৎসল দেবগণ তাঁহাদিগকে ছায়ার ন্যায় অনুগত হইয়া ভজন করেন"—এই বচনানুসারে তৎকালে অনুৎপন্ন কলিজনগণের ভজন-রাহিত্যে দেবগণেরও করুণার অসম্ভব হইতেছে, কাজেই পরমভাগবৎ বলিয়া ব্রহ্মার প্রশ্নের কারণ করুণাই কি? অথবা—অন্য কিছু আছে—তাহাই বলুন।

৭। প্রস্তাবসহ প্রশ্ন-কারণ বলিতেছেন—হে পুত্র! শ্রবণ কর। পাপবাহুল্যবশতঃ কল্মষ-নামক কলিযুগে সকল জীবই প্রযত্ন করত পাপানুরাগে রত অর্থাৎ পাপ ত্যাগ করিতে অসমর্থ, চণ্ড (বহুক্রোধী) এবং মিথ্যাবিবাদী অর্থাৎ তত্ত্ববিনিশ্চয়ে অক্ষম হইয়া ব্যর্থ বিরুদ্ধ জল্পবিতণ্ডাদি করিয়া ব্রহ্মরাক্ষস হয়।

৮। তাহারা বেদপাঠ, গুরুসেবা, বিহিত ব্রতাদির অননুষ্ঠানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-ধর্ম্মশূন্য হইবে। দেবতা ও অতিথি প্রভৃতির বঞ্চনা করতঃ গৃহস্থাদি-ধর্ম্মশূন্য অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং দানাদির অনুষ্ঠানে বিমুখ হইবে। নিষিদ্ধ কর্ম্মে ও তাহাদের যথেষ্ট প্রবৃত্তি থাকিবে—অধর্মে পরধন হরণ করিতে তাহাদের ইচ্ছা হইবে, নিজ ভার্য্যা ব্যতীত পরস্ত্রী বা অগম্যা স্ত্রীতে গমনাদি করিবে; অর্থ ও কাম হইতে সর্বদোষের উদয় হয় বলিয়া 'অর্থলিপসা ও পরদার গমন' বলিতে এস্থলে সর্ববিধ দোষেরই গ্রহণ হইল—বুঝিতে হইবে।

৯। ভূমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ধরণী এইরূপে ভবিষ্যৎ পাপ-প্রবৃদ্ধি দেখিয়া ভাবীচিন্তায় বিহ্বলাশয়া ও সমুদ্বিগ্না হইলেন, কারুণ্য উৎপাদনের জন্য তিনি ধেনুরূপ ধারণ করিয়া খিন্না, নিরুৎসাহা এবং বিকৃতমুখী হইয়াছিলেন।

১০। পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে ধরণী মেরুবর্ত্তী ব্রহ্মসভায় গমন করত গদ্‌গদবাক্যে স্বানন্দদান-সমর্থ ব্রহ্মাকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—(১১) কলির প্রথম সন্ধ্যায় কাহারও কাহারও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি থাকিলেও কিন্তু 'ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন এবং ইহাদের সংসর্গী এই পঞ্চ মহাপাতক'—এই বচনানুসারে সংসর্গকারিরও মহাপাতক হয় উক্ত থাকায় কলিযুগে পাতক-সংসর্গ দুষ্পরিহার্য্য বিধায় বলিতেছি যে কলির সকল জীবই কলিজাত-মলে (সংসর্গাদি দ্বারা) কবলীকৃত; প্রায়শঃ কিন্তু নিজেরাই পাপিষ্ঠ।

তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তির হেতু হইল—লোভতৎপরতা। পাপ-প্রবৃত্তির সীমা হইল—মহাপাতকসংযুক্ততা এবং ধর্ম্মারাধ্য দেবগণের ও ধর্ম্মোপদেষ্টা দ্বিজগণের বিশেষ নিন্দাকারী। কাজেই সৎপ্রবৃত্তির সম্ভাবনাও ইহাদিগের নাই।

১২। তাহাদের পাদ-প্রহারভয়ে আমার তনু— লোকাধারভূতা ভূমি কম্পিত হইতেছে—অতএব পৃথিবীতে লোক-পরিত্রাণ কি উপায়ে হইতে পারে—ইহার চিন্তা করিয়া (১৩) হে দেবেশ ব্রহ্মন! আপনি তাহাই করুন যাহাতে সর্বলোকত্রাণকারি-কর্ত্তৃক আমার ভারভয়-নিবৃত্তির সহিত শান্তিও হয়। এই বলিয়া ধরণী অসুর-ভাবাপন্ন জনগণের সম্ভাবনা করিয়া বিকলা ও অধোমুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৪। অনন্তর নিজপ্রজাগণের দুঃখ-সম্ভাবনায় উদ্ভূত করুণায় ব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জনোদ্ধারক দেবগণাধীশ বিষ্ণুকেই চিন্তা করিতে করিতে বৈকুণ্ঠ নগর শ্বেতদ্বীপে গিয়া পূর্বচিন্তিত পুরুষোত্তমকে স্তব করত বলিলেন—

১৫। [স্তুতি বলিতেছেন—] হে কৃষ্ণ নিত্যানন্দবিগ্রহ! শরণাগত জনগণের ক্লেশ-নাশন! তোমার জয় হউক অর্থাৎ কলিকলুষরাশি নাশ কর; তুমি জগন্নাথ, সর্বস্বামিরূপে বর্ত্তমান আছ বলিয়া সকলেরই উদ্ধার তোমাকেই করিতে হইবে। তুমি বৈকুণ্ঠ-নায়ক, আর আমরা বৈকুণ্ঠকিঙ্কর, তুমি বৈকুণ্ঠের নায়করূপে সর্বস্বামী, অতএব তোমার জয় হউক। তুমি দেব অর্থাৎ দ্যোতমান চিদ্রূপ, তুমি প্রযত্ন ব্যতিরেকেই জগদুদ্ধরণ ক্রীড়া করিয়া জয়শীল হও। তুমি করুণাসাগর অতএব করুণাবশে আর বিলম্ব করিও না। তুমি সর্বেশ্বরী লক্ষ্মীরও পতি এবং সর্বসাধনে প্রভু (সমর্থ)।

১৬। তুমি নীলপদ্মবৎ শ্যামলবর্ণ (এবং মৃদু ও সুগন্ধি)। নীলমেঘের ন্যায় তুমি সকলের জীবনপ্রদ; অসংখ্য কামের সৌন্দর্য্য তোমাতে বিদ্যমান আছে; তুমি শ্রীবৎস (দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলিরূপ অসাধারণ চিহ্ন)-লাঞ্ছন। তোমার জয় হউক। (১৭) তুমি পীতাম্বরধারী, কৌস্তুভভূষণ, পদ্মপলাশনয়ন, পদ্মাসন ও সর্বসমর্থ। তোমার জয় হউক। (১৮) পদ্মের ন্যায় সুকোমল, সুমৃদুল, সুগন্ধিত ও সুস্নিগ্ধ তোমার পদযুগল। তিলপুষ্পের ন্যায় সুন্দর নাসিকা তোমার। সর্বজন তোমাকে যাচ্ঞা করে বলিয়া তুমি—নাথ। জগৎসমূহের বন্ধু সহায়ক তুমি। তুমি গরুড়বাহন, তোমার জয়। (১৯) তুমি চতুর্ভুজ এবং চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খধারী। শ্রী এবং ভূশক্তি তোমার চরণকমল সেবা করেন—তোমার জয় হউক।

২০। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত-দুঃখকর্ষণ এবং স্বভাবতঃই করুণানিধি, তথাপি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইভাবে স্তুত হইয়াই কৃপায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন ব্রহ্মরুদ্রাদিরও অধীশ্বর সেই প্রভু ব্রহ্মাকে বলিলেন—(২১) "হে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি! ব্যাপার কি বল দেখি? তোমাদের জন্য আমি কি করিতে পারি, তাহাও বল ত।" এই বাক্য-শ্রবণে ব্রহ্মা শ্রীগদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—

(২২) "কলিকালে সকল লোকই পাপরত এবং বেদপাঠাদি বিধিরহিত হইবে। দ্বিজগণ শূদ্রবৃত্তির অবলম্বন করিবে এবং শূদ্রগণ দ্বিজগণকে দ্বেষ করিবে। (২৩) গুণতঃ দ্বিজগণ হইতে নীচ হইলেও অনচ্যুত-গোত্র শূদ্রগণ

মন্ত্রপ্রদানকারী অর্থাৎ গুরু হইবে। ধর্ম্মতঃ কিম্বা অধর্ম্মতঃ শিশ্নোদর-ভোগের জন্য ব্রাহ্মণগণ স্ত্রী, অন্ন এবং ধনাদির জন্য অন্বেষণপরায়ণ এবং সূত্রমাত্র চিহ্ন ধারণ করিয়াই বিপ্রত্বের পরিচয় দিবেন। (২৪) সকল লোক বহু আহার-কারী, পাপ-প্রভাবে খর্ব্বকায়, অলস ও শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানহীন বলিয়া মন্দ বুদ্ধি। ইহারা পরদ্রব্যাভিলাষী এবং সর্বদোষাকররূপে তোমাতে বিমুখ হইবে। (২৫) বেদের অপ্রামাণ্যবাদী নাস্তিকগণের আনুগত্যে তাহাদের ধর্ম্মে প্রীতিমান্ হইয়া ইহারা সকলেই পাষণ্ডী ম্লেচ্ছাদির ন্যায় অগম্যাগমনাদি-তৎপর হইবে। কামে বা অশ্রদ্ধায় ইহারা সকল ধর্ম্মই ত্যাগ করিবে এবং দেবদ্বিজাদির নিন্দাকারী হইবে। (২৬) এই ভবিষ্যৎ জনগণের ভার চিন্তা করিয়া তোমার চরণকমলসেবিকা ধরণী 'পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছে—অতএব যাহাতে পৃথিবীতে লোক-পরিত্রাণ হয়, হে জগন্নাথ! হে দীনদুর্গতি-নাশন! আপনাকে তাহাই করিতে হইবে।"

(২৭) শ্রীগৌতম বলিলেন—এইরূপে অবিতর্ক্যৈশ্বর্য্য প্রভু বিষ্ণু সর্বান্তর্য্যামী হইলেও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে নিবেদিত হইয়া দেবগণকে গুহ্য হইতেও গুহ্যতম বাক্য বলিলেন—(২৮) হে দেবগণ! তোমরা কলির প্রারম্ভে পৃথিবীতে ভক্তরূপে জন্মধারণ কর। যদি আশঙ্কা হয় যে ভগবান্ ব্যতীত দেবগণ আমরা কি করিতে পারিব—তাহার সমাধান-কল্পে বলিতেছেন—তোমরা সংকীর্ত্তনারম্ভ করিলে আমিও শচীসুত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। অভিপ্রায় এই যে—**সংকীর্ত্তনই আমার আবির্ভাবের কারণ।** (২৯) যুগভেদে নিজতোষের কারণ বলিতে বলিতে কলিযুগে কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য বলিতেছেন—সত্যযুগে জপধ্যানে, ত্রেতায় হোমকর্ম্মে, দ্বাপরে পূজাদিদ্বারা এবং কলিযুগে সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা আমার প্রীতি হয়। মূলের 'অপি' শব্দ দ্বারা পূজাদিরও আবশ্যকতা বুঝাইতেছে, কলিতে কীর্ত্তন-প্রাধান্য বলিয়া সাক্ষাৎভাবে কীর্ত্তনেরই নির্দ্দেশ হইল।

৩০। ভগবানের মুখে কীর্ত্তনেরই প্রধানতঃ কলি-তারকত্ব শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা তখন কীর্ত্তন-স্বরূপ এবং তাহাতে ভগবৎপ্রীতি-স্বরূপ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন—'হে করুণাসিন্ধো! কীর্ত্তনের স্বরূপ কি এবং তাহাতে ভগবান্ আপনার কিরূপ পরমা প্রীতি হয়—তাহাও বলুন।'

(৩১) ভগবান্ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নিবেদিত হইয়া **কীর্ত্তন-স্বরূপ** বলিতেছেন—'হে ব্রহ্মন্! অতঃপর আমি সারাৎসাররূপ সংকীর্ত্তন-প্রসঙ্গ বলিতেছি—তুমি সমাহিতমনে শ্রবণ কর। (৩২) মৃদঙ্গ ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে এক হস্ত দ্বারা উন্নীত একতালী-প্রতিম তালাদি দ্বারা—ষড়্‌জ, ঋষভাদি স্বরে এবং গানার্থানুসারে নেত্রমুখ ও হস্তাদির চেষ্টাবিশেষে যে রাগরঙ্গময় গীতোচ্চারণ—যাহাতে পাঁচ দশজনে মিলিত হইয়া স্বর (ধ্বনি) করে—তাহাকেই **সংকীর্ত্তন** বলে। (৩৩) সংকীর্ত্তনে গান ও স্বরের আধারস্বরূপ শব্দের উপদেশ করিতেছেন—ভক্তমুখে 'তে' এই শব্দের উচ্চারণে 'ত্বৎ'শব্দের অভিধেয় ভগবানের শক্তিস্বরূপ রাধাকে বুঝায়। 'না' শব্দ নৃশব্দের প্রথমার একবচন, ইহা পুরুষ-বোধক, কাজেই এই 'না' শব্দ দ্বারা রাধাপতি পুরুষোত্তমকেই বুঝায়।

সুতরাং 'তেনা' এই শব্দ শ্রবণমাত্রেই যথাযথভাবে আমি দ্রবিতচিত্ত হইয়া থাকি। (৩৪) সংকীর্ত্তনের স্বরূপ এবং তাহাতে নিজের প্রীতিকরত্ব বলিয়া নিজাবির্ভাবের প্রসঙ্গ করিতেছেন—'হে ব্রহ্মন্! যুগে যুগে যেমন আমার সহস্র সহস্র অবতার অতীত হইয়াছে, সেইরূপেই আমি ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় করুণা-বশবর্ত্তী হইয়া অবতার গ্রহণ করিব।' (৩৫) পূর্ব পূর্ব অবতার গণের চরিত্র সংক্ষেপে বলিতেছেন—বাণমার্গে অর্থাৎ বাণযোজনায় রিপুদের বিনাশ ও বেদমার্গে অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগে ভক্তদের ত্রাণ করিয়া পৃথিবীতে নিজযশঃ খ্যাপিত করা হইয়াছে।

৩৬। কলিযুগাবতারী স্বয়ং ভগবানের কৃত্য বলিতেছেন—পাপাত্মক কলিযুগে যাঁহারা শ্রুতিজ্ঞানরূপ-দৃষ্টি-সম্পন্ন নহেন এবং লব্ধজ্ঞান হইয়াও যাঁহারা বিষয়ানুরক্তিপ্রভৃতি বশতঃ পরিভূতজ্ঞান হইয়াছেন—তাঁহাদের সকলেরই তমোবিনাশকর এই আমা-কর্তৃক উদিত আমার স্বরূপ-পরিচায়ক শ্লোকাত্মক সূর্য্য উদিত হইবে। আমার চক্ষু হইতে উদিত সূর্য্যের ন্যায় আমার মুখ হইতে এই শ্লোক উদিত হইবে।

৩৭। পদ্যটি বলিতেছেন—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

এস্থলে 'হরি' শব্দ দ্বারা ভক্তদের সর্ববিধ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট-প্রতিবন্ধক দোষনাশকত্ব এবং মনোহরত্ব বুঝায়। 'কৃষ্ণ' শব্দে শ্যামসুন্দর ভগবানের সদানন্দাত্মকত্ব এবং 'রাম' শব্দে স্ববাৎসল্যাদিভাবদ্বারা ভগবৎসংযোগ-ইচ্ছাকারী যোগিদের রমণাধারত্ব বুঝাইতেছে। সম্বোধন পদসমূহ—তাঁহার আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষায় এবং পুনরুক্তি—প্রেমবশতঃই বুঝিতে হইবে।

৩৮। অধিকারিভেদে ঐ পদ্য উচ্চারণ-বিভাগ এবং তৎফল দেখাইতেছেন—"যিনি 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় একবার উচ্চারণ করিবেন—তিনি মোক্ষলাভের (স্বরূপ-জাগরণে) বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন"। অজ্ঞাত এবং অত্যল্প নামাপরাধে বারদ্বয়, অজ্ঞাত-স্বল্পাপরাধে বারত্রয় এবং অজ্ঞাত বহু নামাপরাধে যথাশক্তি নাম উচ্চারণ করিবে। জ্ঞানপূর্বক (নাম) বলে নামাপরাধাচরণে কিন্তু যাবজ্জীবন নামোচ্চারণ করিতে হইবে। এই নামোচ্চারণ করিলে যখন চণ্ডালও নিশ্চয়ই আমার ভক্ত হয়—অন্যের কথা কি আর বলিতে হইবে? শ্রীমদ্ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'অহো! যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার প্রীতিকর নাম নৃত্য করিতেছে—সে চণ্ডাল হইলেও মহাগরীয়ান্; যাঁহারা নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই সর্বতপস্যা, সর্বতীর্থে স্নান, সর্ববেদাধ্যয়নাদি যাবতীয় সৎকর্ম্ম (না করিয়াও) করিয়াছেনই।' যাবজ্জীবন বলিতে সুষুপ্তি ব্যতীত আমরণ কালই বুঝিবে, কেন না সুষুপ্তিতে জীবভাব থাকে না বলিয়া তখন নামোচ্চারণ সম্ভবপর নহে। এ কথা বলিতে পারা যায় না যে অশুদ্ধিকালে শাস্ত্রীয়কর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ বলিয়া নামোচ্চারণও যাবজ্জীবন সম্ভবপর নহে। কারণ 'শ্রীহরির নাম সদা সর্বত্র কীর্ত্তন করিবে, ঐ নামকীর্ত্তনে অশৌচাদির গণনা করিবে না, যেহেতু নামই পবিত্রতাজনক।' 'অপবিত্র বা পবিত্রই হউক, সকল অবস্থাতেই যিনি শ্রীহরির স্মরণ করেন—তিনিই বাহ্য

ও আন্তর শুচি হইয়াছেন।' ইত্যাদি বচনে শ্রীহরিস্মরণে অশুদ্ধতার সম্ভাবনাই থাকে না। নামাপরাধ সকলের কথা বৈষ্ণবস্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে সংগৃহীত আছে।

৩৯। ব্যতিরেকে ভক্তিমাহাত্ম্য দৃঢ় করিবার জন্য অভক্তদের স্বরূপাপ্রাপ্তি বলিতেছেন—যাহারা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সর্ববেদবিৎ ও পুরাণাগমাদির পারগমনকর্ত্তা, তাহারাও যদি আমার ভক্তের ভক্ত না হয়, তবে বেদাদির রহস্যের অজ্ঞানতায় তাহাদের মাহাত্ম্য অনবগত হওয়ার দরুণ প্রভুর নিকট হইতে নিবারিত হইয়া দূরেই থাকে।

৪০। এক্ষণে ভক্তভক্তদের অতিপ্রিয়ত্ব বলিতেছেন—অতিশয় দুরাচার হইলেও (কর্ম্মদ্বারা নীচতা প্রাপ্ত হইলেও) পুক্কশ বা শ্বপচ জাতিতে জন্ম হইয়া অতি নীচ হইলেও যদি আমার ভক্তের অনুরাগ পূর্ব্বক সেবায় নিযুক্ত থাকে, তবে সে ব্যক্তি আমার কৌস্তভবৎ নিত্য কণ্ঠসংলগ্ন থাকে।

৪১। ভক্তগণ আত্মা হইতেও অতিপ্রিয় বলিয়া আমিও ভক্তরূপ ধারণে ভক্তগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করত মদেকাশ্রয় ভক্তদিগকে ঘোর দুঃখাত্মক সংসাররূপ দুর্লঙ্ঘ্য সাগর হইতে উদ্ধার করিব। সংসার হইতে বাহির করিয়া ঊর্দ্ধ নিজধামে প্রেরণ করিব।

৪২। ভক্তদের বাহ্যচিহ্নাদি বলিতেছেন—ললাটে সান্তরাল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, কণ্ঠে শ্রীতুলসীমাল্য, বাহুমূলে শঙ্খচক্র-মুদ্রা এবং পরিধানে কৌপীন। (৪৩) এক্ষণে আন্তর মুখ্য চিহ্নাদি বলিতেছেন—তাঁহারা আমার ভক্ত, আমার প্রতি সাতিশয় প্রীতিমান্ হইয়া অন্যত্র বিগতরাগ হইয়াছেন। এইরূপে বাহ্য ও আভ্যন্তর দ্বিবিধ লক্ষণযুক্ত ভাগবতোত্তমগণ নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কলিজীবোদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন।

৪৪। ভক্তগণ-মধ্যে নিজ প্রাদুর্ভাব-স্থান বলিতেছেন—গঙ্গাতীরে বিদ্যমান যে নবদ্বীপনামক জনালয় সেই জনপদে ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ হইব; অথবা সুরনদীতীরে যে নবদ্বীপাখ্য জনালয় আছে, সেই গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে অবতরণ করত ভক্তগণকে প্রাপ্তি করিব অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইব।

৪৫। নিজ প্রাদুর্ভাবের প্রয়োজন বিশদভাবে বলিতেছেন—প্রেম-লক্ষণা ভক্তিতে যোগ করে যাহা—তাহাই ভক্তিযোগ অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি। তাহাই প্রকৃষ্টরূপে দান করিতে এবং ঐ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিতে প্রবৃত্ত লোককে অনুগ্রহ অর্থাৎ সাধ্যপ্রেমসুখ প্রদান করিতে সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করতঃ আমি কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিব। (৪৬) আবির্ভূত হইয়া ভক্তিযোগ প্রদানের প্রকার বলিতেছেন—আনন্দাশ্রুধারায় সিক্তাঙ্গও ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চাবলিভূষিত হইয়া [নিজের দেহে ভক্তিচিহ্নাদি আবিষ্কার করত সকলকে দেখাইয়া] হরিকীর্ত্তনতৎপর হইব এবং তাহাতেই ভক্তিযোগ প্রদান করিব অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে রোমহর্ষাদি-সম্বলিত হরিকীর্ত্তন প্রচার করিব। (৪৭) ঐ প্রকার কীর্ত্তনেই সর্বলোকের নিস্তার বা মোক্ষ হইবে। যদি প্রশ্ন হয় যে 'ঐ কীর্ত্তনেই' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইল কেন? অন্যান্য বৈদিকধর্ম্মাচরণাদি দ্বারাও কলি-নিস্তার হউক; তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আমার নাম স্মরণ ব্যতীত কলিকালে কোনও বৈদিক কার্য্যই সাধ্যমান নহে। (৪৮) নিজকর্ত্তব্য বলিয়া

নিজের সহবাস জন্য দেবগণকে লোভ দেখাইয়া বলিতেছেন—আমার ভক্তগণ যেস্থলে কীর্ত্তন করে, সেস্থানে আমি নিশ্চয়ই অবস্থান করি। অতএব তোমরা স্বয়ং (অংশে নহে) পৃথিবীতে ভরতখণ্ডে ভক্তরূপে জন্মধারণ কর। (৪৯) যাহাতে সংকীর্ত্তন দ্বারা লোকনিস্তার হয়, আমার আজ্ঞায় তাহাই তোমরা করিবে। তৎপরে আমিই দ্বিজরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ধরাকে নির্ভর করিব।

৫০। অন্যান্য অবতারগণের প্রসঙ্গ করিতেছেন—শীঘ্রই আমার প্রাদুর্ভাবোৎসাহে উৎসাহান্বিতা হইয়া সেই নবদ্বীপমণ্ডলেই আমাকর্ত্তৃক আত্মসাৎকৃত ব্রজগোপাদিরূপে উপলক্ষিত মদনুরাগিজনগণের মধ্যে যিনি শান্তা অর্থাৎ সাত্ত্বিকী আমার সংসার-সহায়িনী মদেকপরা কমলালয়া—যিনি আমার মুখে, করে ও চরণাদিতে উপমানরূপে বিরাজিত কমলসমূহ দেখিয়া পদ্মবনেই বাস-স্বীকার করিয়াছেন—যাঁহাকে লোকে লক্ষ্মী বলিয়াই জানে—তিনি **'গদাধর'** নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবেন। 'গদ্'ধাতুর অর্থ ব্যক্ত বাক্য উচ্চারণ করা। প্রেমভরে উচ্চকণ্ঠে আমার নামকীর্ত্তন করিয়া করিয়া যাঁহার বাক্য সফল হইয়াছে—তাঁহারই সার্থক নাম গদাধর। ভগবৎনামগুণগানেই যে বাক্যের সার্থকতা হয়—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। নিরন্তর আমার ধ্যান করিতে করিতে ভৃঙ্গীকীটন্যায়ে আমার আকার প্রাপ্তি করিয়া লক্ষ্মী স্ত্রী-জাতি হইলেও গদাধরস্বরূপে পুরুষদেহ অঙ্গীকার করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

৫১। ব্রজলক্ষ্মীর অবতার বর্ণনা করিয়া এক্ষণে শেষাবতার-প্রসঙ্গ করিতেছেন—আমারই অংশ (স্বরূপ) বলরামও আমারই অনুগমন করিবেন। তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ সংজ্ঞা—'নিত্যানন্দ' বলিয়াই খ্যাত। আমার অংশ বলিয়া নিত্য নিরতিশয় মদনুরাগভরে নিত্য অর্থাৎ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ যাঁহার—তিনিই নিত্যানন্দ। ঐহিক পারলৌকিক সুখত্যাগ করত ঐ ঐ সাধনে বিরত হইয়া মদ্ভক্তরূপে নৈষ্কর্ম্য-জ্ঞাননিরত পরমহংসদিগেরও শিরোভূষণ-রূপে তিনি বিরাজ করিবেন।

৫২। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভবিষ্যৎ চরিত্র বলিতেছেন—সেই নিত্যানন্দ আবার আশ্রমাচাররহিত অবধূত-বেশ অঙ্গীকার করিয়া নিজাচরণ দ্বারা নিবৃত্তি-মার্গীয়লোকগণকে শাস্ত্রোক্ত ভক্তিমার্গ প্রদর্শন করাইবার জন্য বহুবিধ ভাগবত ধর্ম্মের শিক্ষা দান করিবেন। অনন্তর (৫৩) প্রবৃত্তিমার্গের আশ্রয়ে নরক-স্বরূপ সংসারে পতিষ্যমান জনদের উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় তিনিই আবার গৃহীদের আশ্রম যদ্রূপ হওয়া উচিৎ, সেইরূপ ভাব-স্বীকারে জাহ্নবী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইবেন। জাহ্নবী—রেবতীর অবতার প্রথমা পত্নী। 'আদি' শব্দ দ্বারা বারুণীর অবতার-স্বরূপা বসুধা নামে দ্বিতীয়া পত্নী, বীরভদ্র নামক পুত্র এবং অন্যান্য নিত্যানন্দ-সম্বন্ধিগণের গ্রহণ হইল। ইঁহাদের সহিত নিত্যানন্দ নিজের অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য শক্তির সাহায্যে কেবল নিজকে দেখাইবেন মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গী হইবেন না অর্থাৎ আসক্তিযুক্ত হইবেন না। সন্ন্যাসী, অবধূত বা গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিলেও ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের স্বতন্ত্রাচারণে কোনই দোষ হয় না, যেহেতু স্বতঃপ্রমাণ-

স্বরূপ শ্রুতির অসদ্ভাব হইলেও অর্থাৎ তদীয় আচরণ বাহ্য দৃষ্টিতে শাস্ত্রসম্মত না হইলেও কিন্তু তাঁহার সর্বজ্ঞতাশক্তি আছে বলিয়া তিনি প্রমাণ-সহ আচরণই করিয়াছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্রও বেদবিরুদ্ধ আচরণ করেন নাই—বুঝিতে হইবে। [এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য থাকিলে শ্রীভাগবত ১০।৩৩-৩৩।৩৩ শ্লোক এবং তত্রত্য টীকাদি দ্রষ্টব্য।]

৫৪। বাসুদেব ও সংকর্ষণের ব্যূহদ্বয় নিরূপণ করিয়া এক্ষণে প্রদ্যুম্নব্যূহের আবির্ভাব বলিতেছেন—লোকপ্রজন কামের অধিষ্ঠাতা আমার ব্যূহ প্রদ্যুম্ন আমার নিকট হইতে গিয়া '**ধ্রুবানন্দ**' এই সংজ্ঞালাভ করিবে। ধ্রুব (নিত্য) ভগবৎস্বরূপের উল্লাসাত্মক আনন্দ যাঁহার—এই ব্যুৎপত্তি-অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে লৌকিক ও দৈব কামসুখ অধ্রুব (অনিত্য); এই জাতীয় কাম-সুখ নিরাকরণ জন্যই 'ধ্রুব'—এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রদ্যুম্নব্যূহ সংকর্ষণ-ব্যূহেরই অন্তর্গত বলিয়া জাহ্নবীনামক সংকর্ষণাবতারের শক্তির শিষ্যতা অর্থাৎ তাঁহার আনুকূল্য লাভ করিয়া আমার কীর্ত্তনানুরাগাদির উপদেশ দিয়া লোক-গণকে-নিস্তার করিবেন।

৫৫। ভগবান্ **অনিরুদ্ধকে** তাহারই নিয়ম্য নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মার সহিত অভেদে কল্পনা করিয়া অবতার-প্রসঙ্গ করিতেছেন—'এই গোকুলে যে কোনও বনে যে কোনও জীবের চরণরেণু-প্রাপ্তির উপযুক্ত অতি নীচ জন্ম লাভ করাই আমার মহাভাগ্যের পরিচায়ক।' ইত্যাদি বাক্যে যিনি ভক্তরজোযোগ্য দেহ প্রার্থনা করিয়া তাহাই লাভ করিয়াছেন এবং ব্রজবাসিগণের রজোভিষেকে ভক্তজন্মযোগ্যতা প্রাপ্তি করিয়া বিবিধ মহত্ত্বযুক্ত উত্তম বর্ণাদিতে মহত্ত্ব-সংমিশ্রণ-বশতঃ ভক্তিমাহাত্ম্যের যথাযথ স্ফুরণ হইতে নাও পারে—এই আশঙ্কায় এবং ভক্তগণ ভক্তিসংগ্রহেই আগ্রহবান্ হয়েন, কিন্তু উত্তম যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে তাঁহাদের আগ্রহ থাকে না দেখিয়া নীচ যবনতনু ধারণ করত সর্বদেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাও লোকশিক্ষা দানে তৎপর হইবেন। যবন, খস্, পুক্কশ, চণ্ডালাদিরও ভগবন্নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারা জগৎপূজ্যতা হয়, পাবনত্ব হয়—এই কথা শ্রুতি ও পুরাণাদিতে দেখিয়া সর্ববিষয়ে অভিলাষ মান মদাদি ত্যাগ করিয়া ভগবৎপরায়ণত্বই বাঞ্ছনীয় —এই বিষয়টী স্বয়ং আচরণদ্বারা লোকপূজ্যত্বাদির সুবহুল বিস্তারে যিনি লোকশিক্ষারূপ প্রয়োজন-সাধনে তৎপর হইয়াছেন—তিনিই '**হরিদাস**' রূপে বিখ্যাত হইয়া আমাতে ভক্তি করিবেন। ভগবৎকীর্তন-পরায়ণ অতি নীচজাতিও যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বেদাদি ভাগবত প্রমাণ দিতেছেন। তথাপি যদি কেহ **আশঙ্কা** করেন যে ভক্তগণের আসুর-সম্পদযুক্ত দেহধারণ করা যুক্তিযুক্ত নহে—তাহার **উত্তরে** বলিতেছেন যে এই আশঙ্কা বিচারসহ নহে, কেন না বিষ্ণুপুরাণ বলেন যে 'এই জগতে দুইপ্রকার সৃষ্টি আছে, এক দৈব, দ্বিতীয় আসুর। বিষ্ণুপক্তিপর যাঁহারা, তাঁহারাই দৈবসৃষ্টি এবং তদ্বিপর্য্যয়েই আসুর সৃষ্টি।' তাৎপর্য্য এই যে বিষ্ণুভক্তি-বিহীনই আসুর-স্বভাব, আর তদ্-ভক্তিযুক্ত হইলে নীচযোনিতে জন্মবান্ও দৈবসৃষ্টিরূপেই নিরূপিত হইবেন।

৫৬। রুদ্রাবতার বলিতেছেন—সদাশিব রুদ্র গৌড়দেশে অবতীর্ণ হইয়া '**অদ্বৈত**' নাম ধারণ করিবেন। "হরি ও হর এই দুই নামের প্রকৃতি (স্বভাব,

ধাতু 'হৃ') একই, কিন্তু প্রত্যয়ের (বিশ্বাসের, প্রথমতঃ ইন্‌প্রত্যয় এবং দ্বিতীয়তঃ অন্) বিভিন্নতায় উহারা ভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শাস্ত্রজ্ঞান-হীন কোনও মূঢ় লোকই হরিহরের ভেদ কল্পনা করে"—ইত্যাদি বচনবলে শ্রীমান্ যে আমি লক্ষ্মীপতি, সেই আমা হইতে স্বরূপতঃ দ্বৈতের অভাবে অর্থাৎ একত্ব বলিয়া তিনি শ্রীমদদ্বৈত এই নামোচ্চারণে ক অর্থাৎ সুখ লাভ করেন। তিনি সকল লোককে যত্ন করিয়া আমার ভক্তিগ্রহণ করাইবেন। যেহেতু তিনি পরম কারুণিক এবং সমর্থ। সমর্থ হইয়া যিনি দয়ালু না হন, তিনি পীড়কই হইয়া থাকেন। আর দয়ালু হইয়াও যিনি সামর্থ্যবান্ নহেন, তিনি স্বয়ংই পীড়িত হয়েন—এইজন্য এই দোষদ্বয় নিরাকরণ জন্য তাঁহাকে দয়ালু ও সমর্থ বলা হইল।

৫৭। দেবর্ষিরূপে এবং ভগবদ্‌গুণগান-নৃত্যাদিতে নিরত আছেন বলিয়া দেবগণের পূজ্যত্ব হিসাবে প্রথমেই **নারদাবতার** নিরূপণ করিতেছেন—[নারদ শব্দের ব্যুৎপত্তি] নরের পুরুষোত্তমের যাহা তাহাই নার অর্থাৎ ভক্তি-যোগ, কিম্বা ভক্তিযোগাত্মক ভাগবতপুরাণ, যিনি প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও ব্যাস প্রভৃতিকে উহা দান করেন—তিনি নারদ। অথবা নরের উপাধি কিম্বা হৃদয়স্থ সংশয়াদিকে 'নার' বলে, তাহাই যিনি অবখণ্ডন (বিনাশ) করেন, তিনি নারদ। আবার ['শ্রীনিবাস নামের ব্যুৎপত্তি] বাস্তব লক্ষ্মী হরিভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীর সহিত নিত্য বাস করেন যিনি—তিনি শ্রীনিবাস। 'হে নারদ! আমার ভক্ত যেস্থানে গান করে, আমি সেই স্থলেই অবস্থান করি'—এই ন্যায়ানুসারে ভগবানের গুণগানপ্রিয়তাবশতঃ নিত্য গুণগান-নিরত তাঁহাতে ভগবানের নিত্যই অভিব্যক্তিরূপে নিবাস হয় বলিয়া অথবা তাঁহার নিত্য সহগামিনী শ্রীও নিত্যনিবাস করেন বলিয়া তিনি '**শ্রীনিবাস**' এই বিখ্যাতি লাভ করিবেন। তুম্বুরু মুনিও নিত্য নারদমুনির সৎসঙ্গে থাকিয়া ভগবদ্ গুণগান-পরায়ণ হইয়া-ছিলেন বলিয়া পরমভাগবতগণ তাঁহাতে রমণ (আনন্দ ভোগ) করেন অথবা গানপ্রিয় ভগবান্‌ই ঐ লোভে যাহাতে রমণ (আনন্দাস্বাদ) করেন—এই ব্যুৎপত্তিতে 'রাম' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। উহার অর্থ হইল—ভগবদ্‌গুণগান। সেই গুণগানেই যাহার আনন্দ—তিনি '**রামানন্দ**' বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিবেন। এই দুইজন আমার ভক্ত অব্যয় (অবিনাশি-স্বরূপ) আমাকে ভক্তি করিবেন।

৫৮। দেবগুরু **বৃহস্পতির** অবতার বলিতেছেন—বাসব ইন্দ্রের গুরু—তাঁহারও ভগবন্মার্গে প্রবর্ত্তক বৃহস্পতি সমগ্র ভূমিতে ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া '**সার্বভৌম**' নাম লাভ করিবেন। সেই অবতারে তিনি বহু বহু শিষ্যকে আমার ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করাইবেন।

৫৯। দুষ্ট পশুরূপ নাস্তিকাদি প্রতিপক্ষগণ কর্ত্তৃক অতি ললিত, সুরভি মধুমতী ভক্তিলতার ভঞ্জন হইতে পারে বুঝিয়া তাহারই নিরোধকল্পে কণ্টকা-বরণের তুল্য ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রেরও আবশ্যকতা উপলব্ধি করতঃ মাধুর্য্যময় ভক্তশরীরে কর্কশ তর্কশাস্ত্র প্রতিপাদনের অযোগ্যত্ব অনুভব করিয়া রূপান্তরে ন্যায়াদির প্রবর্ত্তক-রূপে সার্ব্বভৌমকেই নির্দেশ করিতেছেন—তিনি পুনর্বার দ্বিতীয় জন্মে রঘুনাথ শিরোমণি রূপে ন্যায়াদি প্রমাণ প্রমেয়-নির্ণয়াত্মক দর্শনশাস্ত্র

সমূহ বিস্তারিত করিবেন। তর্কশাস্ত্র যে ভগবত্তত্ত্ববোধক শাস্ত্রের রক্ষক কণ্টকাবরণ, তাহাও উক্ত হইয়াছে—'আমি যে আত্মার নানাত্ব প্রৌঢ়িবশতঃ প্রকল্পনা করিলাম—ইহাকে কণ্টকাবরণ বলিয়াই মনে করিবে, প্রকৃত তত্ত্ব কিন্তু বাদরায়ণে (ব্রহ্মসূত্রেই) নিহিত আছে।

৬০। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাবের কুলবীজস্বরূপে সর্বদেবতার প্রাধান্য দিয়া **চন্দ্রাবতার** বর্ণনা করিতেছেন—যিনি দয়ালুতার অবধি সর্বজনের আহ্লাদদায়ক চন্দ্র, যিনি মিথ্যাভূত অনিত্য আহ্লাদজনক বলিয়া অদ্যাবধি নিজ নামের ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়াছেন—তিনি এক্ষণে ভগবদ্ভক্তি-প্রবর্ত্তকরূপে পারমার্থিক আহ্লাদপ্রদ হইয়া নিজনামের সার্থক্য-সম্পাদনেচ্ছু হইলেন এবং ভক্তিকলায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্তি করিয়া **'বর্দ্ধমান'** নাম ধারণ করিবেন। চন্দ্র-সম্বন্ধে তাহার সন্নিকটে অন্যান্য গ্রহতারাদির অবতার নির্ণয় করিতেছেন—এইরূপে যাঁহারা স্বয়ং প্রকাশমান গ্রহাদি ছিলেন এবং অন্যের প্রকাশনে রতিমান্ ছিলেন—তাঁহারাই এইবার মিথ্যা অনিত্য প্রকাশে সন্তোষ না পাইয়া ভক্তিপ্রকাশ প্রবর্ত্তন করিতে ভোগোপযুক্ত রাজসাংশ ভক্তিমার্গের অনুপযোগী বলিয়া কেবল স্বীয় সাত্ত্বিকমাত্রাংশ গ্রহণ করত ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইবেন।

৬১। লোকে উদ্ধারবীজরূপে গুরুশিষ্য-সংপ্রদায়ের আবশ্যকতা দেখাইবার জন্য সর্বশ্রুতিমূল জগদ্গুরু হইয়াও স্বগুরুরূপে **ব্যাসাবতার**কে বর্ণন করিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! আমার মুখনিঃসৃত বেদসমূহকে বিভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করায় যিনি ব্যাসাখ্যা লাভ করিবেন—তিনি সর্ববেদরহস্য ভগবদ্ভক্তিই অবগত হইয়া গৌড়মণ্ডলে কেশব-(শ্রীকৃষ্ণ) বিষয়িণীই ভারতী অর্থাৎ বাণী উচ্চারণ করিবেন বলিয়া **কেশবভারতি** নাম ধারণ করিবেন। জন্মচ্ছলে নন্দাবতার যেমন জগন্নাথমিশ্র ও যশোদাবতার শচীদেবী, তদ্রূপ সন্ন্যাসপ্রবৃত্তিচ্ছলে তিনিও বিশ্বগুরু আমারও গুরু হইবেন।

৬২। **পুরন্দরের** অবতার-প্রসঙ্গ করিতেছেন—অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ সর্বদেবগণরাজ ইন্দ্র মতিমান্ হইলেন অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্যাদির নিজাধিকৃত কালের ক্ষয়ে ক্ষয়িত্ব এবং বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব দেখিয়া—তন্মধ্যেও আবার ঈর্ষা, মাৎসর্য্যাদি দ্বারা সংগ্রস্তত্ব, অসুরভয়াদিতে ব্যাকুলতা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া পরমৈশ্বর্য্যসূচক নিজ নামে লজ্জিত হইয়া আমা বিষয়ক ভক্তিতে সম্যক্ প্রকারে বুদ্ধি স্থির করিলেন। কিন্তু স্বর্গে ভোগাতিশয়ের মধ্যে বিক্ষেপাধিক্য বশতঃ ঠিক ঠিক ভক্তি হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন! এস্থানেও কলিকৃত দোষরাশি হইতে পৃথিবীকে আমার ভক্তিদ্বারা পালন করিয়া তিনি বাস্তবিকই পৃথিবীপতি হইবেন। তিনি প্রকৃষ্ট সংসারানলতাপে রোদন করেন বলিয়া **'প্রতাপরুদ্র'** নামে বৈরাগ্যবান্ হইবেন। অথবা ভক্তিপ্রতাপে ও মাহাত্ম্যোৎকর্ষে হর্ষভরে আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে যিনি স্বয়ং রোদন করিয়া অন্যান্য জনগণকেও রোদন করান—তিনিই প্রতাপরুদ্র। অথবা ভক্তিপ্রতাপ দ্বারা যিনি কলিদোষ সমূহের রুদ্রবৎ প্রলয়কর্ত্তা—তিনিই 'প্রতাপরুদ্র' এই নামে বিখ্যাত হইয়া আমার ভক্তগণের সমাশ্রয় হইবেন। বাহ্য ও আভ্যন্তর চৌরভয়াদি হইতে

রক্ষা করিয়া সকলের বাসস্থানাদির সঙ্কুলান করিয়া তিনি সকলের সম্যগ্ আশ্রয় হইবেন।

৬৩। এইরূপে ইন্দ্রাবতার বর্ণন করিয়া স্বপরিকরগণের অবতার অতি-রহস্য বলিয়া দেবগণের সহিতই তাঁহাদের সূচনা করিতেছেন—অন্যান্য দেবগণ—যাঁহারা আমার ভক্ত, আমার সেবানিরত এবং মৎপরায়ণ, তাঁহারাও আমার ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। কাজেই পৃথিবীর আর কলি হইতে ভয় নাই। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে যাহা বলিতেছি—তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। নিজ পরিকর পক্ষে দেবগণ অর্থে ক্রীড়ারত গোপ-গোপীগণ এবং তদ্গান-স্মরণরত প্রহ্লাদাদি ভক্তগণকে বুঝাইতেছে। অতএব যাঁহারা আমার ভক্ত-মদনুরাগী অতএব মৎপরায়ণ—তাঁহারাই অবতার করিবেন। শ্রীজগন্নাথমিশ্র=শ্রীনন্দ, শ্রীশচী=যশোদা ইত্যাদি। সখীগণ—শ্রীলক্ষ্মী=রুক্মিণী, বিষ্ণুপ্রিয়া=সত্যভামা ইত্যাদি। প্রিয়সখী—আচার্য্যরত্ন=রত্নরেখা, রত্নগর্ভ=রতিকলা ইত্যাদি। গোপাবতার—অভিরামঠাকুর=শ্রীদাম, গৌরীদাস=সুবল। ধনঞ্জয়=বসুদাম ইত্যাদি। ভক্তাবতার—পরমানন্দ 'পুরী=উদ্ধব, মুরারি চৈতন্য=প্রহ্লাদ ইত্যাদি। দেবাবতার—ভাস্কর ঠাকুর=বিশ্বকর্ম্মা, রঘুনন্দন=কন্দর্প ইত্যাদি। শক্ত্যবতার—সীতাদেবী=আদ্যাশক্তি।

৬৪। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আবির্ভাবলীলা বলিয়া পুনরায় স্বধামে আরোহণ লীলার উট্টঙ্কন করিতেছেন—আমরা আবার স্বস্থানে আগমন করিব। দেবাদিও কৃষ্ণপরায়ণ ভক্তগণও সকলে আমারই ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এই ধামটি অচ্যুত অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিরহিত এবং রজস্তমোহীন বলিয়া প্রকাশাত্মক।

৬৫। এই প্রবন্ধের শ্রবণ ও কীর্ত্তনমাত্রেরই ফল শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিতেছেন—যে পুরুষ এই কলিতারক অবতার-প্রসঙ্গ প্রত্যহ শ্রদ্ধানুরাগপূর্বক কীর্ত্তন করিবে, অথবা কীর্ত্তনে অসমর্থ হইলে শ্রবণ করিবে—তাহার অসংখ্যাত জন্মের পাপরাশি তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ ও শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই নাশপ্রাপ্ত হইবে।

৬৬। এক্ষণে শ্রীগৌতম কলিতারণ-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন—ভগবানের আদেশ পাইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং দেবগণ শ্রীনারায়ণকে প্রণাম করিয়া স্বস্বধামে গমন করিবেন।

ইতি গৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ের তাৎপর্য্যানুবাদ।

শ্রীমদ্ গুরবে সমর্পণমস্তু।

নিবেদন।

কলিপাবনাবতার করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃতী পার্ষদ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি-মহোদয়-কৃত শ্রীবিদগ্ধমাধবের নান্দীরূপে যে ভবিষ্যপুরাণোক্ত 'অনর্পিতচরী' শ্লোকটি লিখিত আছে—এই শ্লোকেরই জনৈক প্রাচীন মহাজন-কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেন। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে ঐ টীকাটী শ্রীপাদ শ্রীজীবের নামেই আরোপিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও শ্রীজীবের লেখনীর কোনও সাদৃশ্য ইহাতে দেখিতে পাইলাম না। দ্বিতীয় পক্ষের ব্যাখ্যায় 'মৎপ্রভু' শব্দ ব্যতিরেকে ইহা শ্রীজীব প্রভুর রচিত বলিবার আর কোনও হেতু নাই। শ্রীপাদ শ্রীজীবের অক্ষর-কার্পণ্য, শ্লিষ্টশব্দ প্রয়োগ-বাহুল্য এবং দার্শনিক-শব্দবিন্যাস-প্রণালী ইহাতে আদৌ নাই। কাজেই আমরা ইঁহার নির্মাতার কোনই পরিচয় দিতে পারিলাম না। ইহাতে শ্রীল কবিকর্ণপূর-কৃত 'রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি' ইত্যাদি শ্লোক এবং শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (১৭।১৪) 'বিশুদ্ধাদ্বৈতৈক প্রণয়রসজলধৌ' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কাজেই বলিতে হয় যে এই গ্রন্থদ্বয় বৈষ্ণব সমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করার পরেই এই টীকা রচিত হইয়াছেন। আর এক কথা 'অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরি-প্রেষ্ঠঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি অলঙ্কারকৌস্তভের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-বিরচিত টীকার মঙ্গলাচরণ রূপে দৃষ্ট হয়। [এই শ্লোকটি যদি কোনও পূর্ব্ব মহাজন-কৃত না হইয়া থাকে,] তবে এই 'অনর্পিত' শ্লোকের টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথের পরবর্ত্তীই হইবেন। সবিশেষ প্রমাণাভাবে আমরা এ বিষয়ে নীরব রহিলাম। টীকাটি সুন্দর ও সুখবোধ্য বলিয়া আমরা শ্রীগৌরভক্তগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম। ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনীয় ইতি—

শ্রীধাম নবদ্বীপ
হরিবোল কুটীর

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস দাস

প্রাচীন মহাজন-কৃতা

অনর্পিতচরীং চিরাদিত্যাদি শ্লোকস্য টীকা।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ইতি।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায়॥

অত্যন্তাগতিকগতিদানায় নিজপ্রেমরত্নরক্ষণযত্নোদ্‌গতস্বকার্পণ্য-দোষ-দূরীকরণায় তদ্দানে তদাস্বাদনমিতি তত্ত্বপ্রকাশনায় প্রেমসীম-মহাভাবস্বরূপশ্রীরাধিকাতত্ত্বজ্ঞাপনায় তৎপ্রেমমহিমতত্ত্ব-তত্তদাস্বাদ্যস্ব-মধুরিম-তত্তচ্চেতোমাত্রানুভূতস্বমাধুরীসঙ্কলন-সৌখ্যাস্বাদায় চ অবিশেষ বিশেষভক্তবর্গবাসনাবিষয়-প্রেমাম্বুধিপীযূষকরণক-তদভিষেচনায় তদ্দ্বারা জগদভিব্যাপনায় শ্রীশ্রীরাধাদাস্যমাত্রলভ্যানন্যলভ্যব্রজ-সুমধুরপ্রেম-

---

বঙ্গানুবাদ।

প্রভু হরিমোহন-চরণ ধরি হৃদয়োপর।
'অনর্পিত' ভাষা কহে অযোগ্য পামর॥

(১) যাহাদিগের কোনও কালে কোনও প্রকারে গতি নাই, তাহাদিগকে গতিদান অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে উদ্ধার করিবার জন্য—(২) [দ্বাপরযুগে] স্বীয় প্রেমরত্ন রক্ষা করিবার সাতিশয় আগ্রহ-নিবন্ধন প্রেমদান-বিষয়ে যে নিজের কৃপণতারূপ দোষ প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার দূরীকরণ জন্য—(৩) ঐ প্রেমরত্ন দান করিলেই যে উহা সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করা হয়, এই তত্ত্ব প্রকাশনের জন্য—(৪) প্রেমের পরাকাষ্ঠা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার তত্ত্ব জ্ঞাপন জন্য—(৫) ঐ শ্রীরাধার প্রেমমহিমা, ঐ প্রেমদ্বারা শ্রীরাধিকা-কর্ত্তৃক আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্য, এবং একমাত্র শ্রীরাধার হৃদয়ই যে নিজ মাধুরীকে অনুভব করে—সেই নিজ মাধুরী-সম্ভোগে কি জাতীয় সুখ হয়—তাহাও আস্বাদন করিবার জন্য—(৬) অবিশেষ অর্থাৎ সাধারণ (সাধকাদি সকল মানব) এবং বিশেষ ভক্তগণ (নিত্যসিদ্ধ, অন্যান্য অবতারের পার্ষদ প্রভৃতি) যে প্রেম কামনা করিয়া থাকেন, সেই প্রেম-সাগরের সুধাদ্বারা তাঁহাদিগকে অভিষেক করিবার জন্য—(৭) ঐ প্রেম দ্বারা জগৎকেও নিমজ্জিত করিবার মানসে—(৮) শ্রীরাধাদাস্য ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপায়েই যে ব্রজের সুমধুর প্রেম লাভ করা যায় না, তাহাও প্রকাশের নিমিত্ত—(৯) এবং সেই শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে—প্রেমসাগরের অবলম্বন বা আশ্রয়-

প্রকাশনায় তস্যাঃ সর্ব্ববরীয়ত্ব-প্রকাশনায় চ প্রেমসাগরাবলম্বন-নবধা-ভজনক্রমরূপে শ্রীলনবদ্বীপে শ্রীমন্নন্দনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো রসিক-শেখরঃ স্বপ্রেয়সী-বরভাবকান্তিসম্বলিতঃ পরমকরুণাময়োঽবতীর্ণ ইতি। চন্দ্রগ্রহণসময়ে হরেকৃষ্ণেতি নাম সংগ্রাহয়ন্নেব চন্দ্রগ্রহণপ্রকারঃ। যতো হরতি স্বভাবকান্তিবিলাসৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তমিহ পুন র্বর্ণদেহাদিকং হৃত্বা স্বস্বভাবং তং করোতি যা সা রাধা ইত্যর্থঃ। তথা কর্ষতি গুণৈ স্তদীয়ানাং চিত্তমিহ পুনঃ সর্ব্বাগ্রগাশ্রীরাধায়া বর্ণভাবাদিকমিতি কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। নাম-ব্যুৎপত্তিসীমা তত্রৈব দর্শিতঃ॥

তত্র দাতুঃ স্বভাবোঽয়ং মিষ্টদ্রব্যভক্ষণসময়ে অন্যেভ্যো ন দত্ত্বা স্ববন্ধুভ্যো ন বিভজ্য স্বয়মেব নাশ্নাতি। অত আপামরেভ্যোঽপি নিরুপমপ্রেম দত্ত্বা সর্ব্বধাম-সর্ব্বাবতারকপরিকরানেকত্রীকৃত্য প্রেম-

---

স্বরূপা নববিধা ভক্তির ক্রম (পরিপাটী)-প্রকটনস্থল অতুলনীয় সর্বশোভা-সমৃদ্ধিমণ্ডিত **শ্রীধাম নবদ্বীপে** শ্রীমন্নন্দনন্দন রসিক-শেখর পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় প্রেয়সীবরা শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে জগজ্জীবকে **'হরে কৃষ্ণ'** প্রভৃতি নাম সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহাই সূচিত হইল যে তিনি চন্দ্রমুখী শ্রীরাধাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই চন্দ্রমুখী-গ্রহণ দুইপ্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে :—(১) চন্দ্রমুখীর শ্রীকৃষ্ণ-গ্রহণ, এবং (২) শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রমুখীকে গ্রহণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যিনি স্বকীয় ভাব, কান্তি (লাবণ্যাদি বা স্বাভিপ্রায়াদি) ও বিলাস প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিলেও পুনর্ব্বার বর্ণ ও দেহাদি পর্য্যন্ত হরণ করতঃ নাগরেন্দ্রকে স্বকীয় স্বভাবযুক্ত অর্থাৎ বিপরীত বিলাসে নাগরী ভাবে বিভাবিত করিলেন—তিনিই **'হরা'** পদবাচ্য (শ্রীরাধা)। তদ্রূপ যিনি স্বীয় অসাধারণ গুণরাজিদ্বারা শ্রীরাধা ও তদনুগতা সখী-মণ্ডলীর চিত্তকে আকর্ষণ করিলেও পুনরায় এক্ষণে সর্বপ্রধানা শ্রীমতীর বর্ণ-ভাব প্রভৃতিও আকর্ষণ করিয়াছেন—তিনিই **'কৃষ্ণ'**। কাজে কাজেই 'হরে কৃষ্ণ' নামের ব্যুৎপত্তির পরাকাষ্ঠা এই রসরাজ-মহাভাবের বিপরীতভাবে মহা-মিলনাত্মক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপেই প্রদর্শিত হইল।*

---

* 'গোরা' নামেও এই অর্থই সঙ্কেতিত। শ্রীরাধাভাবান্বিত শ্রীগোবিন্দের 'গো' এবং শ্রীগোবিন্দ-ভাবান্বিত শ্রীরাধার 'রা'—উভয়ের মহামিলনে গোরা। 'গৌর' নামের নিরুক্তিও প্রায় এতাদৃশই বটে। যথা—শ্রীশ্রীমদ্গুরুপাদানাং সংগ্রহশ্লোকে—

অকারো ভগবান্ বিষ্ণুঃ আকারো রাধিকা বরা।
উকারঃ কামরূপোঽয়ং রেফস্তু দানমুচ্যতে।
গাকারো হরিনামাখ্যং গীতমিত্যর্থবাচকং।
প্রেম্ণা শ্রীরাধয়া কৃষ্ণঃ সঙ্গীতং হরিনামকং।
যস্মৈ কস্মৈ প্ররাতীতি স গৌরো গদিতো বুধৈঃ॥

গ্+আ+অ+উ+র=গৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমাতিশয্যবশতঃ মিলিত হইয়া যে স্বরূপে যাহাকে তাহাকে হরিনামাখ্য সঙ্গীত প্রদান করিতেছেন, তাহাই 'গৌর' শব্দে বাচ্য।

মহোৎসবং করোতীতি তত্রত্যান্ এত্য বিশেষাভিজ্ঞঃ শ্রীমান্ গোস্বামী প্রভু র্নাটকাদৌ নান্দীরূপেণ জগদাশীর্ব্যঞ্জনয়া নিরূপয়তি—অনর্পিতমিতি। শ্রীশচীনন্দনো হরি র্বো যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু। যথা সিংহপ্রতাপেন করিমদোঽপগচ্ছতি তথা অস্যোদয়ে যুষ্মাকং বিষয়াদিমদমত্তকরিরূপং মনঃ শান্তং ভাবীতি ধ্বনিঃ। স যথা সংঘাতকো, নায়ং তথা, কিন্তু শোধক এব।

কিং কর্ত্তুমবতীর্ণ ইত্যত আহ—পূর্ব্বানর্পিতাং নিজভক্তিসম্পত্তিং তথা উন্নতোজ্জ্বলরসাং কলৌ সর্ব্বসাধনহীনেভ্যোঽপি দীনেভ্যো দাতুং। তথা তদর্থং পুরটসুন্দরদ্যুতিরিতি শ্রীরাধাসাম্যমেব। তত্রাতোঽনন্যত্বজ্ঞাপনায় চ তদীয়রূপভাবাবিষ্করণং নিগূঢ়প্রম্নো বহিষ্করণেনান্তর্নিগূঢ়কনকরুচেরপি বহিঃপ্রকাশঃ স্বয়মেবাগতঃ।

অপরন্তু দাতার স্বভাব এই যে মিষ্ট দ্রব্য ভোজন-কালে অন্য লোককে না দিয়া—স্বীয় বন্ধুবর্গকে বণ্টন না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে পারেন না। সুতরাং দাতাশিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ আপামর সর্বসাধারণকেই নিজের নিরুপম প্রেম দান করিয়া সর্ব্ব ধামের সর্ব্ব অবতারের সর্ব্ববিধ পরিকরগণকে একত্র করিয়া প্রেমমহোৎসব করিয়াছেন। সেই প্রেমমহোৎসবে সমাগত শ্রীগৌরগণরূপে আবির্ভূত বিশেষাভিজ্ঞ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু স্বরচিত বিদগ্ধ-মাধব নাটকের নান্দী-স্বরূপে জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ-ব্যঞ্জনচ্ছলে এই 'অনর্পিতচরী' শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীশচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়-কন্দরে (গুহায়) প্রকাশিত হউন। (হরি-শব্দে সিংহকেও বুঝায়,) যেমন সিংহের প্রতাপে হস্তির মত্ততা দূরীভূত হয়, তদ্রূপ ইঁহার উদয়েও তোমাদের বিষয়াদিমদে মত্ত মন-হস্তী শান্ত হইবে—ইহাই ধ্বনি। সিংহ হস্তিকে বিনাশ করে, কিন্তু ইনি মত্ত মনকে নাশ না করিয়া শোধনই করেন— ইহাই বিশেষত্ব।

অবতারের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—[ব্রহ্মার এই কল্পে] কোনও যুগে কোনও কালে যে নিজভক্তি সম্পত্তি দান করেন নাই, তাহা দান করিবার জন্যই এই অবতার। শুধু নিজ ভক্তি-সম্পত্তি নহে—উন্নত উজ্জ্বলরসগর্ভা ভক্তিসম্পত্তি দান করাই অভিপ্রেত। তবে পাত্রাপাত্র-বিচারাদি অবশ্যই আছে—ইহার নিরসন-কল্পে বলিতেছেন যে এই ঘোর কলিযুগে কোনও সাধনই সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় না, অতএব [এবম্বিধ কলিযুগেও] সর্বপ্রকার সাধন-ভজন-বিহীন অতএব দীনহীন জনগণকেও শৃঙ্গাররসোজ্জ্বলা স্বীয় প্রেমভক্তি-বৈভবই অবিচারে দান করিবার নিমিত্ত এই শ্রীগৌরাবতার। অবিচারে প্রেমদানার্থই তাঁহার বর্ণটি হইতেছে—পুরট-সুন্দর অর্থাৎ পরম উজ্জ্বল স্বর্ণ হইতেও সুন্দর। এই পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইল যে প্রেমদান বিষয়ে ইনি শ্রীরাধার সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রীরাধা ও শ্রীগৌরাঙ্গের অনন্যত্ব বা অভেদত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই ইনি শ্রীরাধার বর্ণ ও ভাব আবিষ্কার (অঙ্গীকার)

প্রেমসাররূপত্বাৎ শ্রীরাধায়া ইতি পীতরুচিত্বমবগম্যতে; তন্নিমগ্নত্বাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুপ্রভৃতীনামপি গৌরত্বমেব। তত্র প্রমাণানি তাবল্লক্ষ্যন্তে। রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহু র্বহুবিদো, যমেতং গোলোকং কতিপয়-জনাঃ প্রাহুরপরে। সিতদ্বীপঞ্চান্যে পরমিহ পরব্যোম জগতু, র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্যমহিমা॥ কস্যচিৎ—বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়-রসপীযূষজলধৌ, ঘনীভূতে দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো। মিথঃ প্রেমোদ্‌ঘূর্ণদ্রসিক-মিথুনাক্রীড়মনিশং, তদেবাধ্যাসীনঃ প্রবিশতি পদে ক্বাপি মধুরে। ইত্যত্র দ্বীপাখ্যাপ্রকাশনায় শ্রীনবদ্বীপ ইতি নাম। এতেন শ্রীবৃন্দাবনরূপপ্রকাশপ্রেমঘূর্ণনপ্রকারাদিকমপি অধুনৈব প্রকাশিতমিতি জ্ঞেয়ম্॥

(২)

যদ্বা অত্যন্তাগতিকগতিদানায় নিজপ্রেমরত্নরক্ষণযত্নোদ্গতস্ব-কার্পণ্যদোষাপবাদাৎ তদ্দানে তদাস্বাদনমিতি তত্ত্বপ্রকাশনায় তৎ-

---

করিয়াছেন। যে প্রেম তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থলে নিগূঢ় ছিল, তাহা বহির্দেশে প্রকটিত হওয়ার ফলে অন্তরস্থ স্বর্ণ-কান্তিটীও স্বয়ংই বাহিরে প্রকাশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। শ্রীরাধা প্রেমসাররূপা এবং সেই প্রেমের বর্ণও পীত বলিয়া ইঁহারও পীতবর্ণই হইয়াছে। এই পীতরুচি গৌরাঙ্গে নিমগ্নচিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধর প্রভু প্রভৃতিরও গৌরবর্ণই দেখা যায়।

এক্ষণে নবদ্বীপাবতরণ-সম্বন্ধে প্রমাণও উদ্ধার করিতেছেন—'রসজ্ঞ বহুদর্শী ভক্তগণ যাঁহাকে বৃন্দাবন বলেন, অপর কেহ কেহ বা যাঁহাকে গোলোকাখ্যায় অভিহিত করেন, কেহ কেহ বা যাঁহাকে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া থাকেন এবং অন্যান্য লোক যাঁহাকে পরব্যোম নামে সূচিত করিয়াছেন—সেই পরম আশ্চর্য্যমহিমা-মণ্ডিত ধামই এই জগতে **নবদ্বীপ** রূপে বিরাজমান আছেন। 'অপর মহাজন (শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী) এইরূপও বলিয়াছেন—'অহো! বিশুদ্ধ (ঐশ্বর্য্য জ্ঞানশূন্য অন্যাভিলাষিতাদিশূন্য) অদ্বৈত (অনন্যসাধারণ) ও মুখ্যপ্রিয়তাময় রসামৃত-সমুদ্রের এক ঘনীভূত দ্বীপে এই বৃন্দাবন সমুদিত হইয়াছেন! পরস্পরের প্রেমের উদ্‌ঘূর্ণা (বহুবিধ বৈচিত্রী)-যুক্ত রসিকযুগলের সেই ক্রীড়াস্থলে দিবানিশি অধ্যাসীন (বাসপরায়ণ) জন কোনও এক অনির্বাচ্য মধুর পদে (বিষয়ে) প্রবেশ লাভ করে।' [বৃ, ম, ১৭।১৪] এই শ্লোকের 'দ্বীপ'শব্দ দ্বারা শ্রীনবদ্বীপেরই নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে এই বর্ত্তমান কলিযুগেই শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ ও অনন্ত প্রকাশের এবং তত্রত্য যুগলের প্রেমোদ্‌ঘূর্ণাদিও প্রকাশিত হইয়াছে।

(২)

অথবা—(১) অত্যন্ত গতিহীনকেও আশ্রয় দেওয়ার জন্য, (২) নিজের প্রেমরত্ন রক্ষার যত্নবশতঃ স্বকার্পণ্য-দোষরূপ অপবাদ অবগত হইয়া প্রেমদানেই তাঁহার আস্বাদন হয়—এই তত্ত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত (৩) উক্ত প্রেম

পরীপাকাবধিব্রজবধূশিরোমণি-শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-স্বমাধুরীধুরীণতামাত্রানন্তরান্তর্গতরসাস্বাদায় চ অশেষবিশেষভক্তবর্গবাসনাবিষয়প্রেমামৃতেনাভিষেচনায় তদ্দ্বারা জগদভিব্যাপনায় চ প্রেমসাগরাবলম্বননবধাভক্তিরূপশ্রীনবদ্বীপে শ্রীব্রজরাজকুমারঃ স্বপ্রেয়সীবরস্বভাবকান্তিসন্দীপিতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোঽবততার ; যদা তাং চন্দ্রমুখীমাকলয্যৈব চন্দ্র ইতি তদ্‌গ্রহণসময়ে বিশ্বলোকমুখেন শ্রীকৃষ্ণেতি নামাবলীং গ্রাহয়ন্নেব, বিচক্ষণ-শিরোমণেরেষা বৈদগ্ধীতি। যতো হরে ইত্যস্য হরতি স্বভাবকান্তিভ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তমিতি পুনরত্রবর্ণভাবাদিকমিতি ব্যুৎপত্ত্যা শ্রীরাধে ইত্যর্থত্বাৎ। অত স্তদনুগতরূপঃ শ্রীরূপো মৎপ্রভু র্জন্মাদিলীলাং সপ্রয়োজনিকামেকেন পদ্যেনৈবাহ—অনর্পিতচরীমিতি।

শ্রীশচীনন্দনো হরি র্বো যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরে করুণয়া স্ফুরতু ইত্যন্বয়ঃ। নন্ন শচীনন্দনাবতারস্তু দশাবতারাদৌ ন শ্রূয়তে। কদা বাবতীর্ণঃ, পূর্ণোঽংশো বা, কথম্বা, কেন বা, কিম্বর্ণো বা, লীলা বা কেত্যত আহ—কলৌ অবতীর্ণ ইতি। কলৌ বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশতিচতুর্যুগীয়চতুঃসহস্রসপ্তশতবর্ষমিতকলিযুগাংশে চতুর্দ্দশশতসপ্ত-

---

পরিপাকের অবধি (চরম সীমা) মহাভাবরূপা গোপীশিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ন্যায় তদীয় প্রণয়, নিজের মাধুরী-পরাকাষ্ঠা এবং নিরবচ্ছিন্ন তদন্তর্গত (হৃদ্‌গত সৌখ্য) রস আস্বাদনের অভিপ্রায়ে—(৪) সর্বথাই ভক্তবর্গের বাসনার বিষয়ীভূত যে যে প্রেমামৃত তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিষেক করিবার জন্য এবং (৫) অনুষঙ্গে জগৎকেও ঐ প্রেমামৃতে পরিব্যাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেমসাগরের অবলম্বন (আশ্রয়) রূপ যে নবধাভক্তি-রূপ শ্রীনবদ্বীপ, তাহাতে শ্রীব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রেয়সীর অত্যুৎকৃষ্ট ভাব ও কান্তি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে উজ্জ্বল হইয়া অবতার করিয়াছেন।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (শ্রীগৌরাঙ্গরূপে) অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, চতুর-চূড়ামণির এই চাতুর্য্য যে সেই চন্দ্রগ্রহণ-কালে সকল লোকমুখে সেই চন্দ্রমুখী শ্রীরাধার গ্রহণ উপলক্ষেই যেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম-সমূহ উচ্চারণ করাইয়াছেন। যেহেতু 'হরে' এই নামে ব্যুৎপত্তি দ্বারা বুঝা যায় যে—স্বভাব ও কান্তি দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণচিত্ত হরণ করেন, এক্ষণে কিন্তু বর্ণভাবাদিও সংহরণ করিয়াছেন, তিনি ঐ 'হরে' শব্দ-বাচ্য অর্থাৎ হরে=শ্রীরাধে। সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর-স্বভাবাঢ্য হইয়া অবতরণ করিলে তাঁহাদের আনুগত্য অবলম্বনে শ্রীগৌর-পরিকর-স্বরূপে অবতীর্ণ আমার প্রভু শ্রীরূপচরণ ঐ শ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূত হইয়া জন্মগ্রহণাদি লীলার প্রয়োজন উল্লেখ পূর্ব্বক যাবতীয় তথ্য একটী পদ্যেই বর্ণনা করিয়াছেন—অনর্পিতচরী ইত্যাদি।

[এক্ষণে শ্লোকের প্রতিপদের ব্যাখ্যা দিতেছেন—] শ্রীশচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়-কন্দরায় কৃপাবলম্বনে স্ফুরিত হউন। [এ স্থলে প্রতিপক্ষ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—] আচ্ছা, (১) শচীনন্দনের অবতার-কথা ত

সংখ্যে শাকে ফাল্গুনী-পৌর্ণমাস্যাং পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে ইতি সর্ব্বথা পরিপূর্ণ-রূপেণ অবতীর্ণ ইতি স্বয়মেব প্রায়স্বপ্রয়োজনায়াবতীর্ণঃ প্রকটো নতু ব্রহ্মণা প্রার্থিতো নবা দৈত্য-বিনাশায় ইতি। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণ"মিতি শ্রীভাগবতাৎ। পৌর্ণমাস্যাং ফাল্গুনস্য ফল্গুনীঋক্ষযোগতঃ। ভবিষ্যে গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাদিতি বায়ব্যাৎ। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গ ইতি মহাভারতাৎ। নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারে স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতে। ততঃ প্রাবিরসৌ বিপ্রঃ ক্বচিল্লোকে ভবিষ্যতীতি বিষ্ণুপুরাণাৎ। হিরণ্যবর্ণং ব্রহ্মযোনিমিতি শ্রুতেশ্চ পূর্ণোঽবতারীতি নাবতারগণনায়াং গণিতঃ। যদা শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তদৈবায়মবতরতীতি নিয়মাৎ স এবায়মিতি ন পৃথগুপাদানম্। নন্বু যদি শ্রীনন্দনন্দনোঽয়ং, তস্য তু শ্রীবৃন্দাবনলীলায়াঃ পরং সৌখ্যং নাস্তীতি। তদেব মাথুর-বিপ্রলম্ভাদিকমুদ্ভাব্য গাঢ়াবেশেনাধুনাপি সমৃদ্ধিমৎসম্ভোগেন মাদন-

---

দশাবতারাদিতে শুনা যায় না? (২) কবে বা অবতীর্ণ হইলেন? (৩) তিনি কি পূর্ণ, না অংশ? (৪) কি প্রকারে, (৫) কাহার প্রেরণায়? (৬) কোন বর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছেন? (৭) তাঁহার লীলাই বা কি?

[এক্ষণে **উত্তর** করিতেছেন] (২) কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগে ৪৭০০ বর্ষ পরিমিত কলিযুগাংশে ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী তিথিতে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন; (৩) সর্বথা পরিপূর্ণস্বরূপেই তাঁহার অবতার, (৪) স্বয়ংই প্রায়শঃ নিজপ্রয়োজন সাধন জন্যই প্রকট হইয়াছেন; (৫) ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় তিনি আসেন নাই; কিম্বা দৈত্য-বিনাশও উদ্দেশ্য নহে। (৬) তাঁহার বর্ণটী শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' শ্লোক হইতে জানা যায় অর্থাৎ গৌর বর্ণ। বায়ুপুরাণে—'ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে মিশ্রপুরন্দর-গৃহে শচী-গর্ভে গৌররূপে অবতীর্ণ হইব।' মহাভারতে—'স্বর্ণকান্তি, হেমবৎ সুহণীয়াঙ্গ এবং মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত ইত্যাদি'। বিষ্ণুপুরাণে—'যখন স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) বা বষট্‌কার (দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি) অনুষ্ঠিত হয় না, যখন স্বধা (পিতৃগণোদ্দেশ্যে তর্পণাদি) বা স্বাহাদির (মন্ত্রাদির) ও নিষেধ হয়—সেই সময়ে কোনও কাল-বিশেষে পৃথিবীতে বিপ্ররূপে শ্রীহরি আবির্ভূত হইবেন' ইত্যাদি। শ্রুতিতেও ত আছে—ইনি স্বর্ণবর্ণ ও ব্রাহ্মণবংশে জাত অথবা বেদের প্রবর্ত্তক। (১) ইনি পূর্ণাবতার বলিয়া অবতার-গণনায় ধরা হয় নাই। যে দ্বাপরশেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতার করেন—সেই দ্বাপরের অব্যবহিত কলিতেই ইঁহারও অবতার হয়—এই নিয়ম থাকায় পৃথগুক্তি হয় নাই।

প্রতিপক্ষ—যদি ইনিই শ্রীনন্দনন্দন হন, তবে ত শুনা যায় যে উহার শ্রীবৃন্দাবনলীলা হইতে পরম সুখ আর কুত্রাপি হয় না? সেই পরমসুখের উদ্দেশেই মাথুরবিপ্রলম্ভ ইত্যাদি উদ্ভাবিত করিয়া গাঢ় আবেশে এতাবৎ কাল সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে মাদনভাবে স্বীয় কান্তা সেই কান্তিমতী শ্রীরাধার সহিত

ভাবেনাত্মকান্তয়া তয়া কান্তিমত্যা শ্রীবৃন্দাবনে নিজরূপবিকারৈর্ললিতাদি-সখীবর্গৈ স্তামেব লীলাং করোতীতি। কিং কর্ত্তুমত্রাগতস্তত্রাহ—স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুম্। সম্পদ স্তাবস্ত্রিবিধাঃ—রূপ্যস্বর্ণাদিমুদ্রাত্মিকা ইন্দ্রনীলমণ্যাদিরূপা শ্চিন্তামণিরূপাশ্চ সাধনভাবপ্রেমভেদেনেতি চরমকক্ষা-প্রাপ্তা যা এব স্বয়মাত্মারামেণ বিনা তদ্দানাভাবাৎ। তথাচ—তুর্ল্লভালোকয়ো র্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ। সম্ভোগস্যাতিরেকোঽয়ং কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমানিতি। নিতান্তপারতন্ত্র্যগমনঞ্চ ঐক্যং বিনা ন সম্ভবতীতি তস্যা অপি অনপেক্ষত্বাৎ নিতান্তাত্মারামত্বঞ্চ ঐক্যং বিনা নেতি। সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ ইতি। নিতান্তযোগোঽপি নৈক্যং বিনেতি। অত্রৈবাত্মনি তয়া সমৃদ্ধিমৎসম্ভোগেন মাদনেন চ রমতে। অতএব পাত্রাপাত্র-বিচারণং ন কুরুতে, মহানন্দসীমাস্থঃ প্রেমোন্মত্তো জগদপি মাদয়তীতি। নচেদমনুচিতমেব যৎপাত্রাপাত্র-

---

শ্রীবৃন্দাবনে স্বকায়ব্যূহরূপা ললিতাদি সখীবর্গ-সমভিব্যাহারে ঐ লীলাই ত আস্বাদন করিতেছেন? তবে আর কিজন্য নবদ্বীপে আগমন হইল?

উত্তর—নিজভক্তি-সম্পত্তি সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই অবতার। সম্পত্তি—রূপ্য স্বর্ণাদি মুদ্রা, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণি এবং চিন্তামণিরূপে ত্রিবিধ। ইহাদিগকে ক্রমশঃ সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যে ভক্তি চরমকাষ্ঠা-প্রাপ্ত অর্থাৎ উন্নত উজ্জ্বল-রসাঢ্য, তাহা কিন্তু স্বয়ং আত্মারাম ব্যতীত দান করা যায় না। আবার—'পারতন্ত্র্য হেতু নায়কনায়িকার বিয়োগে উভয়ের পরস্পর দর্শনাদিরও দুর্ঘট হইলে সেই স্থলে [ঘটনাক্রমে মিলনে] যে সম্ভোগাতিশয্য সংঘটিত হয়, তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলা হয়।' এই লক্ষণানুসারে দেখা যায় যে উভয়ের পারতন্ত্র্য-শূন্যতা ঐক্যব্যতিরেকে সম্যক্ হইতে পারে না। পুনরায় সম্যক্ প্রকারে আত্মারাম হইতে হইলেও উভয়ের ঐক্য আবশ্যক; যেহেতু সেই আত্মারামেরও কোনও প্রকারে যদি মহাভাব-স্বরূপার অপেক্ষা না থাকে, তবেই আত্মারামত্ব সিদ্ধ হইতে পারিবে, নচেৎ একান্ত আত্মারামত্ব বজায় থাকে না। আর এক কথা—'রত্যাদি মহাভাব পর্য্যন্ত ভাব সমূহের উদ্গম বশতঃ উল্লাসশীল প্রেমকেই মাদন বলা হয়।' ইহা মোহন প্রভৃতি ভাব হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট এবং 'সম্ভোগেই এই অনির্বচনীয় বিচিত্র মাদনাখ্য ভাবের উদয় হয়।' এই প্রমাণ-বলে স্থিরীকৃত হইতেছে যে নিতান্তযোগ অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন, নির্বাধ মিলনও ঐক্যব্যতিরেকে সম্ভবট্যমান নহে। সুতরাং এই গৌরাঙ্গ-স্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত সমৃদ্ধিমান সম্ভোগাঢ্য মাদনের বিলাসে রমণ করিতেছেন। এই জন্যই তিনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া উন্নততম উজ্জ্বলরসই দান করিয়াছেন। দেখাও ত যায় যে মহানন্দের চরমকাষ্ঠা-প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রেমোন্মত্ত

বিচারাভাব ইতি বাচ্যম্। বিশ্বজয়ানন্তরং মহারাজাধিরাজ-গমনাগমনে তৎপরিকরৈরানন্দেন স্বস্বহস্তদ্বয়েনাপি ধনানি পার্শ্বদ্বয়ে বিকীর্য্যেব গম্যতে ইতি ব্যবহারাৎ ন গ্লানিকরমিদং তস্যাপিতু মহৈশ্বর্য্যপ্রকাশকমিতি, অস্যাপি মহাকৃপালুত্ব-প্রকাশকমেব, যন্নিত্যা-নন্দেন তন্মহাধন-প্রেমবিতরণং ন পুন হরণমিতি। নন্বহো কিমুচ্যতে ভবতা, প্রহ্লাদাম্বরীষ-হনুমদ্বিভীষণ-পাণ্ডবাদিভ্যঃ প্রেমদানাদস্য তদ্দানং নাধুনিকং, যুগে যুগ এব দৃশ্যতে ইত্যত আহ—অনর্পিতচরীমিতি। পূর্ব্বমনর্পিতা, তত্র তত্র তত্তদ্ভক্তকৃপয়া, তদন্তু তেষাং নিষ্ঠয়া তৈ র্বলেনৈব নীতত্বাৎ কিং তস্য দাতৃত্বম্? রাজা বলেন মহাকৃপণস্য ধনানি নেতুং শক্নোতি তদা কিন্তস্য দাতৃত্বম্? যদি শত্রুমিত্রোদা-সীনেভ্যো হিতাহিতানুসন্ধানং বিনা জগাইমাধাই প্রভৃতিবং সর্ব্বত্রৈব দাতুং শক্যতে, তদা দানং শস্যতে, অন্যথা কিন্তেনেতি ভাবঃ।

নন্বু পূতনা লোকবালঘ্নীত্যাদৌ তথা দর্শনমপি অতএবাহ

হইয়া জগৎকেও উন্মাদিত করেন। পাত্রাপাত্র-বিচার করেন নাই বলিয়া এই কার্য্যটা অনুচিত—এ কথাও বলিতে পার না। দেখনা কেন—বিশ্ব-জয় করিয়া মহারাজ গতাগতি করিতে থাকিলে রাজকর্ম্মচারিগণ আনন্দের সহিত নিজ নিজ হস্তদ্বয়েই দুই পার্শ্বে ধনরাশি বিকীর্ণ করিয়া গমন করেন—এই ব্যবহার ত লোকপ্রসিদ্ধ, ইহা ত তাঁহার পক্ষে গ্লানিকর নহেই, প্রত্যুত তাঁহার মহাঐশ্বর্য্য-প্রকাশকই। সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গও পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া প্রেমসম্পত্তি দান করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার মহাদয়ালুত্বই উদ্-ঘোষিত হইয়াছে, কাজেই তিনিও নিত্যানন্দ-দ্বারা সেই উন্নততম উজ্জ্বল-রসগর্ভা মহাধনস্বরূপা প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছেন, কিন্তু উহার হরণ (সঙ্কোচ) করেন নাই।

প্রতিপক্ষ—অহো! আপনি কি বলিতেছেন? প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, হনুমান, বিভীষণ, পাণ্ডবাদিকেও ত প্রেমদান করা হইয়াছে; কাজেই শ্রীকৃষ্ণের এই দান আধুনিক নহে, বরং যুগে যুগেই ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়!!

উত্তর—এই প্রেমদানটি কিন্তু এক অনর্পিতচর ব্যাপারই বটে! পূর্বে অনর্পিত কেন বলিতেছি; পূর্ব্বোক্ত স্থল-সমূহে তাৎকালীন নারদাদি ভক্তের কৃপা ছিল; আবার নিষ্ঠাবলে তাঁহারাও বলপূর্ব্বক প্রেম প্রাপ্তি করিয়াছেন বলিয়া কি তিনি দাতা হইলেন? রাজা বলাৎকারে মহাকৃপণের ধনসমূহ নিতে পারেন; তখন কি ঐ মহাকৃপণকে দাতা বলিব হে? তাৎপর্য্য এই—যদি শত্রু, মিত্র বা উদাসীন ব্যক্তিগণকেও হিতাহিত অনুসন্ধান ব্যতিরেকেও জগাই মাধাই প্রভৃতির ন্যায় সর্বত্রই দিতে পারেন—তবেই তাঁহার প্রেম-দানের প্রশংসা হয়, নতুবা দানের আবার প্রশংসা কি?

প্রতিপক্ষ—'পূতনা লোকবালক-নাশিনী রাক্ষসী হইয়াও জিঘাংসাবৃত্তি

উন্নতোজ্জ্বলরসামিতি। উন্নতঃ শ্রীগোপীভাবেন পরমোৎকর্ষকক্ষাং প্রাপ্ত উজ্জ্বলো মধুরো রসো যস্যামিতি, সত্তু গোপনেন সম্পুটে স্থাপিতোঽস্তি, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিতি ন্যায়েনাস্য রসস্য তু তত্রাতিগোপ্যত্বমিতি ভাবঃ। নম্বহো কিমানন্দঃ কিমানন্দঃ! তদায়ং কথং পূর্ব্বং নাবতরদিত্যত আহ—চিরাৎ করুণয়েতি। অয়ং নবদ্বীপনাথঃ সদৈবেদমপেক্ষ্য স্থিতঃ—স্বচ্ছা মহাসাধকা বহবো ভবন্তি কস্যাপি যদীত্থং ভাগ্যং জায়তে তদা তদবলম্ব্যৈব জগতীদং বিতরিষ্যামীতি। তত্র কস্যাপীদৃশং ভাগ্যং ন জাতং তদা করুণাপ্রেরিত এব কলৌ অনন্যগতিকদীনহীনজনালোচনেন প্রাদুর্বভূবেতি চির-কালানন্তরমিতি ভাবঃ। নম্বদ্বৈত-হুঙ্কারহেতুত্বমস্য, কুতঃ করুণয়া? তথাচ—'অদ্বৈতপ্রকটীকৃত' ইত্যাদি প্রমাণেন গঙ্গায়াং তুলসীপত্রং দত্ত্বা পাষণ্ডজন-বৃদ্ধি-বৈষ্ণবজন-সন্তাপেন ভগবৎপ্রত্যাসত্তিমপশ্যতা হুংকারং কুর্ব্বতাদ্বৈতাচার্য্য-গোস্বামিনা পরম সদাশিবেন ভুবন্যানী-

---

লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে গমন করিলেও—তিনি তাহাকে মাতৃগতি দান করিয়াছেন। এই উক্তিতে ত দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-শত্রুকেও প্রেম দিয়াছেন?

উত্তর—উন্নত উজ্জ্বল-রসযুক্তা ইত্যাদি। উন্নত অর্থাৎ শ্রীগোপীভাবে পরমোৎকর্ষাবধিপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রস আছে যাহাতে এবম্বিধা প্রেমভক্তি শ্রীগৌরাবতারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই জাতীয় মধুর রস গোপনে সম্পুটমধ্যে নিহিত থাকে। 'শ্রীকৃষ্ণ প্রায়শঃই মুক্তিই দান করেন, কিন্তু কখনও ভক্তিযোগ দান করেন না।' এই যুক্তি-বলে বুঝা যাইতেছে যে ঐ মধুররসটী তৎকালে অতি গোপনীয়ই ছিল। সুতরাং তাহার দান-প্রসঙ্গ ত হইতেই পারে না।

প্রতিপক্ষ—আচ্ছা; পরমানন্দই বটে! পরমানন্দই বটে!! যদি তোমার কথাই ঠিক হয়, তবে কেন তিনি পূর্বেই অবতীর্ণ হইলেন না?

উত্তর—বহুকাল পরে করুণা-হেতু এই অবতার। এই নবদ্বীপনাথ সর্বদাই এই অপেক্ষা করিতেছিলেন যে—'স্বচ্ছ (বিশুদ্ধ) মহাসাধক ত বহুই আছেন, ইঁহাদের মধ্যে যদি কাহারও এতাদৃশ ভাগ্য হয়, তবে সেই ভাগ্যকে অবলম্বন করিয়াই জগতে এই প্রেম বিতরণ করিব।' পূর্বোক্ত যুগে এতাদৃশ ভাগ্য কাহারও হয় নাই দেখিয়া করুণা-প্রেরিত হইয়াই কলিতে অনন্যোপায় দীনহীন জনদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করতঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কাজেই বলিতেছি যে তিনি চিরকাল পরে আসিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ—শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কারই ত ইঁহার অবতারের কারণ শুনা যায়? তবে আর করুণাহেতু অবতার বলা কেন? কেন না—'অদ্বৈত-কর্তৃক প্রকটীকৃত, নরহরিপ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি প্রমাণ-বলে পাষণ্ডিজনের বৃদ্ধি এবং বৈষ্ণবগণের সন্তাপে ভগবৎ-নৈকট্য না দেখিয়া (সাম্মুখ্য সুদূরপরাহত মনে করিয়া)

তোঽয়মিতি। সত্যং, তথাপি ভজনেন পশ্যতি, জ্ঞানেন জানাতি, তপসানুভবতি, প্রেম্না বশীকরোতি, কিং পুনর্যশোদয়া উদূখলে বদ্ধ ইত্যাদি সর্ব্বত্রৈব তৎকরুণা মুখ্যপ্রযোজিকা গণ্যতে। যথা "কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে" ইত্যাদি প্রমাণেন, যথাচ ভগবতঃ সর্ব্বাগম্যত্বমুক্ত্বা পশ্চাৎ—"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্ত (২।৭।৪২) ইত্যাদিনা দয়ামাত্র-প্রাপ্যত্বং তস্য নির্দ্ধারিতম্। তথাচ অকাণ্ডে প্রকাণ্ডহুংকারেণ প্রলয়কর্ত্তুর্ম্মহারুদ্রস্যাদ্বৈতাচার্য্যস্য লোকা বিনঙ্ক্ষ্যন্তীতি ঝটিত্যুত্থয়া করুণয়ৈব ভগবতঃ প্রাদুর্ভূতত্বমিতি ভাবঃ। নন্থ ভোঃ! শ্রীকৃষ্ণেনাপি দণ্ডকারণ্যবাসিমুনি-শ্রুতিকন্যা-গায়ত্রী-প্রভৃতিভ্যো ব্রজে গোপকন্যা-রূপিণীভ্যো গোকুলচন্দ্রেণাপি উজ্জ্বলরসপ্রদানং কৃতমিতি শ্রূয়তে। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতীত্যাদি প্রমাণেনাযোগ্যেভ্যোঽপি তস্য প্রেমদাতৃত্বঞ্চ। সত্যং ভোঃ; স এব ব্রজরাজকুমারোঽয়ং, তেনানেন ভেদবিবক্ষায়াং কিং প্রয়োজনং, কিন্তু অন্তঃপুরে মহারাজঃ কল্পতরুরূপেণ সর্ব্বস্বমপি দদাতীত্যুক্তেঽপি

গঙ্গাজলে তুলসীপত্র সমর্পণ পূর্ব্বক পরম সদাশিব অদ্বৈতাচার্য্য গোস্বামী হুহুঙ্কারধ্বনিতে ইঁহাকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন।

উত্তর—সত্যই বটে! তথাপি 'ভজন-বলে তাঁহাকে দর্শন করে, জ্ঞান-বলে জানে', 'তপোবলে অনুভব করে', 'প্রেমবলে বশীভূত করে'—অধিক আর কি বলিব? 'যশোদা কর্ত্তৃক উদূখলে বদ্ধ হইয়াছেন' ইত্যাদি স্থলে সর্বত্রই তাঁহার করুণাকেই ত মুখ্য প্রযোজক বলিয়া ধরা হয়। যেমন 'তিনি মাতার নিতান্ত পরিশ্রম ও আর্ত্তি দেখিয়া কৃপাবশতঃ নিজেই বন্ধনে পড়িলেন' ইত্যাদি ভাগবত-প্রমাণ। আবার অন্যত্র ভগবান্‌কে সর্বথা অগম্য (দুর্লভ) নিশ্চয় করিয়া পরে বলিতেছেন—'সেই অনন্ত ভগবান্‌ই যাঁহাদিগকে কৃপা করেন, তাঁহাদেরই পক্ষে দেবমায়া উত্তীর্ণ হওয়া সুকর।' ইত্যাদি বচনে ত তাঁহার দয়াই কেবল তৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে হঠাৎ প্রলয়কর্ত্তা মহারুদ্র অদ্বৈতাচার্য্যের প্রকাণ্ডহুঙ্কারভরে জগৎসমূহ বিনষ্ট হইবে—এই বোধে তৎক্ষণাৎ উদ্বুদ্ধ করুণাই ভগবান্‌কে প্রাদুর্ভূত করাইয়াছে।

প্রতিপক্ষ—আচ্ছা, শুনা যায় যে দণ্ডকারণ্যবাসিমুনিগণ এবং শ্রুতি-কন্যা গায়ত্রী প্রভৃতিও ব্রজে গোপকন্যারূপে জন্মধারণ করিলে গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে উজ্জ্বলরস প্রদান করিয়াছেন। আর 'কৃষ্ণ ব্যতিরেকে লতাদিতেও কি কেহ প্রেম দিতে পারেন?' ইত্যাদি বচনের প্রমাণ-মূলে বুঝা যায় যে তিনি অযোগ্যস্থলেও প্রেম বিতরণ করিয়াছেন!! [তবে আবার গৌরাবতারে প্রেমদানের বৈশিষ্ট কোথায়?]

উত্তর—হাঁ সত্যই বটে। সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনই ত ইনি (গৌর); তাঁহাতে আর ইঁহাতে ভেদ-স্বীকারের প্রয়োজন কি? 'মহারাজা অন্তঃপুর-

ন দাতৃত্বং, যদি দীনহীন-পতিতাদিভ্যোঽদেয়মপি দীয়তে, মহাদাতৃত্বং তদৈব, অপিচ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকবাদ (১০।৪৭।১৫) ইতি স্মরণাৎ। নন্বু ঈদৃশপ্রেমরত্নানাং স্থাপনাগারাণি ভুবি কতি প্রকাশিতানি, যেভ্যো নীত্বান্যদাপি সুকৃতিনঃ প্রেমধনিনো ভবন্তি? সত্যং, অষ্টাদশসহস্র সংখ্যকশ্লোকাঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতীয়াঃ সন্তি যচ্ছ্রবণমাত্রেণাপি প্রেমা জায়তে যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়ামিত্যাদি (১।৭।৭) বচনাৎ। স্বয়মেব তদ্রূপতয়া তয়া দদাতীতি ন চিত্রম্। নন্বু কোবাধ্যক্ষঃ, কো বা কোষদ্বার-রক্ষকো, দ্বারি কপাটাদিকং কিং নাস্তি? অস্তি, যোঽধ্যক্ষঃ শ্রীনিত্যানন্দঃ সতু হস্তদ্বয়েন দদাতি, তস্মাদপি বিচাররহিতঃ প্রেম কাদম্বিনী-মত্তত্বাৎ। যস্তু দ্বাররক্ষকঃ শ্রীসনাতনঃ, সতু পূর্ব্বং স্থিতমপি কবাট-কীলকাদিকং বৈষ্ণবতোষণ্যাদিরূপেণোন্মুচ্যাহ্বয়তি—আগচ্ছ ভ্রাতরেতস্মিন্ প্রেমাম্বুধি-নিমজ্জনে। যৎসৌখ্যমনুভূয়েহ তুচ্ছং ব্রহ্মপদাদিকমিতি জ্ঞাত্বৈব প্রভুণাপি তস্মৈ তস্মৈ তত্তদধিকারো দত্তঃ।

মধ্যে কল্পতরু হইয়া সর্ব্বস্বও দান করিতেছেন' এই কথা বলিলে ত আর তাঁহার দাতৃত্ব বুঝায় না; পক্ষান্তরে, যদি দীন হীন পতিতাদিকেও অদেয় বস্তুও দান করেন, তবেই তাঁহার মহাদাতৃত্ব ঘোষিত হইতে পারে। ভাগবতে (১০।৪৭।১৫) 'শ্রীকৃষ্ণে উত্তমঃশ্লোকতা কিন্তু কৃপণজনের পক্ষেই সঙ্গত হইতে পারে!!' অর্থাৎ যিনি সন্তপ্ত দীন হীন জনকে দয়া করেন, তিনিই উত্তমঃশ্লোকপদবাচ্য হন। শ্রীকৃষ্ণে উক্ত লক্ষণ না থাকায় তাঁহার উত্তমঃ শ্লোক-শব্দবাচ্যত্ব মিথ্যাই বলিতে হয়।

প্রশ্ন—এতাদৃশ প্রেমরত্নের ভাণ্ডার কতটি পৃথিবীতে প্রকাশিত আছে? যাহা হইতে অন্য সময়েও ধন সংগ্রহ করিয়া সুকৃতি জনগণ প্রেমধনী হইতে পারেন?

উত্তর—হাঁ, শ্রীমদ্ ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক আছে—যাহাদের শ্রবণ-মাত্রেই প্রেম হয়। যেহেতু উক্ত হইয়াছে (ভাগ ১।৭।৭) 'যে ভাগবতের শ্রবণ-সমকালেই লোকের পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়' ইত্যাদি। আর স্বয়ংই যে ঐরূপে সাত্বত-সংহিতা দ্বারা প্রেমদান করেন—ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

প্রশ্ন—ঐ ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ কে? কোষদ্বাররক্ষক কে? আর ঐ দ্বারে কি কবাটাদি নাই?

উত্তর—হাঁ সবই আছে। অধ্যক্ষ—শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি দুই হাতেই বিতরণ করেন; স্বয়ং প্রেমমদিরায় উন্মত্ত বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেও সমধিক বিচারশূন্য। দ্বাররক্ষক—শ্রীসনাতন। তিনি পূর্বে ঐ প্রেমভাণ্ডারে কবাট অর্গল প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তাহা তাহাই বৈষ্ণব-তোষণী প্রভৃতি রূপে উন্মোচন করিয়া আহ্বান করিতেছেন—'ওহে ভাই! এই প্রেমামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জন করিতে আস। এই সুখ অনুভব করিলে ব্রহ্মপদাদিও অতি তুচ্ছই

নাপ্রেমদোঽপি প্রেমদ ইত্যেতদ্ধর্ম্মস্য প্রোজ্ঝিতকৈতবত্বাৎ। অতএব ত্রিকপটী বর্জ্জিতঃ যথা ধনকপটী, বলকপটী প্রেমকপটী চেতি। যস্তু শ্রুতশ্রীভাগবতধর্ম্মো গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণবসেবনে শ্রীভাগবতপ্রীত্যৈ তদ্ব্যয়-পরাঙ্মুখঃ প্রত্যুত তদ্বিপরীত-বর্ত্মণি সহস্রাধিকাদিব্যয়নিরতোঽধিকতল্লাভায় পূর্ব্বত্র শতাদিদানেঽপি ভীতঃ, স আদ্যঃ। যস্তু সত্যামপি শক্তৌ কৃষ্ণবৈষ্ণবকর্ম্মণি জড়ঃ, শ্রীচৈতন্যসংকীর্ত্তনতাণ্ডবাদ্যলসঃ স দ্বিতীয়ঃ। যস্তু প্রেম্নি অজাতেঽপ্যুৎকণ্ঠারহিতঃ, "অহং ভক্ত" ইতি সাভিমানঃ, স তৃতীয়ঃ। এতেষাং কাপট্যত্যাগেন, মুহুর্মুহু র্মহৎকৃপাসাপেক্ষং প্রেম।

নম্বয়ং শ্রীনন্দনন্দনস্তদা সর্ব্বশ্রুতিপুরাণ-প্রসিদ্ধ-শ্যামরূপমেবাস্য স্যাদত আহ—পুরটদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ। পুরটাজ্জাম্বূনদাদিস্বুবর্ণাৎ সুন্দরা যাদ্যুতি-স্তৎসমূহেন কান্তিপুঞ্জেন সন্দীপিত আচ্ছাদিতচিক্কণ-মরকতমণিকান্তিক ইতি ভাবঃ। অতএব হরিঃ ত্রিজগন্মোহনঃ, কৃষ্ণরূপেণ পুনঃ কৃষ্ণমোহিনীরূপসম্বলিতত্বাৎ। অতোঽস্য দর্শনে চিন্তন এব প্রেমোদয়ো, ন পুনর্দ্দানাদানাপেক্ষা, হরতি সর্ব্বং প্রেম্নেতি ভাবঃ।

মনে হইবে।' আর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ইঁহাদের দুইজনের এতাদৃশ স্বভাব উত্তমরূপে জানিয়াই ইঁহাদিগকে অধ্যক্ষত্ব ও দ্বাররক্ষকত্ব দান করিয়াছেন। 'প্রেমদান না করিয়াও (মুক্তিদান করিলেও ভক্তি দেন না, অথচ) প্রেমদ এই উক্তিতে কিন্তু বুঝা যায় যে ভাগবত ধর্ম্ম সর্বথাই কৈতব-রহিত অর্থাৎ কপটতাশূন্য। কাজেই তিনপ্রকার কপটী এই ভগবত-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, যথা ধনকপটী, বলকপটী ও প্রেমকপটী। যে ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবায় শ্রীভাগবতের প্রীতিউদ্দেশ্যে ধনব্যয় করিতে কাতর—পক্ষান্তরে তদ্বিরোধী ব্যবহারমার্গে তদধিকলাভাশায় সহস্র অযুত পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেও অভ্যস্ত, কিন্তু পূর্বস্থলে শতাদি দান করিতেও ভীত হয়—সেই ব্যক্তি ধনকপটী। যে শক্তি থাকিতে কৃষ্ণবৈষ্ণবকর্মে জড়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সংকীর্ত্তনে তাণ্ডব নৃত্যাদিতে অলস, সে দ্বিতীয় (বলকপটী)। আর যে প্রেম না হইলেও উৎকণ্ঠাশূন্য, অথচ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান করে, সেই প্রেমকপটী। ইঁহাদের কাপট্যত্যাগে মুহুর্মুহু মহৎকৃপায় অভিষিক্ত হইলে প্রেমলাভ হয়।

প্রশ্ন—যদি ইনি শ্রীনন্দনন্দনই হন, তবে ইঁহার সর্ব্ব শ্রুতিপুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ শ্যামবর্ণ ই হইবে। তবে গৌরবর্ণ বলা হইল কেন?

উত্তর—পুরটদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিত। জাম্বূনদ স্বর্ণ হইতেও সুন্দর যে কান্তিমালা তাহা দ্বারা সম্যক্ উজ্জ্বলীকৃত অর্থাৎ তাঁহার চিক্কণ মরকতমণি কান্তিটী আচ্ছাদিত হইয়াছে। অতএব তাঁহার নাম হইয়াছে হরি অর্থাৎ ত্রিজগন্মোহন, যেহেতু একে কৃষ্ণরূপই জগন্মোহন, তাহাতে আবার কৃষ্ণমোহিনী শ্রীরাধার রূপটিও সংযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইঁহার দর্শনে চিন্তনেই প্রেমোদয়

নম্বস্য লীলাং ভাবয়ামি—কৃপয়া ক্রহীত্যত আহ—স্ফুরতু বঃ। ভোঃ! ত্বমত্তাপি প্রধানগিরিরেব, যতঃ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রলীলাপি তে ন গোচরা। অতঃ সত্যপি জ্ঞানে তব হৃদয়ং শৈলকন্দরমেব, তত্র কৃপয়া প্রভুর্মে স্ফুরতু সর্ব্বদা, তদা তল্লীলাপি প্রেমময়ী সর্ব্বদা স্ফুরিষ্যতীতি প্রত্যক্ষী-করিষ্যস্যেব, কিং কথনেন। কথনেঽপি তে বিলতুল্যকর্ণে কি জ্ঞাতুং শক্নুত ইতি ভাবঃ। নন্থ মহাপরাধী অহং। হা শ্রীচৈতন্যলীলায়ামপি ন মে রতি র্জাতা। কথং স মামনুগ্রহীষ্যতীত্যত আহ—শ্রীশচীনন্দনঃ। জগন্মাতা শচী, তস্যা বালকেষু স্নেহো বর্ত্তত এব। "কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতী"তি ন্যায়েন মাতৃভক্তো গৌরাঙ্গ স্বামনু-গ্রহীষ্যত্যেবেতি ভাবঃ। যদ্বা এবং মহানুভাবমতপ্রসিদ্ধি র্বর্ত্ততে—সন্ন্যাসানন্তরমদ্বৈত-গৃহে শচীগৌরাঙ্গসংবাদঃ। যথা—শচী আহ—রে বিশ্বম্ভর! বিশ্বরূপ-শোকাদি জ্ঞাতং। মদীয়জন্মান্তরীয়-পাপপুঞ্জঃ স্থিত এব কালেন ফলিতঃ। যদি ভবৎপিতৃবন্মমৃতিরদ্যাপি সহসা সম্ভবতি, তদৈহিক-শোকসন্তাপ-লোকধিক্কারলজ্জাদিভ্যো মুক্তা

হয়, আবার দানাদানের অপেক্ষা নাই। 'হরি' নামের ব্যুৎপত্তি এই—যিনি প্রেমদ্বারা সকলকে হরণ করেন।

প্রশ্ন—আমি ইঁহার লীলা ভাবনা করিতে ইচ্ছা করি, কৃপাবশ হইয়া উহার লীলাকথা শ্রবণ করান।

উত্তর—তোমাদের চিত্তে তিনি স্ফুরিত হউন। ওহে! তুমি অদ্যাবধি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাও জান নাই, অতএব তোমাকে মহাপর্বতই বলিতে হয়!! তোমার জ্ঞান থাকিলেও তোমার হৃদয় ত পর্ব্বত-কন্দরই হে! সেই কন্দরায় কৃপালু প্রভু আমার সর্বদা স্ফুরিত হউন। আমার প্রভুর প্রকাশে তাঁহার প্রেমময়ী লীলাবলীও সর্বদা স্ফূর্ত্তি হইবে, স্বয়ংই তুমি প্রত্যক্ষ করিবে, অতএব লীলাকথা বলিবার আবশ্যক নাই। আর বলিলেই বা তোমার গর্ত্ততুল্য কর্ণ কি তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে?

প্রতিপক্ষ—আমি মহাপরাধী। হায়! আমার শ্রীচৈতন্যলীলায়ও রতি হইল না!! কি প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে কৃপা করিবেন?

উত্তর—তাঁহার নাম যে শ্রীশচীনন্দন। জগতের মাতা শচীদেবী, কাজেই সন্তানগণের প্রতি তাঁহার স্নেহ ত আছেই। 'কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনও নয়।' এই সিদ্ধান্তানুসারে মাতৃভক্ত গৌরাঙ্গ তোমাকে কৃপা করিবেনই। অথবা—এ বিষয়ে মহানুভব-সম্মত প্রসিদ্ধি অবলম্বন করিয়া উত্তর দিতেছি—সন্ন্যাসের পরে অদ্বৈতগৃহে শচী ও গৌরাঙ্গের সংবাদ (কথাবার্ত্তা) হইতেছে—শচী বলিলেন—"বিশ্বম্ভর রে! বিশ্বরূপের শোক প্রভৃতি ত তুই জানিস্। আমার জন্মান্তরীণ পাপপুঞ্জ ছিল—তাহাই কালক্রমে ফলিত হইয়াছে!! যদি তোর পিতার মত আমারও মৃত্যু সহসা হইত, তবে ঐহিক শোক-সন্তাপাদি, লোককৃত ধিক্কার-লজ্জাদি হইতে মুক্ত হইতে

স্থামমুত্র যদ্ভবতু। যদি জীবনং ন নশ্যেত্তদা ময়া কিং বিষাদি পাতব্যং, কিং সুরধুনী-নীরমধ্যমধ্যাসনীয়মন্যথা বিশ্বম্ভরজননীতি সর্ব্বৈঃ শ্লাঘ্যা স্থিতাহমতীব তিরস্কৃতা স্যাং। ন কোঽপি ময়া সম্বদিষ্যতি, ন বা মন্নাম গ্রহীষ্যতি—অহো! অস্যা নাম-গ্রহণেন করগতেষ্টমপি নঙ্ক্ষ্যতি। অতীব দুর্ভাগিনীমেনামস্মাৎ পুরান্নিঃসারয়েতি পরস্পর-প্রবদনশীলো নবদ্বীপলোকো ভবিষ্যতি। কিমতঃ কার্য্যং মমেতি ব্রূহি বিশ্বম্ভর! ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গেণোক্তং—

মাত র্মা বদ মা বদেদৃশমহো কষ্টাতিকষ্টং বচ
স্তথ্যং তে নিগদামি যামি ভবনাত্তিষ্ঠামি যদ্যন্যতঃ।
ত্বং মাতা মম সর্বদেশ-বসতৌ দেবাদি-জন্মস্বপি
ত্বৎপুত্রোঽহমহং সদা ত্রিজগতামর্চ্চ্য স্ত্বমর্চ্যা মম॥ ইতি
সর্বসাধনহীনোঽপি মহাপাপ-সহস্রকৃৎ।
শচীসুত ইতি প্রোক্তঃ সগণং মাং বশং নয়েৎ॥
স জ্ঞানী সর্বশাস্ত্রজ্ঞঃ স প্রেমী মৎপ্রিয়োঽধিকঃ।
শচীনন্দন ইত্যেব যেন হর্ষেণ গীয়তে॥
মাং ক্রীণাতি জনো ধন্যঃ পরিক্রীণাতি মদ্গণং।
শচীনন্দন ইত্যেবং যোঽভিধত্তে কথঞ্চন॥

পারিতাম। পরলোকে যাহা হইবার, হউক। যদি জীবন নাই যায়, তবে কি আমি বিষাদি পান করিব? অথবা গঙ্গাজলে ডুবিব? তাহা না হইলে বিশ্বম্ভরের মা বলিয়া সকলের প্রশংসনীয়া হইয়া এক্ষণে সকলেরই অতীব তিরস্কারের ভাজন হইব!! কেহই আমার সঙ্গে কথা কহিবে না, আমার নামও গ্রহণ করিবে না!!! 'অহো! এই অভাগিনীর নাম লইলে করস্থিত বাঞ্ছিত বস্তুও নষ্ট হইবে। হায় এই দুর্ভাগিণীকে এই নদীয়া হইতে বাহির কর।' ইত্যাদি রূপে নদীয়াবাসিরা পরস্পর কথা কহিবে। বাপ বিশ্বম্ভর! এখন বল্ দেখি—আমি কি করি!! তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—"মা, মা! তুমি আর এইরূপে ঐ মহাকষ্টের কথা বলিও না। আমি যথার্থই বলিতেছি যে গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র গেলেও তুমি সকলদেশেই আমার মাতাই থাকিবে! দেবাদিজন্মেও তুমি আমার মাতা এবং আমি তোমার পুত্রই ছিলাম। আমি সর্বদা ত্রিভুবনের অর্চনীয় আর তুমি আমারও অর্চনীয়া। সর্বসাধনহীন হইয়াও—সহস্র সহস্র মহাপাতক করিলেও—যে 'শচীসুত' এই নাম বলিবে, সেই সগণ আমাকে বশবর্ত্তী করিবে॥ যে হর্ষভরে 'শচীনন্দন' এই নাম কীর্ত্তন করে, সেই জ্ঞানী, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রেমী ও আমার সমধিক প্রিয়। যে কোনও প্রকারেই হউক না কেন, যে ব্যক্তি 'শচীনন্দন' এই শব্দই উচ্চারণ করে, সেই ধন্যজন আমাকে ক্রয় করে এবং আমার পরিকরগণকেও ক্রয়

তস্য বিদ্যা তস্য বিত্তং স তীর্থ-সদৃশো ভবেৎ।
শচীনন্দন ইত্যেবং যেন হর্ষেণ গীয়তে ॥
শচীং বা মাং শচীপুত্রং নবদ্বীপং শচীস্থলং।
যো বদেৎ সোঽবদচ্ছাস্ত্রং বেদবেদান্ত-সংগ্রহম্ ॥
জন্মজন্মনি তৎপ্রীতো জাতোঽহং যো বদেৎ ক্বচিৎ।
শ্রীশচীতি শ্রীশচীতি শ্রীশচীতি স মে গুরুঃ ॥

ইত্যতঃ শ্রীশচীনাম-গ্রহণেন মহাপরাধিনোঽপি শ্রীগৌরাঙ্গোঽতিপ্রিয়ো ভবতীত্যুক্তং শ্রীশচীনন্দন ইতি। তথাচ—'শ্রীশচীনন্দন' ইত্যেবং কীর্ত্তয়, তেনৈব কীর্ত্তনেনাপরাধ-যুক্তোঽপি তস্মান্মুক্তো ভবিষ্যসীতি।

করে। যে হর্ষভরে 'শচীনন্দন' এই নাম গান করে—তাহার বিদ্যা ও ধন সার্থক; সে তীর্থসদৃশ হইয়াছে। যে 'শচী' অথবা 'শচীপুত্র' আমাকে কিম্বা শচীর বসতিস্থল 'নবদ্বীপ' এই নাম উচ্চারণ করে, সে বেদবেদান্তাদি সকল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছে। কোনও সময়ে যে ব্যক্তি 'শ্রীশচী' 'শ্রীশচী' 'শ্রীশচী' বলিয়া কীর্ত্তন করে—তাহার প্রতি আমি জন্মজন্ম সন্তুষ্ট হইয়া থাকি—অধিক কথা কি বলিব? সে আমার গুরু।" অতএব বলিতেছি 'শ্রীশচী' নাম গ্রহণ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপরাধীরও অতিপ্রিয় হয়েন! এই সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়াই শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্লোকে 'শচীনন্দন' পদ-প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব শ্রীশচীনন্দনের নাম কীর্ত্তন করিতে থাক, তাহা হইলে অপরাধী হইলেও অপরাধ-মুক্ত হইবে।

—*—

হরি-গিরি-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
'অনর্পিত'-ভাষা কৈল দীন হরিদাস ॥

শ্রীশ্রীমদ্গুরবে সমর্পণমস্তু।

অপ্রকাশিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পুঁথির সন্ধান।

যদি কাহারও সন্ধানে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি থাকে, তবে দয়া করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারিকে জানাইলে, তাহাদের সংরক্ষণ, সঙ্কলন বা প্রকাশন-বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা হইবে। ইতি

বিনীত নিবেদক—
শ্রীহরিদাস দাস
পোঃ নবদ্বীপ
হরিবোল কুটীর

১। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কৃত— **শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত** (রুক্মিণীহরণ কাব্য)
২। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি কৃত—**প্রযুক্তাখ্যাত মঞ্জরী**
৩। শ্রীমদ্ রাধাকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত — সাধনদীপিকা
৪। ” ” — দশশ্লোকীভাষ্য
৫। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত — ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী
৬। ” ” — শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টীকা
৭। ” ” — ব্রহ্মসংহিতা টীকা
৮। ” ” — ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা
৯। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত — উপনিষদ্‌ভাষ্যাবলিঃ
১০। ” ” — চন্দ্রালোকটীকা
১১। ” ” — শ্রীমদ্ ভাগবত টীকা
১২। অনন্তসংহিতা
১৩। শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্ত্তি কৃত — অনুরাগবল্লী
১৪। ” ” — শ্রীগৌরচরিত্র চিন্তামণিঃ
১৫। (ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত)—**সঙ্গীতমাধবনাটকম্**
১৬। শ্রীমৎ কবিকর্ণপূর গোস্বামিকৃত — আর্য্যাশতকম্
১৭। ” ” — শ্রীদশমস্কন্ধটীকা
১৮। শ্রীমদ্ গিরিধর দাস কৃত—**পরকীয়ারস-স্থাপনসিদ্ধান্তঃ**
১৯। শ্রীমৎ গতিগোবিন্দ ঠাকুর কৃত—গোবিন্দরতিমঞ্জরী
২০। বীরচরিত বা বীরভদ্রচরিত
২১। শ্রীল স্বরূপদামোদরের কড়চা
২২। শ্রীমৎ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তি কৃতা — শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা
২৩। ” ” — রসভক্তিচন্দ্রিকা
২৪। শ্রীমৎ জীব গোস্বামি কৃত—**ন্যায়দর্শনটীকা**
২৫। ভাবনাসার-সংগ্রহঃ
২৬। শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামি কৃত—**পদ্ধতিঃ**